সিরিজ জয় টিম ইঊিয়ার⊿

২৩ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 10 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 144 COB

আনন্ধারা বহিছে...

বৃষ্টি মাথায় ষষ্ঠীতে জনজোয়ার

কোচবিহার ব্যুরো

৯ **অক্টোবর** : দুপুরের দিকে যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল তখন অনেকেরই মন খারাপ। অবশ্য বৃষ্টি কী আর উৎসবমুখর বাঙালিকে আটকে রাখতে পারে! বৃষ্টি উপেক্ষা করেই মহাপঞ্চমীর গভীর রাত পর্যন্ত দর্শনার্থীরা প্যান্ডেল হপিং করেছেন। সেই রেশ থেকেছে মহাষষ্ঠীতেও। অবশ্য শুধু রেশ বললে ভুলই হবে। মহাষষ্ঠীর বিকেল থেকে পুজোমগুপগুলিতে যে পরিমাণ ভিড় र्प्त्रेश शिराह ज ছाश्रिस शिराह মহাপঞ্চমীর ভিড়কেও। সন্ধের পর রাত যত বেড়েছে পাল্লা দিয়ে ভিড়ও তত বেড়েছে। জমিয়ে খাওয়াদাওয়া, পুজোর আড্ডা, প্যান্ডেল হপিং, সব মিলিয়ে একেবারে পুজোর আমেজে ঢুকে পড়েছে সাধারণ মানুষ। তবে রাতের দিকে ফের মুষলধারায় বৃষ্টি নামে কোচবিহারে। তাতে দেবীদর্শনে খানিক ছেদ পড়ে। অনেকে ছাতা মাথায় দিয়েই প্যান্ডেলে ঘুরেছেন। গ্রামগঞ্জের দিকে বহু পুজোয় এদিন প্রতিমা নিয়ে আসা হয়। কম বাজেটের পুজোগুলিতে শেষ মুহুর্তের তোড়জোড় দৈখা গিয়েছে এদিনত্ত।

পুজোর ভিড়ে অবশ্য দিনহাটা প্রতিদিনই রেকর্ড গড়ছে। বিশেষ করে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ রোড নাট্য সংস্থার মণ্ডপ দেখতে রাত জাগছেন শহরবাসী। কোচবিহার জেলা তো বটেই, আলিপুরদুয়ারের প্রচুর দর্শনার্থী দিনহাটার মণ্ডপমুখী হয়েছেন। তবে শুধু মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানো নয়, চলছে চুটিয়ে সেলফি তোলার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। ফালাকাটা থেকে দিনহাটায় পুজো দেখতে এসেছিলেন জ্যোতির্ময় দাস। তিনি বললেন, 'সেরা পুজো মানেই দিনহাটার পুজো। তাই প্রথমেই দিনহাটায় বেড়াতে এলাম। কোচবিহার শহরের পুজোগুলো ভিড়ের দিক থেকে ক্রমাগত একটি আরেকটিকে টেক্কা দিচ্ছে। সারাদিনই মণ্ডপগুলোতে দর্শনার্থীদের আনাগোনা ছিল। রাতে লাইন দিয়ে পুজো দেখেছেন সাধারণ মানুষ।

কোচবিহারের নেতাজি স্কোয়ার সংঘের পুজো দেখতে এসে আশিস দেবনাথ বলেন, 'পঞ্চমীতে প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে ভিজে বাড়িতে ঢুকেছি। তাই বলে তো আর পুঁজো দেখা বন্ধ থাকবে না। তাই একটি ব্যাগে রেইনকোট নিয়েই বেরিয়েছি।' তফানগঞ্জের নিউটাউন এলাকায় স্বামীর সঙ্গে পুজো দেখতে বেরিয়েছিলেন সুরভি পাল। তাঁর কথায়, 'চতর্থী থেকেই পজোয় ঘুরছি। নবমী পর্যন্ত ঘুরব। বিয়ের পর এবারই প্রথম পুজো পরিক্রমা। তাই উদ্দীপনা একটু বৈশিই।' মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন পুজোমগুপে সন্ধে নামতেই দর্শনার্থীদের ঢল নামে। সভাষপল্লি দর্গোৎসব কমিটির সদস্য জয় পাল জানান, অন্য বছরের তুলনায় এবছর মহাষষ্ঠীতে অনেক বেশি ভিড় হচ্ছে। দর্শনার্থী জয়িতা চক্রবর্তীর কথায়, 'পঞ্চমীর রাতে বৃষ্টি হয়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাথাভাঙ্গা শহরের সমস্ত পুজো ঘুরে ফেলতে চাই।'

প্রত্যেকেই যে পজোয় সমানভাবে শামিল হতে পারেন তা নয়। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। আর্থিক অন্টনের জেরে পুজোয় ঘুরতে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে না। মহাষ্ঠীর বিকেলে দেখা গেল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এরকমই বেশকিছু মানুষকে নিয়ে পুজোয় ঘুরতে বেরিয়েছে। টাকাগাছ ক্লাবের দুর্গাপুজোয় এবার





ছুটিতেও ছুটি নয়

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ মংবাদের পোটাঁল বাদে সব বিভাগে ছটি থাকবে। আগামী ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ অক্টোবর পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না উত্তরবঙ্গ সহ দেশদুনিয়ার খবর থেকে। ছটির দিনেও লাইভ পুজো পরিক্রমা, নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোটালি

www.uttarbangasambad.com, www.facebook.com/ uttarbangasambadofficial

এবং ফেসবুক পেজে।

ণ্ডভেচ্ছা

উত্তরবন্ধ সংবাদের পাঠক, বৈজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা, গুভানুধাায়ীদের জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।





দুপুর থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায়। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি ধরতেই কোচবিহারে উপচে পড়ল ভিড়। কোচবিহারের সুভাষপল্লিতে (ওপরে)। আলিপুরদুয়ারে অবশ্য বৃষ্টি মাথায় করেই দেবীদর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন সকলে। আলিপুরদুয়ারের লোহারপুল এলাকায় (মধ্যে)। জলপাইগুড়িতেও একই ছবি মুহুরিপাড়া এলাকায় (नीर्फ)। ছবিগুলি তুলেছেন ভাস্কর সেহানবিশ, আয়ুত্মান চক্রবর্তী ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

করা হয়েছে। সেখানে এরকমই কিছ মানুষকে নিয়ে হাজির হয়েছিল 'মানুষ মানুষের জন্য' নামে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। অবাক চোখে পুজোমণ্ডপ দেখছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষজন। ওই সংগঠনের তরফে মধ্যাহ্নভোজনও করানো হয়েছে।'

থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ মন্দির তৈরি রানা দাস বললেন, 'যে মানুষজনের পুজোয় ঘোরানোর মতো কেউ নেই, এরকম অসহায় বেশ কয়েকজন বৃদ্ধাকে নিয়ে আমরা পুজোয় ঘুরতে বেরিয়েছি। বেশ কিছু পুজোমণ্ডপ ঘোরার পাশাপাশি তাঁদের

পুলিশকর্মীরা পুজোর দিনগুলিতে চডান্ত বাস্ততার মধ্যে থাকেন। তার মাঝেও পুলিশ লাইনে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। এদিন সে পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। সেখানে সামাজিক কাজকর্মও হয়।

লোকেবা



ছোটদের টিকা পরিয়ে হাতে ২০০-৫০০ টাকা আশীর্বাদস্বরূপ দেওয়া হয়। সঙ্গে ভালো খাওয়াদাওয়া। তারপর হাসতে হাসতে. 'একট মাংস, পানীয়ও চলে।'

দশইতে পাশাপাশি ঘরদোর আলো দিয়ে সাজাতে ভালোবাসেন মার্গারেট হোপ চা বাগানের শ্রমিক প্রভা তামাং। তিনি বলেন, 'গতবছর যা বোনাস পেয়েছিলাম তা দিয়ে দশই কাটিয়েছি।' কিন্তু এবছর? 'বাজেটে কিছু কাটছাঁট করতে হবে।'

কাটছাঁট হবে ডুয়ার্সেও। চালসায় মেটেলি বাগানের শ্রমিক মায়া মারান্ডি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তাই পুজোয় দিনগুলো ঠাকুর দেখতে যাওয়ার খব একটা চল নেই তাঁর পরিবারে। বোনাসের বেশিরভাগটাই সঞ্চয় করেন ডিসেম্বরের জন্যে। মেটেলি বাজার থেকে সেসময় জামাকাপড় এরপর আটের পাতায়

কংগ্রেসকে তোপ

হরিয়ানায় ভরাডুবি হতেই শরিকি তোপে পড়ল কংগ্রেস। ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি হারের জন্য হাতের ঔদ্ধত্য এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকেই কাঠগড়ায় তুলেছে।

>> বিস্তারিত তিনের পাতায়



কলকাতায় নাড্ডা

বৃহস্পতিবার একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির দিতেই নাড্ডার রাজ্য সফর।

সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এবার মূলত ২টি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ **>>** বিস্তারিত তিনের পাতায়

ভাইরাল ভিডিওতেই ধরা পড়ল চোর

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর কথায় বলে, চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন। কোচবিহার শহরের রবীন্দ্রনগরের ঘটনায় সেই প্রবাদ হাতেনাতে মিলে গেল। গৃহস্থের বদ্ধিতে পডশিদের হাতে ধরা পডল চোর। মুম্বইতে বসে কোচবিহারের বাড়িতে ঢোকা চোরের ভিডিও প্রতিবেশীদের পাঠিয়েছিলেন গৃহকর্তা। সেই ভিডিও দেখেই চুরির দু'দিন বাদে পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে চোরকে পাকড়াও করলেন প্রতিবেশীরা। সেই চোর ধরার গল্পই এখন এলাকায় মুখে মুখে ঘুরছে।

রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা তাপস দে চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি পরিবার সহ মুম্বই গিয়েছেন। বন্ধ বাড়ির সিসিটিভি চালু ছিল। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ সিসিটিভির সঙ্গে সংযুক্ত নিজের মোবাইলে তাপস দেখেন, একজন চোর তাঁদের বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র চুরি করছে। সঙ্গে সঞ্চে তিনি কয়েকজন পড়শিকে ফোনে সেকথা জানান। রাতেই প্রতিবেশীরা তাপসের বাডিতে গিয়ে জিনিসপত্র লভভভ দেখতে পান। কিন্তু চোরকে ধরতে পারেননি। তাপসের পড়শি প্রবীর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বুধবার সকালে খবর আসে, চোরটি স্থানীয় একটি ওষুধের দোকানে এসেছে এরপর কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে গিয়ে চোরকে ধরে ফেলি। সে চুরির কথা স্বীকার করেছে।'

তাপস এখনও কোচবিহারে ফেরেননি। তবে চোরের কয়েকটি ভিডিও তিনি পড়শিদের পাঠিয়েছিলেন। সেই ভিডিও এলাকায় ভাইরাল হয়ে যায়। সম্প্রতি এলাকায় আরও বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরি হয়েছিল। ফলে বাসিন্দারা এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তার ভিডিও যে এলাকার বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি চোর। বুধবার স্কালে এক তরুণ রবীন্দ্রন্গরের একটি ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনতে আসে। তাকে দেখেই সন্দৈহ হয় স্থানীয়দের। সেই তরুণই যে চোর তা মোবাইলে ছবি মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হন তাঁরা। তারপরই উত্তেজিত জনতা তরুণকে ধরে উত্তমমধ্যম দিতেই সে চরির কথা স্বীকার করে নেয়। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ চুরির মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিদ্যুৎ সরকারের কথা, 'চোরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। এদিন ও নিজেই নিজের ফাঁদে পা দিয়েছে।' চোরটি স্থানীয় মিতালি সংঘ লাগোয়া এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে বলেই স্থানীয়রা জানতে পেরেছেন। ওই এলাকাতেই সংবাদপত্র বিক্রি করেন মদন পাল। চোর ধরা পড়ার খবর শুনে মদনও ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। বললেন, 'কয়েকদিন আগে সাইকেল রেখে একটি বহুতলে সংবাদপত্র বিলি করতে উঠেছিলাম। নেমে দেখি সংবাদপত্র সহ সাইকেলটি চরি হয়ে গিয়েছে। আমার ধারণা সব চুরি একজনই করছে।' চোর ধরা পড়ায় স্বস্তিতে রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দারা।

সংঘাতের আবহে স্থ্য ভবনে বৈঠক

৯ অক্টোবর বোধনের দিনে বিসর্জনের আলোচনা। তিলোত্তমা হারিয়ে গিয়েছেন আগে। ন্যায়বিচারের দ'মাস পাশাপাশি হাসপাতালে সুরক্ষার দাবি উঠেছিল। যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যায়। জুনিয়ার ডাক্তারদের সেই আন্দোলনে শামিল নাগরিক সমাজ। আন্দোলনকারীদের একাংশের অনশন চারদিন পার হওয়ার পর শেষপর্যন্ত আলোচনা হল ষষ্ঠীর রাতে। বৈঠকের ডাক আসে রাজ্যের তরফে। বাংলার মান্য যখন মণ্ডপমুখী, জুনিয়ার ডাক্তার ও

বৈঠকে। বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পস্থ। কলকাতার ধর্মতলায় তো বটেই, রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশনে চাপ বাড়ছিল সরকারের ওপর। সেই চাপ বহুগুণ বেড়েছে একের পর এক মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ ইস্তফায়। বুধবার পর্যন্ত আরজি করের ১০৬, কলকাতা মেডিকেলের ৭৫ ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৩৫ জন সিনিয়ার ডাক্তার ইস্তফা দিয়েছেন। গণ্ডি ছাড়িয়ে ইস্তফার ছোঁয়া লেগেছে বিভিন্ন জেলায়।

প্রশাসনের কর্তারা তখন স্বাস্থ্য ভবনে

উত্তরবঙ্গ ও জলপাইগুড়ি

দিনভর কর্মসূচি

- আরজি করে রক্তদান. মণ্ডপে মণ্ডপে 'অভয়া পরিক্রমা
- বাধা দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি
- পুজো প্যান্ডেলে স্লোগান
- দেওয়ায় ৯ জন আটক প্রতিবাদে লালবাজারের
- পথে মিছিল সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ

ইস্তফা বিভিন্ন মেডিকেলে মেডিকেল কলেজের , মেদিনীপুর মেডিকেলের সিনিয়ার চিকিৎসকরা গণ ইস্তফায় শামিল হয়েছেন। এসএসকেএম সাগর দত্ত মেডিকেলের সিনিয়ার ডাক্তাররা ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে গণ ইস্তফার হুমকি দিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের নেতা দেবাশিস হালদার বলেন, 'শুনছি, সিনিয়ার ডাক্তারদের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যদি সত্যি তেমন কিছু হয়, তবে আমাদের আন্দোলন

সমাধানের জানিয়ে কয়েকজন নাগরিকের স্বাক্ষরিত চিঠি পৌঁছেছে নবারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও পর্যন্ত অনশন ও গণ ইস্তফা নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত বৈঠক ডাঁকতে হল মুখ্যসচিবকে। ডাক পেয়ে জেনারেল বিডি (জিবি) বৈঠক করে তাতে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা।

মহাষষ্ঠীতে চিকিৎসকদের সঙ্গে সরকারের সংঘাতের আবহই চোখে পডেছে। নির্যাতিতার প্রতীকী ছবি নিয়ে ডাক্তারদের পরিক্রমা'র গাড়ি কলকাতায় চাঁদনি চকের সামনে পুলিশ আটকে দিলে ধর্মতলা এলাকাজুড়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয়। দু'পক্ষের ধস্তাধস্তিতে জখম হন হেয়ার স্টিট থানার অতিরিক্ত ওসি শ্রাবন্ডী ঘোষ। আন্দোলনকারীরা শেষপর্যন্ত গাড়ি ছাডিয়ে নেন। পরে গাডি বাদ দিয়ে হেঁটে পরিক্রমায় নামেন তাঁরা।

পদযাত্রাতেও বাধা দেয় পুলিশ। অনুমতি' না থাকায় গাড়ি ও পদিযাত্রা আটকানো হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। জুনিয়ার চিকিৎসকদের অবশ্য বক্তব্য, অনুমতি ছিল। এই দীর্ঘক্ষণ যানজটে স্তব্ধ হয়ে যায় ধৰ্মতলা।

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শারদ সম্মান বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ১১ অক্টোবর

তীব্রতর হবে।'

লক্ষ্য রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক পেজে



www.facebook.com/uttarbangasambadofficial



গত কয়েক মাসের ব্যস্ততা শেষ। কুমোরটুলি এখন শ্রান্ত। -জয়দেব দাস

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর : পুজোমগুপগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হচ্ছে। দুর্গা প্রতিমা দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন দর্শনার্থীরা। কিন্তু প্রতিমার মুন্ময়ী রূপদান যাঁরা করেছেন সেই মুৎশিল্পীদের কথা মনে রাখেন না কেউই। কোনও কোনও পুজোমণ্ডপে প্রতিমার পাশে ছোট করে শিল্পীর নাম লিখে রাখা হয় ঠিকই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই দেখা যায় মৃৎশিল্পীর নাম থাকে না। মাসের পর মাস ধরে নিজেদের ঘরে যত্ন করে প্রতিমা তৈরি করেন মৃৎশিল্পীরা। খড়ের ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া থেকে শুরু করে মায়ের চোখ আঁকা. সবই করেন নিজের হাতে। বুধবার এক এক করে সব প্রতিমা যখন মৃৎশিল্পীর ঘর ছেড়ে মগুপে পাড়ি দিয়েছে, তখন ফাঁকা কুমোরটুলিতে মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যাতেই যেন দশমীর

বিষাদের সূর বাজছে। একটি বড় মাপের প্রতিমা বানাতে মৃৎশিল্পীদের কমপক্ষে ৩-৪ মাস সময় লাগে। বাঁশের কাঠামোয়

খড বাঁধা, সেই খডের ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া, দফায় দফায় সেগুলি শুকিয়ে পালিশ করা, প্রতিমার মুখ স্থাপন করা, সেগুলিকে আবার পালিশ করে রং করা ও শেষে প্রতিমার সাজসজ্জা। ধাপে ধাপে প্রতিমা তৈরির কাজগুলি কারখানায় শেষ করা হয়। গত ৩-৪ মাস আগে থেকে কাজ শুক় হলেও প্রায় দেড়-দু'মাস আগে থেকে কাজের গতি বাডে। অর্ডার যত বাড়তে থাকে শিল্পীদের ব্যস্ততাও তত বাড়ে। মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে কাজে হাত লাগায় তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও। এক কথায় বলতে গেলে, পরিবারের প্রায় সবাই মিলেই তিলে তিলে দর্গা প্রতিমা গড়ে তোলেন। সেই প্রতিমাগুলি যখন এক করে ঘর ছেড়ে মণ্ডপে ঠাঁই পায় তখন কিছুটা হলেও আক্ষেপ হয় শিল্পীদের।

পালপাড়ার এক মৃৎশিল্পী সজিত পাল বলেন, 'প্রতিমা তৈরির পর সেগুলি মণ্ডপে চলে যাবে এটাই নিয়ম। তবে. এতদিন ধরে দিন-রাত এক করে যে প্রতিমা বানালাম,

এরপর আটের পাতায়

প্রতিবাদের

অপরিচিত ধারার ভারে বিপন্ন শাসক

কল্লোল মজুমদার



একটা মৃত্যু। কারও কাছে তিলোত্তমা, কেউ বলেন অভয়া। ঘটনা যাই হয়ে থাকুক না কেন, এই মৃত্যুটা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

এই একটি মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে पिथित्य पित्यर्ष्ट श्रमाञ्चलक भन्म। দিয়েছে, রাজনৈতিক দেখিয়ে দলগুলি সবসময় শেষ কথা বলে না। দেখিয়ে দিয়েছে, গণ আন্দোলন স্লান করে দিতে পারে হেরিটেজ খ্যাত উৎসবের আনন্দকেও।

তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে আন্দোলনটি কিছ নতুন নতুন শব্দের জন্ম দিয়েছে। থ্রেট কালচার, থ্রেট সিন্ডিকেট, স্বাস্থ্য সিন্ডিকেট, উত্তরবঙ্গ লবি ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্নীতি, ধর্ষণ কিংবা হত্যার মতো বিষয়গুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচিতি থাকলেও লড়াইয়ের পরিসরে নতুন করে এইসব শব্দ ভিন্নমাত্রার পরিচিতি পেয়েছে।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদজনিত আন্দোলন অনেক দিক থেকে আলাদা। এই আন্দোলন এবং তাতে উঠে আসা বিভিন্ন স্লোগান গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মসূচির থেকে অনেক অভিনব এবং সুজনশীল। ফলে তা সহজে ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষকে আকর্ষণ করছে। পূর্বপরিকল্পিত পথে নয়,

এরপর আটের পাতায়

ব থেকে কাজের রসদ খোজে

পুজোর গন্ধে ম-ম করছে গোটা বাংলা। সেই সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতেও। তবে চা শ্রমিকদের মন খারাপ। এবার বোনাস কম মিলেছে।

দার্জিলিং যাওয়ার পথে সোনাদার কাছে রিংটং চা বাগান। সেখানে পাঁচ বছর ধরে কাজ করছেন রুবিনা রাই। কিছুদিন আগে তিনি ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি জানাতে শিলিগুড়ি এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'বাঙালিদের যেদিন দশমী, ওই সময়টায় আমাদের দশই।' কী হয় তখন ? রুবিনার আবেগী উত্তর, 'চাল আর রং দিয়ে টিকা বানাই আমরা। ওটা আমাদের কাছে আশীর্বাদের মতো। পরিবারের ছোট-বড় সবার কপালে ওই টিকা পরানো হয়।'

নাগরাকাটার কাঁঠালধুরা চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক তেজকলী

বছর ধরে বাগানে কাজ করে একা হাতে সংসার সামলাচ্ছেন। পুজোয় গতবছর ১৯ শতাংশ বোনাস পেয়েছিলেন। এবছর ১৬ শতাংশ। তাই কিছুটা মন খারাপ। বোনাসের টাকা দিয়ে কী করবেন? তেজকলী বললেন 'ছেলের অ্যাডমিশনের জন্যে ওই টাকা থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখব। নতুন জামাকাপড়[°] কিনব ছেলের

ওরাওঁ। স্বামী মারা গিয়েছেন। ১৮

জন্য।' আর নিজের জন্য? 'হ্যাঁ, কম দামি কিছু একটা কিনে নেব।' মালবাজারের রাঙ্গামাটি বাগান ডয়ার্সের বড চা বাগিচাগুলির একটি। সেখানে দেখা গেল একদিকে মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ। অন্যদিকে, পাতা তোলার পর ওজনের জন্যে শ্রমিকদের জটলা। সকলেই মহিলা। তাঁদেরই একজন গৌরী পান্না বিঘা (অস্থায়ী) শ্রমিক। পুজোয় যা যা কিনবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন, ১৬ শতাংশ বোনাসে তার সবটা কেনা সম্ভব হচ্ছে না এবার। 'আমাদের তো

অনেক কম। মাত্র ২০০০ টাকায় কিছু যেন নতুন হয়, সেদিকটা উৎসব পালন করা যায় বলুন?' প্রশ্ন ছোটদের জন্যে নতুন জামাকাপড়

টাকা দিয়ে নতুন জামাকাপড়

খেয়াল রাখেন মূলত মহিলারাই। গৌরীর। তবে স্থায়ী শ্রমিকরা ঘরের পাঙ্খাবাড়ির লংভিউ চা বাগানের শ্রমিক সংগীতা ছেত্রী বলছিলেন, 'পর্দা, টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর পাহাড়ের শ্রমিকরাও বোনাসের থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস বোনাসের টাকা দিয়ে কিনি। দশইতে



উৎসবে মেতেছে পাহাড়ও।

আমার উত্তরবঙ্গ

মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে ভাটপাড়ার পুজোয় অস্ট্রমীতে অঞ্জলি তিনবার

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর : ভক্তদের সুবিধার জন্য এবার আর দু'বার নয়, তিনবার অঞ্জলি দেওয়া যাবে। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী দেবীবাড়ি এবং মদনমোহন ঠাকরবাড়িতে অষ্টমীতে তিনবার অঞ্জলি দিতে পারবেন ভক্তরা। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবার তারা ভক্তদের জন্য দু'বার করে অঞ্জলির ব্যবস্থা করে। এবার তিনবার করার চিন্তাভাবনা চলছে। প্রয়োজনে সেটা আরও বাড়ানো হতে পারে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধারা বলেন, 'আমরা পুলিশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। এদিন পুলিশ সুপার সহ উচ্চপদস্ত আধিকারিকরা মন্দির পরিদর্শন করে গিয়েছেন। সেদিন মন্দিরে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা

বারোয়ারি প্রায় সমস্ত ক্লাবের পুজোতে এবার অস্টমীর অঞ্জলি পড়েছে একেবারে কাকভোরে। ফলে ক্লাবগুলিতে অঞ্জলি দেওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ। এই অবস্থায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অস্ট্রমীর অঞ্জলি শুরু মদনমোহনবাড়ির অঞ্জলি কী করে এত ১০টা থেকে এবং দুপুর সাড়ে ১২টা



কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

হবে সকাল ৯টা ১০ মিনিট থেকে। ১২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত অঞ্জলি দেওয়া যাবে।যে কারণে বাসিন্দাদের অনেকে এবার স্থানীয় ক্লাব ছেড়ে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি এবং দেবীবাড়িতে অঞ্জলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বিষয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তপক্ষের কাছে ইতিমধ্যে অনেকে খোঁজখবরও

কিন্তু বারোয়ারি পূজোর অঞ্জলি কাকভোরে হলেও দেবীবাড়ি এবং

দেরিতে হচ্ছে? দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের রাজপরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'আমাদের পুজো হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে। কিন্তু ক্লাবগুলির পজো হয় সাধারণত প্যারীমোহন বাগচীর মতে। সেই কারণেই অঞ্জলির সময়ের এত পার্থক্য।' তবে শুধু দেবীবাড়ি, মদনমোহনবাড়িই নয়, রামকৃষ্ণ মঠের পূজোও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে

হচ্ছে বলে মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে।

মঠে অস্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল

ঢোল বাজিয়ে

উৎসবে আয়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর

অল্প বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হন। সেকারণে খুঁইয়েছিলেন চলার

ক্ষমতা। কখনও লটারির ব্যবসা আবার ট্রাইসাইকেলে

কোনওমতে দিনগুজরান। এরপর

এলাকার খুদেদের নিয়ে একটি

দল গড়েন। পুজোর কয়েকটা দিন

এই দল নিয়ে চলে আসেন শহর

শিলিগুড়িতে। ভিড়ে ঠাসা শহরে

দলের সঙ্গে হইহই করে ঢোলক

বাজিয়ে পুজোর কয়েকটা দিন

বাসিন্দা কারুর সঙ্গে গত তিন বছর

ধরে একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি

হয়ে গিয়েছে শহর শিলিগুড়ির।

পজোয় দলবল নিয়ে শহরে এসে

গানবাজনা করে হাতে যতটুকু পান,

তা নিয়ে ফের খোলাবস্তিতে ফেরেন।

বুধবার ষষ্ঠীর দিন হিলকার্ট রোড

ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কারু। সঙ্গে

দলের তরুণতুর্কি সূর্য বাসকি, গৌতম

মুর্মু, রাজ হেমব্রমরা। বাজনার প্রতি

ভালোবাসাটা কীভাবে গড়ে উঠল?

কারু বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই

ঢোলকের প্রতি আমার বিশাল টান।

আমার গ্রামে বাজনার চর্চা হয়।

সেখানেই আমার ঢোলক শেখা। তা

বাজিয়েই জীবনের নতুন স্বাদ পাই।'

যতটা পারা যায়, আমাদের চলতে

হয়।' তবে ঢোলকের প্রতি তাঁর যে

নেশা, তা অন্যমাত্রায়। বলছিলেন,

'নেশার চোটেই বছর তিনেক হল

গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা

টিম তৈরি করেছি। তাদের নিয়ে

শিলিগুড়িতে চলে আসি। পুজোয়

এখান থেকে যা আয় হবে, তা

দিয়েই গ্রামে আনন্দ করব।'

প্রতিবছর চতুর্থীতে শহরে আসেন

কারু এবং তাঁর দল। তারপর

দশমীর আগে ফিরে যান। কারুর

সঙ্গে তিন বছর ধরে শিলিগুড়িতে

আসছে সূর্য, গৌতম। তারা একসুরে

জানাল, শিলিগুড়িতে যা আয় হয়,

গ্রামে ফিরে আনন্দ করার জন্য তা

যথেষ্ট। কারু বললেন, 'শিলিগুড়ির

মানুষও আমাদের সঙ্গে বাজনার

তালে তালে একটুআধটু আনন্দ

দলের বাজনা উপভোগ করছিলেন

অনীক দাস। তিনি বললেন,

'আসলে দুর্গাপুজোয় শহরে বিভিন্ন

সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। এটাই তো

পুজোর বিশেষত্ব।' পুজোর কটাদিন

কারুর দলের ঠিকানা তেনজিং

এদিন হিলকার্ট রোডে কারুর

করে নেন।

কারুর কথায়, 'কোনওমতে

কিশনগঞ্জ জেলার খোলাবস্তির

সামান্য আয় হয় কারু মুর্মুর।

বিক্রি

করে

জিনিসপত্র নিয়ে

- দেবীবাড়ি ও মদনমোহন ঠাকরবাডিতে অষ্টমীর অঞ্জলি সকাল ৯টা ১০ মিনিট থেকে ১২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত
- 🔳 রামকৃষ্ণ মঠে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে এবং দুপুর সাড়ে ১২টা
- দুই জায়গাতেই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজো হওয়ায় অন্যান্য ক্লাবের থেকে সময়ের এত পার্থক্য

থেকে। সবটা জানিয়ে মঠের বাইরে তারা ফ্রেক্সও লাগিয়ে দিয়েছে।

কোচবিহারের বাসিন্দা রুমা সেনগুপ্ত বলেন, 'ক্লাবে অঞ্জলি ভোরের দিকে হবে, শুনতে পেয়ে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, এবার আর আমার পক্ষে অঞ্জলি দেওয়া হবে না। কিন্তু মদনমোহন মন্দিবেব অঞ্চলিব সময দেখে স্বস্তি পেয়েছি। তাই ঠিক করেছি, এবার মদনমোহন মন্দিরে অঞ্জলি দেব।'

শামিল বনছায়া

কালচিনি, ৯ অক্টোবর : এক বছর আগেও পাশের চা বাগান চিনচুলা বাগানের দুর্গাপুজোতে শামিল হতেন গাঙ্গুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দারা। তবে এখন তাঁরা পুনবাসিত হয়ে চলে এসেছেন চিনচুলা চা বাগান থেকে অনেকটা দূরে ভাটপাড়া চা বাগান সংলগ্ন বনছায়া বস্তিতে। এখনও ভাটপাডা বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি বনছায়াবস্তির বাসিন্দাদের। এবছর নতুন ওই বস্তিতে পুজো হচ্ছে না। তবৈ ভাটপাড়া বাগানের পুজোয় শামিল হতে চান বনছায়ার বাসিন্দারা।

নতুন প্রতিবেশীদের মধ্যে এবছর মেলবন্ধন হবে বলে মনে করছেন ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোর আয়োজকরা। নতুন এলাকায় দুর্গাপুজোয় শামিল হতে মুখিয়ে রয়েছেন বনছায়ার বাসিন্দারাও। বনছায়াবস্তির বাসিন্দা মণি লামার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের পুরোনো গ্রাম গাঙ্গুটিয়া বনবস্তিতে দুর্গাপুজোর আয়োজন হত না। বনবন্তি ছেড়ে আসা পর্যন্ত সেখানে ঘটা করে একমাত্র সরস্বতীপুজো হত। তবে গ্রাম থেকে খুব কাছে কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা বাগান ছিল। কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ সেই বাগানের পুজোয় শামিল হতেন। চলতি বছরের হয়েছেন কুমারগ্রাম ব্লকের ভূটিয়া

পুনবাসন দেওয়া হয়। নতুন বস্তিতে এখনও অনেকে বাড়ি বানাচ্ছেন। অনেকে থিতু হতে পারেননি। সেজন্য পুজোর আয়োজনও করা যায়নি। আবার চিনচুলা বাগানে গিয়ে অনেকের পক্ষেই পুজোয় শামিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই এখন থেকে ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোয় তাঁরা শামিল হবেন।

এদিকে, নতুন প্রতিবেশীদের পুজোয় স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ভাটপাড়া চা বাগানের পুজো উদ্যোক্তারা। ভাটপাড়া চা বাগানের দুটি ডিভিশন মিলে মোট ৬টি পুজো হয়। ভাটপাড়া বি ডিভিশনে হয় ৪টি পুজো। আচ্ছাপাড়া ডিভিশনে হয আরও দুটি পুজো। বাসা লাইন, নিউ नार्टेन, शांत्रफ़ों नार्टेन, ট্যাংকি नार्टेन, চৌপথি লাইনে পুজোর আয়োজন চলছে। এরমধ্যে সবচেয়ে পুরোনো পূজো ট্যাংকি লাইনের স্থায়ী শিব মন্দিরের দুর্গাপুজো।

ওই পুজৌর উদ্যোক্তা সন্তোষ গুরুংয়ের কথায়, 'শ্রমিকদের দেওয়া চাঁদায় প্রতিটি পুজোর আয়োজন হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছেমতো মতো যা চাঁদা দেন তাতেই পুজোর আয়োজন করা হয়। এবছর বনছায়াবস্তির বাসিন্দারা পুজোয় শামিল হবেন। তাঁদের আমরা স্বাগত

নতুন ওই বস্তিতে পুনবাসিত ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারের বনবস্তির বেশ কিছু বাসিন্দা। তাঁদের

মধ্যে সুরজমন লামা বলেন, 'নতুন বস্তিতে এলেও পুজোর আনন্দে ভাঁটা পড়বে না। ভাটপাড়া চা বাগানের

পুজোয় পরিবার নিয়ে আমরা শামিল সবমিলিয়ে দুর্গাপুজোর মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে অটুট সম্পর্ক

গড়ে উঠবে বলেই আশা করছেন ভাটপাড়া ও বনছায়া বস্তির বাসিন্দারা।

সোনা ও রুপোর দর

96800

bb900

pppoo

পাকা সোনার বাট

পাকা খুচরো সোনা

হলমার্ক সোনার গয়ন

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)

দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

কোচবিহার বিমানবন্দব বারুইপাডায় কাঠা জমি 44 একলপ্তে বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 9564634200.





সংশোধনী নং. ७

ই-টেভার বিজপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২ ডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীত প্রকাশিত ই-টেভার নং. ২৩-এপি-॥-২০২৪ এর মধ্যে নিছলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে <u>অনুগ্রহ করে পড়্নঃ</u> টেভারু বন্ধ হুবেঃ ২৫-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খলবেঃ- ০৮-১০-২০২৪-এব পরিবর্তে ২৫-১০-২০২৪। টেভারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ভিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রসাচিতে গ্রাহকদের সেবায়

বৈভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস

প্যানেলের মেরামতি ই-টেভার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/১৪ ২০১৪/কে/৮০৮, জারিখঃ ৩৭-১০-২০১৪ मिस्रिकिट काटकत क्या मिस्रशक्तकातीत वाता है গামনার ধনঃ ১৬,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বদ্ব** পিরের ই-টেভারের টেভার নথি সহ সম্পর্ণ তথ

সিনি, ভিইই/জি আভ সিএইচজি,/কাটিহার

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স

অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ভারিখঃ ০৮-১০-২০২৪: নিম্নলিখিত কাজের জন নিল্লস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেভার আহান কর রছে। ক্রম, নং,ঃ ০১: টেভার নংঃ এলভি-টি ৪-টিএসকে-৮৮০; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবর**ণ স্পানালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা এবং উন্নতির ন্য আরআরআই থেকে ইলেক ট্রনিব ইন্টারলকিং পর্যন্ত ভিত্রগড় স্টেশনের উন্নয়নের াথে সম্পর্কিত বিদ্যতের কাজ। টেন্ডার মল্য ঃ ৮,৫৫,৯৪২/- টাকা; ৰায়না মৃল্য ঃ ৩৭,১০০/ াকা, ক্রম্ম, নং.ঃ ০২: টেন্ডার নংঃ এলভি-টি-১৪ এসকে-৮৮১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : হনসুকিয়া ডিভিশন:- ডিব্ৰুগড় টাউন এবং নিউ নসবিয়ার বেলওয়ে হাসপাতালের উত্ততির জন ন্ত্ৰতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১০,২৩,৩৬৪/ চা, ৰায়না মূল্য ঃ ২০,৫০০/- টাকা, টেভার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের -টেভারের টেভার নথি সহ সম্পর্ণ তথ ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৩:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনস্কিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

টেভার আহ্বান করা হল্ডেং টেল্ডার নং ৫ ১৪ ১০১৪ কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস প্যানেলের **হবে ৩০-১০-২০২**৪ তারিখের ১৫.০০ ঘটায় এক ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘটা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েকসইটে পাওয়া যাবে।

ি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রসাচিত্তে গাহকুদের সেবায়

আজ টিভিতে



প্রেমের কাহিনী দুপুর ১টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০

অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি कालार्भ वाःला : वित्कल ৫.०० ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কফা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মা দুগ্গার বাহন কথা, দুপুর ১.০০ মার্জনা আবদুল্লা, বিকেল ৩.৫৫ পরিণাম, সন্ধ্যা ৬.৫৫ পুত্রবধূ, রাত ৯.১০ গানে গানে পুজো, রাত ১১.৩০ সুবর্ণলতা कालार्भ वाःला मित्नमा : मकाल

১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধ্যা ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.০০ প্রেম আমার জলসা মৃভিজ : সকাল ১০.৩০

মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৫.০০ মন মানে না. রাত ৮.০০ অনুসন্ধান, রাত ১১.০৫ টাইগার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সেজ আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সখের আশা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

হওয়ার সম্ভাবনা। কাউকে বিশ্বাস

করতে যাবেন না। বৃষ : বিভিন্ন

চাকরিক্ষেত্রে

সম্ভাবনা। স্ত্রীকে অহেতুক ভুল

বুঝবেন। মিথুন: অন্যের ভুল ধরতে

গিয়ে বিপত্তিতে পড়বেন। ভ্রমণের

সিদ্ধান্ত সফল। নতুন জমি ক্রয়ে

সুযোগ আসবে। কর্কট : বিদ্যুৎ থেকে

সাবধান থাকুন। কোনো পুরোনো

বন্ধুকে আজ খুঁজে পেয়ে আনন্দ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সিংহ

: মানসিক দৃঢ়তা আজ আপনাকে

কোনো

পারে।

মেষ : আজ চেনা পরিচিত

ব্যক্তির দারা প্রতারিত

সাংসারিক অশান্তি হতে

উন্নতির

জয়ী করবে। চিকিৎসকদের বিদেশে হতে পারে। স্বাস্থ্যভাব মধ্যম।



দেবদাস বিকেল 9.0b মিনিটে জি ক্লাসিকে

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড

পুলিশ ফাইলস সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বস পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত

অনুসন্ধান রাত ৮টায় জলসা মুভিজে



জিরো দুপুর ২.৫৪ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে কহো ন



প্যায়ার হ্যায় বিকেল 8.56 মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে



যাওয়ার ইচ্ছাপুরণ হবে। কন্যা

থাকবেন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা

সফল হবে। স্বাস্থ্যভাব শুভ। তলা :

বহুদিনের কোনো স্বপ্ন আজ সফল

হবে। কাজে উদ্যম বৃদ্ধি পাবে।

মায়ের রোগমুক্তি। বৃশ্চিক: সংসারে

আনন্দানুষ্ঠান। সন্তানের মেধার

বিকাশ লক্ষ করে খুশি। কর্মক্ষেত্রে

জটিলতার সম্মুখীন। ধনু : ঋণ নিতে

হতে পারে। দাম্পত্যে সমস্যা তৈরি

হবে। পাওনা আদায় হবে। মকর

সামান্য আর্থিক সমস্যা আসতে

পারে। চাকুরিতে উন্নতির সংবাদ

পাবেন। বাকসংযমের অভাবে

নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে।

পেটের ব্যথায় দভেগি। মীন : সামান্য

মতবিরোধ এডিয়ে চলাই ঠিক হবে।

কর্মক্ষেত্রের কারণে দরস্থানে যেতে

পৈতৃক সম্পত্তি

সমস্যা। কুম্ভ:

বিনিয়োগ করতে হলে সতর্ক

দিনপঞ্জি

নোরগে বাস টার্মিনাস।

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর ২০২৪, ২৩ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন সুদি, ৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৪। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিবা ৭।২৫। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১।৫১। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ২।২। বণিজকরণ দিবা ৭।২৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৫১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মতে-একপাদদোষ, দিবা ৭।২৫ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১। ৫১ গতে षिशामतमाय। याशिनी- वाशुत्कात्म, ন্থ সশানে। ৭।২৫ গতে কালবেলাদি ২।১৯ গতে ৫।১৪ ৫।৩৫ মধ্যে।

১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, দিবা ৭।২৫ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৫।৫৪ গতে পুণঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।১২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৭।২৫ মধ্যে পুংসবন সীমন্ডোন্নয়ন জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন কমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিগুন। দিবা ৭।২৫ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ। দেবীর দোলায় আগমন। ফল- মড়ক। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২। ৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫। ৪৬ গতে ৯। ১২ মধ্যে ও ১১। ৪৬ গতে ৩। ১২ মধ্যে ও ৪। ৩ গতে

বুনোদের জন্য ভয়ে ভয়ে বনদুগরি পুজো



বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের ভেতর বনদুর্গার মন্দির। -সংবাদচিত্র

পূর্ণেন্দু সরকার জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর :

বাৎসরিক পুজো হয় ঠিকই, কিন্তু দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সকালে হাতির ভয়ে ফাড়াবাড়ির গহিন জঙ্গলের সংসার চালাই। তার মধ্যে দিয়েই ভেতর বনদুগার মন্দিরে সাহস করে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে আসা হল না ট্যাপড়ামণি বর্মনের। অন্যদিকে, ফাড়াবাড়ির বনকর্মীদের থেকে আগাম হাতির খবর নিয়ে বাইকে চেপে বনদুর্গার মন্দিরে গিয়ে ধুপ জ্বালিয়ে এলেন সুকমল সাহা ও

বন্দাবন রায়। শুধ বাৎসরিক পজোর সময় নয়, প্রতি মাসে এমনকি দুর্গাপুজোর এই চারদিন বনদুর্গার মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য বনকর্মীদের নজরদারির পাশাপাশি নিরাপত্তা রাখা প্রয়োজন বলে শ্রীশ্রী বনদুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা জানিয়েছেন।

যদিও বৈকুষ্ঠপুর বন বিভাগের এডিএফও রাজীব লামা বলেন, 'বাৎসরিক পুজোয় বন দপ্তর ভক্তদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকে। কিন্তু দুর্গাপুজার সময় আগে থেকে জানিয়ে রাখলে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব। ওপরমহলে জানানো হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরেই বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে হাতির পাল ঘোরাফেরা করছে। সোমবার একটি হাতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। হাতির আতঙ্ক থাকলেও ঝুঁকি নিয়েই ষষ্ঠী

মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৫ গতে

থেকে ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি মন্দিরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন অনেকেই। তবে স্থানীয় সুরেশ মণ্ডল ও জানকী রায় জানিয়েছেন, তাঁরা বনকর্মীদের সাহায্য নিয়েই মন্দিরে ধূপধুনো দিতে যাবেন।

এ ব্যাপারে ডাবগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জের সদ্য বদলি হওয়া রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদারের কথায়, 'বনদুগার মন্দিরকে ট্যুরিজম সার্কিট করতে আমি নিজে হেরিটেজ কমিশনের কাছে লিখিত সুপারিশ করেছিলাম। তাছাড়া নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পৌষের বাৎসরিক পুজোর বাইরেও অন্য সময় বনকর্মীদের জানালে আমরা মানুষের পাশে

তবে স্থানীয় বাসিন্দা মলিন রায় বললেন, 'ষষ্ঠীর দিন বনকর্মীরা খবর দেন হাতির পাল নেই। সেই ভরসায় মন্দিরে গিয়েছি। কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে বনকর্মীদের থাকা উচিত বলে মনে

উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বনদুর্গার পুজো হবে না তা কী করে হয়! গহীন জঙ্গলের ভেতর দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের সুরক্ষিত গোপন আস্তানায় আজও দেবী চৌধুরানিকে বনদুর্গা রূপেই পুজো করা হয়। জনশ্রুতি আছে, বৈকুষ্ঠপুর বনাঞ্চলে বাঘ-হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতেই দেবী দুর্গাকে বনদুর্গা রূপে পুজো করেন স্থানীয় মানুষ। এই দেবী দুর্গা হলেন ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষাকারী দেবী চৌধুরানি।

রাজগঞ্জ ব্লকের জেলার গজলডোবা ব্যারেজের রাস্তা দিয়ে

শিমলাডাঙ্গির সেতু ধরে যেতে হবে ফরেস্ট বিটের জঙ্গলে দেবী চৌধুরানি একেবারে নির্জন, নিঝুম বনদুর্গার ও ভবানী পাঠকের আখড়ায় বনদুর্গার পুজোস্থলে। তাছাড়া আমবাড়ি-গালাকাঢ়া হয়ে চেউলিবাডি ছঁয়েও গজলডোবা ব্যারেজের রাস্তা ধরে শিমুলগুড়ি সেতু হয়ে যাওয়া যেতে পারে। পাঁচ কিমি গহন জঙ্গল পডবে ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাডাবাডি ফরেস্ট বিটের অধীনে। দু'ধারে জঙ্গলের মাঝে সরু কাঁচা রাস্তা ধরে বাইকে যেতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই রাস্তার দু'পাশের গাছের ডালের খোঁচা খেতে হবে। তবে এলাকাটি প্রধানত বুনো হাতির মুক্তাঞ্চল হিসেবেও চলাচলের পরিচিত।

সরকারি জমির রেকর্ডে যেখানে বনদুর্গার পুজোস্থল রয়েছে সেটির 'দিল্লিভটা চাঁদের খাল'। প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা জানিয়েছেন, বৈকুণ্ঠপুর রাজ স্টেটের নথিতে এই জায়গাটি দেবী চৌধুরানির আখড়া হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু ভবানী পাঠক ছিলেন দিল্লি লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সেই কারণে জায়গাটি ভিনরাজ্যের নামের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল থেকে পরিচিত হয়ে

প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার ধারণা, বনদুৰ্গা দশভুজা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শিবের মূর্তির নেপথ্যে ভবানী পাঠককেই বোঝায়। বনদুগা আসলে দেবী চৌধুরানি হতে পারেন। অন্যদিকে, জঙ্গলের এই এলাকায় অনেক আগেই যে পুজো হত, ভক্তদের বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে বাঁচাতে বনকর্মীরাই ছিলেন এবং এখনও আছেন রক্ষাকর্তা হিসেবে। তাই বনদুগারি সঙ্গে বনকর্মীর পুজোও করা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

নং, সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/এমআইএসসি./২০২৪, তারিখঃ ০৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলগুয়ে, মালদা ডিভিসন, মালদা অফিস বিশ্ভিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ভিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি), তিনপাহাড় (টিপিএইচ) এবং জামালপুর (জেএমপি) রেলওয়ে স্টেশনে সূলভ শৌচালয় প্যরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এ ই-অকশন ক্যাটালগ-এ লট-এর প্রকাশ করা হয়েছেঃ (ক) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পে ইউজ-২৪-১১; নিলাম শুরু ঃ ১৬.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট; ক্র. নং. ১ লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-টিপিএইচ-টিওআই-১৮-২২-২, স্টেশন ঃ তিনপাহাড়; ক্র. নং. ২ লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি- টিওআই-২৫-২২-২, স্টেশন ঃ মালদা টাউন। (খ) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পে ইউজ-জেএমপি-১০; নিলাম শুরু ঃ ২৫.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা; লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-টিওআই-১৩-২২-১; স্টেশন ঃ জামালপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস পোটালৈ ই-অকশন ম্যাডিভল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-111/2024-25

টেভার বিভ্নপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে। আমাদের অনুসরণ করন : 🔀 @EasternRailway 😝 @easternrailwayheadquarter

আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজুস রাজধানী এক্সপ্রেস সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ২০৫০১/২০৫০২ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীকামূলক ভিত্তিতে থামবে। **সাহেবগঞ্জের** সময়সূচী নিম্নরূপ ঃ

ট্রেন নম্বর ও নাম			সাহেবগঞ্জে স্টপেঞ্জ
	পৌছবে	ছাড়বে	যে দিন থেকে কার্যকর
২০৫০১ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি) তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)		১৭.০৩ ঘঃ	\$@.\$0.4048
২০৫০২ আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)		১৩.৫৮ ঘঃ	\$0.\$0.4048
	C		

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

<u>বণ্টনের জন্য আমন্ত্রণ প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করা হয়েছে</u> ১. বেঙ্গড়বি মিল স্টেশনের বিভিন্ন প্রকার দোকান বণ্টনের উদ্দেশ্যে তিন বছরের এবং কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে ২ বছরের অতিরিক্ত সময়ের হিসেবে ইজারা দেওয়ার জন্য প্রাক্তন কর্মচারী/যুদ্ধে প্রয়াত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রীদের আহান করা হয়েছে নাম্মদাঙ্কিত আবেদনপ্র/প্রস্তাবপরের দ্বারা। দোকানগুলি বণ্ট করা হবে সবচেয়ে বেশি দরদাতাদের কাছে। শুধুমাত্র যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/কর্মরত অবস্থায় নিরাপত্তায় কর্মরত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/বিকলাঙ্গ সৈন্য/প্রাক্তন কর্মচারী এব তাদের স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী এই দোকানগুলি বণ্টনের যোগ্য আবেদনকারী

সেনাদল সম্পর্কীয় বেঙ্গড়বি মিল স্টেশনের একটি দোকান

- ২. সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ নথিপত্র এবং নিলাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১শে অক্টোবর \$0\$81
 - নিম্নে উল্লেখিত দোকানগুলির বিশদু বিবরণ

মোবাইল নং-৭৫০১১৮৫৮১০তে যোগাযোগ করুন।

- ক. বাড়িতে ব্যবহৃত কার্যসাধনোপযোগী বস্তুর এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান।
- গ, দর্জির দোকান ঘ, মদিখানার দোকান ছ. বইপত্র এবং স্টেশনারির দোকান ঙ. হস্তশিল্পের দোকান চ. বৈদ্যতিক দোকান
- জ সৈনাদেব জন্য সাধাবণ সামগ্রীব দোকান ঝ. মহিলাদের জন্য দর্জির দোকান ঞ. ফাস্টফুডের দোকান (০২ x দোকান)
- ট. ছবি তোলার সঙ্গে মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ৪. আবেদনকারীদের যোগাতার শতবিলি এবং সহায়তাকারী নথিপত্র, অগ্রিম অর্থমল এবং অন্যান্য ছাড় দেওয়া অর্থমলোর বর্ণনা ভাড়ো এবং এর সজাতীয় চার্জের সমস্য বিশ্বদ তথ্য বেঙ্গডবি স্টেশন সেলে যে কোনও কার্যরত দিনে ০৮৩০ থেকে ১৪০০ ঘটিকার মধ্যে গ্রহণ করা যাবে ১৯শে অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। আরও স্পষ্টতার জন্য



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে গুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র

পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ

অনেক সহজ করে নিচ্ছি। আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসআপি মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে য়েতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

সভর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দেশদুনিয়া ও কলকাতা এবং

অপ্রত্যাশিত : রাহুল কমিশনে নালিশ

কংগ্রেসের

হরিয়ানার হার হজম করতে নারাজ কংগ্রেস। বুধবার নির্বাচন কমিশনে গিয়ে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল জাঠভূমের একাধিক বুথের ইভিএম নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে আসে। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেসি বেণগোপাল, জয়রাম রমেশ, ভূপিন্দর সিং হুডা প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক আসনে ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় অসংগতির ঘটনা সামনে এসেছে।

এদিন সকালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল এদিন লেখেন, 'আমরা হরিয়ানার অপ্রত্যাশিত বিশ্লেষণ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত অভিযোগ আসছে সেগুলি নিবার্চন কমিশনের কাছে তুলে ধরব।' মঙ্গলবার কংগ্রেস কমিশনে অভিযোগ জানালেও তা খারিজ করে দেয়। মল্লিকার্জুন খাড়গেকে কমিশন বুধবার একটি চিঠি দিয়েছে। তারা বলৈছে, 'দেশের মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে এমন ধরনের কথা কখনও শোনা যায়নি।'

তবে জন্ম ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের জয়কে সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক স্বাভিমানের জয় বলে জানিয়েছেন রাহুল। এদিকে হরিয়ানায় হারের পর রাজ্য বিজেপির তরফে বিরোধী দলনেতার কাছে জিলিপি পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসের সদরদপ্তরে ওই জিলিপি পাঠানো হয়েছে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : ফের অপরিবর্তিত রইল রেপো রেট। এই নিয়ে টানা ১০ বার। মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস।

পরিবর্তন না হওয়ায় রেপো রেট ৬.৫ শতাংশই রইল। অন্যদিকে রিভার্স রেপো রেট অপরিবর্তিত রইল ৩.৩৫ শতাংশে। কোনও পরিবর্তন হয়নি স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি (৬.২৫ শতাংশ) এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটিতে (৬.৭৫ শতাংশ)। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এই অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ৪.৫ শতাংশ থাকতে পারে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই হার হতে পারে ৪.১ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ।

রসায়নে নোবেল তিন বিজ্ঞানীকে

স্টকহোম, ৯ অক্টোবর : চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস এবং জন জাম্পার। বেকার যুক্তরাষ্ট্র এবং হাসাবিস ও জাম্পার ব্রিটেনের নাগরিক। বুধবার সুইডেনের সুইডিশ অ্যাকাডো সায়েন্সেস ২০২৪ সালের নোবেল পরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে জানিয়েছে, ডেভিড বেকারকে 'কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন'-এর জন্য এবং ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পারকে যৌথভাবে 'প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশন'-এর জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।বেকার আমেরিকার সিয়াটলের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের অধ্যাপক। অন্যদিকে হাসাবিস এবং জাম্পার গুগলের ডিপমাইন্ড প্রকল্পে কাজ করছেন।

গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এমেরিটাস রতন টাটাকে বুধবার গুরুতর অবস্থায় মম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অশীতিপর শিল্পপতিকে হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়েছে বলে খবর। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত তথ্য

মুম্বই, ৯ অক্টোবর: টাটা শিল্প টাটা গোষ্ঠীর তরফে বুধবার রাত পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। টাটার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিবৃতি দিয়েছেন শিল্পপতির শুভানুধ্যায়ীরা। সোমবারেও টাটার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর রটেছিল।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 🔰 বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা ভিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর



ক 29.07.2024 তারিখের ছ্র তে সরাসরি দেখানো হয়।

93E 77942 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জেতার পর আমার জীবনের অবস্থা বদলে গিয়েছে। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিয়ার লটারিকে এই রকম একটি চমৎকার ক্ষিম প্রদান করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ একজন বাসিন্দা অনুপ কুমার হালদার দেবো।" ভিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র



মহাষষ্ঠীতে ধর্মতলাজুড়ে ডাক্তারদের অভয়া পরিক্রমা। পা মেলালেন সাধারণ মানুষ। ছবি : আবির চৌধুরী

'ঔদ্ধত্যের মাশুল দিয়েছে কংগ্ৰেস'

হরিয়ানায় হারের পর বাড়ছে শরিকি তোপ

৯ অক্টোবর : হরিয়ানায় ভরাড়বি হতেই শরিকি তোপে পড়ল কংগ্রেস। তৃণমূল, দখলীকৃত বলে ভাবা এবং শিবসেনা (ইউবিটি), আপের মতো ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি হারের জন্য হাতশিবিরের ঔদ্ধত্য এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকেই কাঠগড়ায় তুলেছে। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের জোট শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স হরিয়ানায় হারের জন্য শুধুমাত্র কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। কেন এমন ফলাফল হল তার জন্য আত্মসমালোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছে সিপিএমও। এই অবস্থায় দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আপ। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে আসন্ন ৬টি বিধানসভা উপনিবচিনে একতরফাভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে

কংগ্রেসের উদ্ধত আচরণের সমালোচনা করেছে ইন্ডিয়া শরিক তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে কংগ্রেসের নাম মুখপত্রে

অতিশীকে

উচ্ছেদ

সরকারি বাসভবনে প্রবেশের

মাত্র তিনদিনের মধ্যেই সেখান

থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে

বলপূর্বক উচ্ছেদ করার অভিযোগ

<u>টেপবাজপোল</u>

বিরুদ্ধে।

আপের তরফে অভিযোগ করা

হয়েছে, দেশের ইতিহাসে এই

প্রথমবার বিজেপির মদতেই দিল্লির

মুখ্যমন্ত্রীকে বলপূর্বক তাঁর সরকারি

বাসভবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন

উপরাজ্যপাল। তাঁর জিনিসপত্রও

বাসভবনের বাইরে বের করে

দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপির

তরফে পালটা অভিযোগ করা

হয়েছে, ওই বাংলোটি এখনও

আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ত দপ্তরের

হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

সাক্সেনার

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর :

না করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ঔদ্ধত্য, কোনওকিছুকে নিজেদের আঞ্চলিক দলগুলিকে নীচু নজরে দেখা পতনের মূল কারণ। এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।' এই ধরনের আচরণে নিবাচনি বিপর্যয় আসে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

অন্যদিকে কংগ্রেসকে বিঁধে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-র মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে হয়েছে, 'হরিয়ানায় কোনও ইন্ডিয়া জোট হয়নি। কংগ্রেস নেতারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন। সপা কিংবা আপের সঙ্গে অনায়াসে জোট করা যেত। সেক্ষেত্রে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।' আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন লোকসভার বিরোধী রাহুল গান্ধি। কিন্তু ভূপিন্দর সিং হুডার আপত্তিতে শেষমেশ ওই জোটপ্রক্রিয়া ভেন্তে যায়। হুডার সঙ্গে কুমারী শৈলজার বিরোধের বিষয়টিও শিবসেনা

এসেছে।

গতবছর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের হারের বিষয়টিও টেনে আনা হয়েছে। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের কটাক্ষ, 'বিজেপি একটি হারা ম্যাচ জিতে গিয়েছে। অন্যদিকে একটি সহজ লড়াই হেরে গিয়েছে কংগ্রেস।

সামনেই মহারাষ্ট্রে তার আগে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস-(এসপি)-কে মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্রার্থী ঘোষণার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছেন উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কংগ্রেসের মুখ কে সেটা অবিলম্বে ঘোষণা করা। এনসিপি (এসপি)-ও করতে পারে। এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কথা বলা দরকার দুই দলের। যাঁর নামই ঘোষণা করা হবে আমি তাঁকে সমর্থন করব। কারণ আমার কাছে মহারাষ্ট্রের স্বার্থই সব।'

অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা কংগ্রেসকে হরিয়ানার ভোটের ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্লেষণে বসার পরামর্শ দিয়েছেন।

১টো পর্যন্ত বেস্কোরাঁ খোলা রাখতে

পুজোয় উপচে পড়া ভিড় বার-রেস্তোরাঁয়

সেইসঙ্গে

পুজোর আমেজে ফিরেছে কলকাতা। তবে এবছর পুজোর আনন্দের থেকেও রসনাতপ্তির ঝোঁক যেন বেশি। পুজো শুরুর আগে থেকেই রেস্তোরাঁ এবং পানশালাগুলিতে উপচে পডছে ভিড়। ঘড়ির কাঁটায় রাত ২টো বাজলেও হুঁশ নেই আমজনতার। ফলে এবছর বাডতি লাভের আশা বাখছেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, সপ্তাহের শেষে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বোধনের আগেই যেন পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে মানুষ। এবছর তাই বিক্রি বাড়বে বলেই মনে করছেন তাঁরা। তাই আগে থেকেই খাবার তৈরির কাঁচামাল অনেকটাই বেশি করে এনে রাখা হয়েছে কলকাতার অধিকাংশ রেস্তোরাঁয়।

চলতি বছরের অগাস্ট থেকে আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদের ঢল নামে রাজপথে। ফলে এবছর ব্যবসা কেমন হবে সেই আশঙ্কাতেই ছিলেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার সেই দুশ্চিন্তা কেটেছে। সপ্তাহান্তে মানুষের ভিড়ে মুখে হাসি ফুটেছে কলকাতার রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকদের। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যাতে কাজের দিনেও তিলধারণের জায়গা ছিল না রেস্তোরাঁগুলিতে। রাত

হয়েছে মালিকদের। শুধু রাত নয়, রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি সুদেশ পোদ্ধার বলেন, 'শুক্রবার থেকৈই ভিড় যথেষ্ট বেড়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বিক্রি বেশি হবে আশা করছি। বুধবার ষষ্ঠীর সকাল থেকেই মানুষ ভিড় করছে রেস্তোরাঁয়। গত ৫ দিনে দুপুর ও রাতে খাবার ও সুরা পানের ভিড় বেড়েছে। আশা করছি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভিড় অনেকটাই বেশি হবে। তাই আগে থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এবছর আমরা নিরাপত্তারক্ষীও বাড়িয়েছি। পানশালাগুলিতে অন্তত তিনজন নিরাপত্তারক্ষী থাকে। কিন্তু এবছর পাঁচজন করে নিরাপত্তারক্ষী রাখছি।' মধ্য কলকাতার একটি বিখ্যাত পানশালার মালিক নীতিন কোঠারি বলেন, 'শনিবার থেকেই যথেষ্ট ভিড় রয়েছে। গত কয়েক মাসের চেয়ে অনেক বেশি। রাত ২টো পর্যন্ত বুধবার থেকে শনিবার আমাদের রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে মালিকরা। তবে পুজোর মরশুমে হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে আরও বেশি সময় ধরে খোলা রাখা হবে। দক্ষিণ কলকাতার দুটি বিখ্যাত পানশালার অংশীদার শিলাদিত্য পানশালাগুলিতে চৌধুরীর মন্তব্য, 'ভিড় দেখে ব্যবসা বাড়বে।' রেস্তোরাঁর মালিক অঞ্জন কোনও বিশুঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শেষ কয়েকদিন না হয়। সোম ও মঙ্গলবারের মতো ধরে ১৫ শতাংশ বিক্রি বেড়েছে। বুধবারের জন্য ২০ শতাংশ অগ্রিম বুকিং করে রাখা হয়েছে।'

মদ্যপান নিয়ে

কলকাতা, ৯ অক্টোবর পঞ্চমীর রাতে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র দেবাশিস আশের ভাগ্নে সায়নের করে বচসার জেরে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে হেমন্ত পালের বচসা থেকেই পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। নিহত ব্যক্তি দেবাশিস আশ (৩২) নিজেও তণমলকর্মী। এই ঘটনায় পুলিশ আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড

সায়নকে মারধর করেন। খবর পেয়ে সায়নের মামা দেবাশিস এলে তাঁকেও লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়। দেবাশিসকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত কমিটির সভাপতি হেমন্ত পালকে বলে ঘোষণা করেন।

এড়ানো গেল না পুজোমগুপে

কলকাতা, ৯ অক্টোবর আরজি করের বিক্ষোভের আঁচ যাতে পুজোমগুপগুলিতে না পড়ে সেইজন্য পুজোর থিম থেকে ভাবনা, সবক্ষেত্রেই পুলিশকে নজর রাখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্রোপাধ্যায়। এত সতৰ্কতা সত্ত্বেও পুজোমণ্ডপে বিক্ষোভ এড়ানো গৈল না। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ারের মণ্ডপে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একদল তরুণ-তরুণী। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানও দেন তাঁরা। তবে পুজো কমিটির কর্তারা তাঁদের বাধা দৈননি। দক্ষিণ কলকাতার এই পুজোমগুপের সামনে আড্ডা দেওয়ার চল দীর্ঘদিনের। স্কুল থেকে কলেজপড়য়া তরুণ প্রজন্ম এখানে আড্ডা দিতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। এদিনও দুপুর থেকেই ম্যাডক্স স্কোয়ারের মগুপের সামনে বন্ধদের নিয়ে আড্ডায় মেতেছিলেন অনেকেই। বিক্ষোভ শুরু হতেই তাঁদের কেউ কেউ ওই বিক্ষোভে

বিক্ষোভকারীদের তবে বাধা না দেওয়ার পিছনে যুক্তি দেখিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এক উদ্যোক্তা বলেন, 'এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমরা তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছি, বিকাল ৫টা নাগাদ ধর্মীয় কিছু সংস্কার ও পুজোর ব্যাপার আছে। তাই তার আগে যেন তাঁরা বিক্ষোভ সেরে নেন। তাঁরা আমাদের সেই আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা তাঁদের বাধা দিইনি। আমরাও নিযাতিতার চাই।' আন্দোলনকারীরা অব**শ্য** জানিয়েছেন, ম্যাডক্স স্কোয়ার থেকে এই বিক্ষোভ শুরু হলেও শহরের অন্যান্য পুজোমগুপের সামনেও এই বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জনমত আরও বেশি করে তৈরি করতে পুজোর চারদিনই এই কর্মসূচি চলবে। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলিতেও এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে কলকাতা পুলিশের একাধিক কর্তা তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি বদলে দিয়েছেন। কেউ কেউ নতুন স্ট্যাটাসও দিয়েছেন। পরিচিত অশোকস্তম্ভের নীচে লেখা সত্যমেব জয়তে। অথৎি সত্যের জয় হবে।

নবরাত্রির ভিড়ে

বিশ্বজিৎ মান্না

আহমেদাবাদে গত কয়েকমাস বসবাসের সুবাদে জ্যান্ড মাছের ঝোল ছাড়া আর যদি কোনও জিনিস মিস করে থাকি, সেটা হলো দুর্গাপুজো। মহালয়ার দিন থেকেই মনটা একট খারাপ। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সেদিন ভোরে উঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ম্যাজিক্যাল ভয়েস শুনেছি ঠিকই। তবুও কেমন যেন মনে হচ্ছিল, শারদীয়ার সেই হুল্লোড়, লোকজন, আলো এখানে নেই। এরই মধ্যে শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের নবরাত্রি উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র হাতে পেলাম। আহমেদাবাদে বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটিতে নিয়ম করে নয় দিন ধরে নবরাত্রি পালিত হয়। পাশাপাশি শহর ও শহর লাগোয়া

প্লটে অন্তত হাজার দশেক মানয তখনই জড়ো হয়েছেন। অধিকাংশই আহমেদাবাদ, ৯ অক্টোবর : এসেছেন ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে। একদম কচিকাঁচা থেকে শুরু করে প্রবীণ কিংবা বৃদ্ধ, সমস্ত বয়সের মানুষই ভীড় জমিয়েছেন সেখানে। ভিতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পডার মতো। রীতিমতো ওয়াকিটকি. একে-৪৭ নিয়ে নিরাপত্তারক্ষী এবং বাউন্সাররা নজরদারি চালাচ্ছিলেন। পার্টি প্লটের চারিদিকে নানা আলোর বাহার। রয়েছে নানা ধরনের ফড স্টল। তবে সবই ভেজ। চিকেন রোল বা চিকেন চাউমিনের আশা বাদ দিয়ে বাকি সব খাবার মোটামটি পাওয়া যাবে। তবে চারিদিকে এত লোকের সমাগম, এত আলো দেখে এটা নবরাত্রি উৎসব নাকি অন্তমীর সন্ধ্যা, সেটা বোঝা মুশকিল।

কিছুক্ষণ পরেই স্টেজে একের পর এক[ঁ]শিল্পী উঠতে থাকেন। তাঁরা



বিভিন্ন পার্টি প্লটেও চলে নবরাত্রি উৎসব। স্কুলের আমন্ত্রণে এরকমই করেন। এর মধ্যে পার্টি প্লটের গোটা একটা পার্টি প্লটে যখন পৌঁছোলাম. তখন প্রায় বিকাল সাড়ে ৫টা। গ্রীষ্মপ্রধান ঋতুর রাজ্য গুজরাটে শরৎকাল বলে আলাদা করে বোঝা কিছু সম্ভব নয়। এখানে সূযস্তি হতে মোটামুটি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা বাজে। তাই পঁড়ন্ত বিকালেও রোদের তেজ বেশ তীব্র। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে শুরু করল। পার্টি প্লট বলতে হাইওয়ের

পাশে বিশাল খালি জমি। চারিদিকে অজস্র গাছ। মাঠের মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে বড় স্টেজ। বুকিং পাস দেখিয়ে ভিতরে ঢোকার পর যেটা দেখলাম, তাতে মহালয়ার দিন থেকে দুর্গাপুজা মিস করার আক্ষেপটা মোটামুটি কিছুটা কেটে গেল। পার্টি

গুজরাটিতে নানা গান গাইতে শুরু মাঠে ভিড়টাও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। আর তাঁরা গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে গোল গোল করে নাচতে শুরু করে দিয়েছেন, যাকে বলা হয় গরবা! আট থেকে আশি, ছাত্র থেকে শিক্ষক, ধনী কিংবা গরিব, সব কিছুর ভেদাভেদ বোধহয় এই গরবাতে শেষ হয়ে যায়। প্রোগ্রাম চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পার্টি প্লট থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটে গাড়ির বহর দেখে বোঝা গেল. অন্তত হাজার কুড়ি মানুষ এই নবরাত্রি উৎসবে শামিল হয়েছেন। এটা তো শুধু একটা পার্টি প্লট। গোটা শহরজুড়ে এরকম আরও পার্টি প্লটে তাহলে কত মানুষ জড়ো হয়েছেন!

নিখোঁজদের সাহায্যে 'বন্ধু কলকাতা'

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : কলকাতায় পুজোর ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কম নয়। মূলত শিশু, মহিলা ও বদ্ধ-বদ্ধারা ভিডের মধ্যে অনেক সময়ই তাঁদের পরিজনদের খুঁজে পান না। তাঁদের দ্রুত খুঁজে বের করতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ। 'বন্ধু কলকাতা নামে একটি বিশেষ প্রকল্প তারা নিয়েছে। নিখোঁজের সম্পর্কে তাঁর পরিবারের লোকজন বিকাল ৪টে থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে সাহায্য চেয়ে পোস্ট করতে পারবেন। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (হেডকোয়াটার্স) মীরাজ খালিদ জানিয়েছেন, এর জন্য একটি বিশেষ মোবাইল নম্বরও দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের লোকজন সেখানে ফোন করে বিষয়টি জানাতে পারেন। নম্বরটি হল, ৯১৬৩৭৩৭৩৭৩। এছাড়া ১০০ ও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করেও অভিযোগ জানানো যাবে।

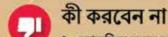
কলকাতায় আজ নাডা

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এবার মূলত ২টি দুগপিজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই নাড্ডার রাজ্য সফর। নাড্ডার সঙ্গেই আসার কথা রাজ্যের কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশালেরও।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্কীকৃতির কৃতিত্ব নিয়েও চর্চা হয়েছে বিস্তর। বিজেপির দাবি, দেরিতে হলেও বাংলা ও বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। নাড্ডার সফরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিমানবন্দর থেকে প্রথমে বেলুড়মঠে, তারপর সন্তোষমিত্র স্কোয়ার হয়ে হোটেলে যাবেন নাড্ডা। সেখানে বাংলা ভাষাকে ধ্রপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র সোদির উদ্দেশ্যে একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি নাড্ডার হাতে তুলে দেবেন গেরুয়া অনুগামী



সাইবার অপরাধীদের থেকে-আসা অডিও / ভিডিও কলস্-এর ব্যাপারে সাবধান থাকবেন - যারা নিজেদের আরবিআই / ব্যাঙ্কসমূহ / সরকারি এজেন্সিসমূহ / ক্যুরিয়র কোম্পানীগুলির পদস্থ কর্মচারী ব'লে পরিচয় দিয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার **ভয় দেখায়** কিম্বা **অবিলম্বে টাকা ট্রান্সফার করার জন্যে চাপ** দেয়, নইলে আপনার অ্যাকাউন্ট অথবা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ফ্রীজ্ বা ব্লক করার হুমকি দিতে থাকে।



- আতঙ্কিত হবেন না তাহলে কিন্তু প্রতারকদের ফাঁদে পড়তে পারেন
- শেয়ার করবেন না যেকোনো ব্যক্তিগত / আর্থিক তথ্য কাউকে জানাবেন না
- ক্রিক্ করবেন না পেমেন্ট করার জন্যে কোনো অচেনা-অজানা লিঙ্কে ক্লিক্ করবেন না



কী করবেন

- সবসময়ে যাচিয়ে নেবেন কল্কারী ব্যক্তি/ টাকা-চাওয়া অনুরোধের যথার্থতা
- অবিলম্বে রিপোর্ট করবেন cybercrime.gov.in-এ, নয়তো সাহায্যের জন্যে 1930 নম্বরে ফোন করবেন





জ্যানে দেখুন - https://rbikehtahai.rbi.org.in/fraud त्यात शिर्ष व्यानान - rbikehtahai@rbi.org.in



আমার উত্তরবঙ্গ

সপরিবার ঘরে এল উমা।।

কোচবিহার শহরে বীণাপাণি ক্লাবের প্রতিমা। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

ব্যাংক লুটের চেন্তা জিরানপুরে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৯ অক্টোবর : পুজোর মধ্যে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের জিরানপর শাখায় লটের চেষ্টা হল মঙ্গলবার গভীর রাতে। বুধবার সকালে ব্যাংক খোলার পর বিষয়টি কর্তপক্ষের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবুর দেওয়া হয়। আসে কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। পরবর্তীতে ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) চন্দন দাস ব্যাংকের ওই শাখায় এসে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখেন। ব্যাংকের ভেতরের সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর বাজারের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে ব্যাংকের ওই শাখা অবস্থিত। বুধবার সকালে ব্যাংক খুলে কর্তৃপক্ষের চোখ কাৰ্যত কপালে ওঠে। দেখা যায়, ব্যাংকের পেছন দিকের একটি ভেন্টিলেটর ভাঙা। ভেতরে থাকা কয়েকটি আলমারি, কম্পিউটার সেট লন্ডভন্ড। ভল্টের গ্রিল ভাঙা অবস্থায় দেখেন তাঁরা। সিসিটিভি ফুটেজে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তির ছবি ধরা পড়ে। সে ভল্টের গ্রিল ভাঙছিল। যদিও শেষ

পারেনি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ডাকাতির চেষ্টা বলে মনে করছেন মুখ না খুললেও এমনটাই সূত্রের এলাকাবাসী। আর এতে তাঁরা প্রবল খিবর। অপরদিকে, ডিএসপি (হৈড আতঙ্কিত। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী কোয়াটরি) চন্দন দাসের বক্তব্য, বলেন, 'যেখানে ব্যাংকের নিরাপত্তা



ব্যাংকের জিরানপুর শাখায় তদন্তে পুলিশ। - সংবাদচিত্র

তাঁরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করছেন।

ব্যাংকের যে ভেন্টিলেটার ভেঙে ওই ব্যক্তি ভেতরে ঢুকেছিল, তার ব্যাস এক ফুটেরও কম। সংকীর্ণ ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও ছিল। পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। গুরুত্ব পায়নি। পুজোয় উৎসবের ঘুরে যান।

নেই সেখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এরপর তো বাড়ির বাইরে বেরোনোই বিপদ হয়ে পড়বে।'

এদিকে, এদিন দিনভর প্রলিশি তদন্তের জেরে জিরানপুর শাখায় যাবতীয় পরিষেবা বন্ধ থাকৈ। প্রচুর কিন্তু অপরাধ প্রবণতার কাছে তা গ্রাহক জরুরি কাজে ব্যাংকে এসে

বজ্রপাতে ছাই ঘর

তুফানগঞ্জ, ৯ অক্টোবর মঙ্গলবার মাঝরাতে বজ্রপাতে একটি বাড়ির মিটার বক্সে আগুন লাগে। তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটা ঘর। খবর পেয়ে ঘটনাস্তলে যতক্ষণে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছায় ততক্ষণ দাউদাউ করে জ্বলছে রান্নাঘর ও গোয়ালের একাংশ। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দেওচড়াইয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ মমিরুদ্দিন মিয়াঁর বাড়িতে ঘটে ওই অগ্নিকাগু।

পরিবার জানিয়েছে, রাুতে খাওয়াদাওয়া সেরে পড়েছিলেন তিনি। রাত দুটো নাগাদ বাজ পড়ে প্রথমে মিটার বক্সে আগুন লাগে। নিমেষে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে রান্নাঘর ও গোয়ালে। তড়িঘড়ি গোয়ালে থাকা গোরুটি বের করে আনতে পারলেও আগুনের তীব্রতা এতটা বেশি ছিল যে, রান্নাঘর থেকে কিছুই বের করে আনা সম্ভব रस उठिन। प्रिक्षित्व कथाय, 'অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।'

গ্রাম কাশিয়াবাড়ি। আর সেখানেই

দীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে মায়ের আরাধনা

সদস্যরা। বিগত তিন বছর স্বল্প

বাজেটের মধ্যেই পুজোর আয়োজন

করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন সকলের।

মণ্ডপসজ্জা সব কিছুতেই রয়েছে

দারুণ সব চমক, জানাচ্ছেন

উদ্যোক্তারা। বাঁশ, চালুন, হাঁড়ি,

ঘণ্টা, আসন, দেবদেবীর মূর্তি ও

পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে মণ্ডপটি

এই বছরে প্রতিমা থেকে

এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কাশিয়াবাডি

দুগোৎসব কমিটির

আসছেন

কিশোরীকে অপহরণ-ধর্যণে অভিযুক্ত তরুণ

তাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের যৌন নির্যাতনে কিশোরীটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। ঘটনা জানিয়ে বুধবার বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে নিযাতিতার পরিবার। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বলছে, ১৭ বছরের ওই স্থানীয় একটি স্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়য়া। তার পরিবারের অভিযোগ, প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে মেয়েটির ওপর লাগাতার যৌন অত্যাচার চালায় প্রতিবেশী

গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই কিশোরীকে অপহরণ করে তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। তখন সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও মেয়ের কোনও খোঁজ না

বক্সিরহাট, ৯ অক্টোবর : প্রথমে মেলায় চিন্তায় পড়ে যায় পরিবার। অপহরণ তারপর দিন ১৫ পরে তাঁরাই আবার তাকে উদ্ধার করেন। মেয়ের কাছে গোটা ঘটনা জানতে পেরে বুধবার বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের

করেন কিশোরীর বাবা। কিশোরীর বাবার 'অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে



অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে ওই তরুণ। নিযাতিনের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পডলে তার গর্ভপাত করাতে হ্য়। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

- কিশোরীর বাবা

ধর্ষণ করেছে ওই তরুণ। নির্যাতনের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তার গর্ভপাত করাতে হয়। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

জেলাজুড়ে বস্ত্র বিতরণ

কোচবিহার ব্যুরো

৯ অক্টোবর কোচবিহারজুড়ে নানা সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হল। বুধবার কোচবিহার শহরের নিউটাউন ইউনিটের তরফে কয়েকশো মান্যের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ১০০ জন মানুষের মধ্যে মশারি বিলি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব এদিন ১২৫ জনকে কম্বল ও চারাগাছ বিতরণ করেছে। বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির জেলা সম্পাদক লুৎফর হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগেও পাতলাখাওয়া জ্ঞানদীপ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দেড় শতাধিক বিশেষভাবে সক্ষমকে বস্ত্র বিলি করা হয়েছে। এছাড়াও, এদিন চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতের জেলেপাড়ায় ৮০ জন বিধবাকে পুজোর নতুন পোশাক দিয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থা।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দরিবস ফুলবাড়ি রথখোলা মহিলা পুজো কমিটির তরফেও দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ঘোকসাডাঙ্গার হেল্পিং হ্যান্ড নামে একটি সংস্থা শতাধিক বস্ত্র বিতরণ করেছে এদিন। মাথাভাঙ্গা শহরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'উই ফর ইউ'-এর তরফে বস্ত্র বিতরণ

জুয়ার ঠেকে গ্রেপ্তার ৯

জামালদহ, ৯ অক্টোবর মরশুমের শুরুতেই মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ উঠছিল। মঙ্গলবার রাতে জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠুনকিরঝাড এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই ও মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার সহ পুলিশের একটি দল একটি জুয়ার ঠেকে হানা দেয়। সেখান থেকে ৯ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের গাড়িতে তোলার সময় ধৃতদের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। বুধবার ধৃতদের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সপ্তাহে একদিন থানায় হাজিরার শর্তে আদালত ধৃতদের জামিন দিয়েছে। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি জানিয়েছেন, জুয়ার বিরুদ্ধে পুলিশ লাগাতার অভিযান চলবে।

পথ দুর্ঘটনায়

পুণ্ডিবাড়ি, ৯ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত তালতলা সুপার মার্কেট সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম অর্জুন সরকার (২৭)। বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি সংলগ্ন বাহান্নঘর এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে মৃতের বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বড় গাড়ির পেছনে ধাকা মারলে তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন। এরপরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে পুণ্ডিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উদ্যোগী সৌরভ

মাদারিহাট, ৯ অক্টোবর : টোটোদের জমির সমস্যা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বুধবার দুপুরে টোটো কল্যাণ সমিতির সদস্যদৈর সঙ্গে মাদারিহাটে আলোচনায় বসলেন। সৌরভ বললেন, 'ওরা বেশ কিছু তথ্য আমাকে জানিয়েছে। আমি ওদৈর নথিপত্র দিতে বলেছি। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেইসব নথিপত্র তুলে দেব। পুজোর পরেই নথিপত্র দেবেন বলে টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটো জানিয়েছেন।

ষষ্ঠীতে সবজির দাম সপ্তমে

সিতাই, ৯ অক্টোবর : বুধবার কিনতে মহাষষ্ঠীর দিন সবজি গিয়ে ছ্যাঁকা খেলেন কোচবিহারের তিন ব্লকের সাধারণ মানুষ। কারণ প্রায় সব সবজির দামই অগ্নিমূল্য। দিনহাটা কৃষিমেলা পাইকারি বাজারের মূল্যতালিকা অনুযায়ী মহকুমার খুঁচরো বাজারগুঁলোতে সবঁজির দাম ততটা চড়া হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সিতাই সহ দিনহাটা-১ ও ২ ব্লকে দামের বিশাল পার্থক্য চোখে পড়ল এদিন। খুচরো বাজারগুলিতে প্রায় প্রতিটি স্বজিরই দাম ২০-৩০ টাকা বেশি। খুচরো এবং পাইকারি বাজারের দামের সামঞ্জস্য না থাকায় ক্ষুব্ধ ক্রেতারা।

সিতাই বাজারের ক্রেতা পরী বর্মনের কথায়, 'এরকম চড়া দামে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সবজি কেনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।' পাইকারি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির তরফে কড়া পদক্ষেপ হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

গোসানিমারি বাজারে এদিন এসেছিলেন তাপস রায়। তিনি বলেন, 'পুজোর লগ্নে সবজি কিনতে এসে হিমসিম খেতে হচ্ছে। সবজির



সিতাই বাজারে বিক্রিবাট্টা। বুধবার। - সংবাদচিত্র

কেজি প্রতি দাম

	পাইকারি	খুচরো
পটল :	৩৫ টাকা	৫০-৬০ টাকা
বেগুন :	৪০ টাকা	৬০ টাকা
ঝিঙে:	৩০ টাকা	৬০ টাকা
টমেটো :	৭০ টাকা	১০০ টাকা
পেঁয়াজ :	৪৮ টাকা	৬০ টাকা
লংকা :	১০০ টাকা	১২০-১৩০ টাকা
গাজর :	৭০ টাকা	১২০ টাকা
আলু :	২০ টাকা	৩০-৩৫ টাকা
ফুলকপি:	১১০ টাকা	১৩০ টাকা
বাঁধাকপি :	৩৫ টাকা	৪০ টাকা

এত দাম যে রোজকার ন্যূনতম দামও কেজিতে ৩০ টাকা!' খুচরো সবজির চড়া দামকে দায়ী করেছেন। বাজারটুকুও করা যাচ্ছে না। আলুর ব্যবসায়ীরা অবশ্য পাইকারি বাজারে দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি

রায় বলেন, 'আমাদের পাইকারি দরে সবজি কিনতে গিয়ে চড়া দাম দিতে হয়। তারপর সবজি পচন থেকে মাল শুকিয়ে যাওয়ার মতো নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে তা বিক্রি করতে হয়। আমাদেরও তো দুটো পয়সা লাভ করতে হবে।

অন্যদিকে, দিনহাটা কৃষিমেলা সবজির পাইকারি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রফি আলি বলেন, 'সবজির লোকাল আমদানি বেশি না থাকায় বাইরের সবজি আমদানির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে। তাতে সবজির দাম হঠাৎ বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা ঠিক। কিন্তু পাইকারি বাজারমূল্য অনুযায়ী সবজি বিক্রি করলে সাধারণ ক্রেতারা অনেক কম দামে সবজি কেনার সুযোগ পেতে পারেন।' তাঁর সংযৌজন, সেটা হচ্ছে না বলে বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ আসছে। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী জানালেন, এক্ষেত্রে অভিযোগ সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

সেতুর মুখে ধসে উদ্বেগ

পারডুবি, ৯ অক্টোবর : মেরামতির সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে এক-দু'দিনের বৃষ্টিতেই ফের দোলং নদীর সেতুর মুখে অন্যত্র ধসে গিয়ে বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বুধবার সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারড়বি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বরাইবাড়ির ঘটনা।

এলাকার দোলং নদীর সেতুর মুখে বেশকিছু অংশ ধসে খাদের আকার নিয়েছিল। সেই খবর সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরই ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ তাপ্পি দেওয়ার কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার সপ্তাহখানেক হতে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তারপর সপ্তাহ

না হতেই মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টিতে কাটতে না কাটতেই এই অবস্থা। সেতুর মুখে অন্য অকটি জায়গা ধসে গিয়েছে। এরপর ঝুঁকি নিয়েই যানবাহন চলাচল করছে।

স্থানীয়রা জানান,

গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় নয় বছর আগে এলাকায় সেতুটি তৈরি করা হয়। তারপর বেশ কয়েকবার সেতুর মুখ মেরামতি হয়েছে। চলতি বছরের বিষয়ে দোলং নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় সেতুর মুখে গ্রাভেল রাস্তায় ধস নেমে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এরপর ধীরে ধীরে রাস্তার অংশে বেশ কিছুটা এলাকাজুড়ে ধসের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও কাজ হচ্ছিল না। খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সিমেন্টের তাপ্পি দিয়ে দায় সারে সংশ্লিষ্ট গ্রাম

স্থানীয় বাসিন্দা ধনদিন মিয়াঁ বলেন, 'সেতুর মুখে ফের ধস সৃষ্টি হওয়ায় ঝুঁকিপূৰ্ণ যাতায়াত চলছে। কিছুদিন আগেই দায়সারাভাবে সংস্কার করা হয়। ধসে তো যাবেই। দ্রুত জায়গাটি মেরামত করা হোক।' একই দাবি, উজ্জ্বল বর্মন, সুকুমার বর্মন, তপন দেবসিংহ প্রমুখের।

ধসে যাওয়া অংশের পাশ দিয়েই ঝুঁকিপুর্ণ যাতায়াত চলছে। পুজোর মরশুমে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ধসে যাওয়া অংশ দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'ধসে যাওয়া অংশ সহ বস্তায় বালি-বজরি ভরে কোনওরকমে সেতুর দু'দিকের মুখের অংশ পাকা করার স্থানীয়দের দাবি ঊধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।

মোষ উদ্ধার

পাচারের পথে অভিযান চালিয়ে তিনটি কনটেনার থেকে মোট ৩৯টি মোষ উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলি**শ।** মোষ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া ভাঙ্গাপাকরি নাকা চেকিং পয়েন্টে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহজনক তিনটি পণ্যবাহী গাড়িকে দাঁড় করান কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। তল্লাশি চালিয়ে একটি গাঁড়ি থেকে ১২টি, অপর দুটি গাড়ি থেকে যথাক্রমে ১০ এবং ১৭টি মোষ উদ্ধার করা হয়।

মোষ পরিবহণের বৈধ নথি দেখাতে না পারায় সন্দীপ কুমার, সামবির কুমার ও রাকেশ কুমার নামে তিন হরিয়ানাবাসীকে পুলিশ







জুলাই ২০২৫-এতে শুরু হওয়া কারিগরি প্রবেশিকা যোজনা-৫৩ পাঠক্রমে যোগদানের জন্য ১০+২ (পিসিএম) সহ প্রার্থীদের কাছ থেকে অনলাইন আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ০৭ অক্টোবর - ০৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র নেওয়া হবে।

> আরও বিবরণের জন্য লগ অন করুন www.joinindianarmy.nic.in



কাশিয়াবাড়ি সর্বজনীনের প্রতিমা ও প্যান্ডেল। - সংবাদচিত্র ফুটে উঠবে গ্রামবাংলার প্রকৃতি। লেগেই থাকে এই পুজো প্যান্ডেলে। জলপাইগুড়ির মাত্র ৬ লক্ষ টাকা বাজেটের মধ্যেই গণেশ দাস।

জানান কমিটির সদস্যরা। বিগত কয়েক বছর ধরেই গ্রামীণ এলাকার সেরা পুজোর তকমা পেয়ে আসছে এই পুজো কমিটি। সাজানো হয়েছে। থিমের মাধ্যমে সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত ভিড়

সকল আয়োজন করা হয়েছে বলে

প্রতিবছর নিত্যনতুন থিমের মধ্য দিয়ে চমক দিয়ে আসছে এই পুজো কমিটি। এই বছরের থিমও সকলের নজর কাড়বে, এমনই মনে করছেন আয়োজকরা। ষষ্ঠীর দিন পুজোর উদ্বোধন করেন হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই। উপস্থিত

এবছর মায়ের আদিরূপ সকলের নজর কাড়বে।' দেবীর রূপদান হলদিবাড়ির বিশিষ্ট করেছেন মৃৎশিল্পী বাবু পাল।

পুজো কমিটির সভাপতি সুমিতকুমার রায় জানালেন, এবছর প্যান্ডেলে রয়েছে অভিনবত্বের ছোঁয়া। মগুপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন ডেকোরেটার

কোষাধ্যক্ষ 'অষ্টমী ৾ও নবমীতে বললেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নবমীতে বহিরাগত শিল্পীরা আসবেন ও থাকছে অর্কেস্ট্রা।'







5 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১০ অক্টোবর ২০২৪ C

পুজোতেও পথে নেমে প্রতিবাদ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ু৯ অক্টোবর পুজোতেও আরজি কর নিয়ে অব্যাহত কোচবিহারে। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শহরের সাগরদিঘি সংলগ্ন ক্ষুদিরাম স্কোয়ার এলাকায় তিত্তোলমার বিচার চেয়ে পথে থাকছেন প্রতিবাদীরা। বিকাল পাঁচটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সিটিজেন্স ফর জাস্টিস সংগঠনের হয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানাবে তারা। সেই মঞ্চে শামিল থাকবে শহরের বিভিন্ন সংগঠন। শুধু আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদেই জয়নগরের কিশোরী ছাত্রী পটাশপুর এলাকার গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে অভয়া ক্লিনিক ও প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে তারা। অপরদিকে, এই পোস্টার বিলির কর্মসূচি নিয়েছে কোচবিহার নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ।

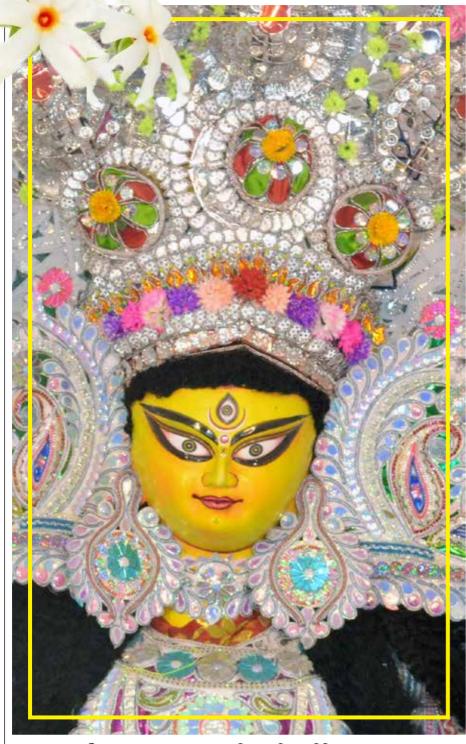
তিলোত্তমার জন্য

- দশমী পর্যন্ত কোচবিহারের সাগরদিঘি সংলগ্ন ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে প্রতিবাদ অন্দোলন
- তাদের বার্তা, পুজোয় থাকুন তবে তিলোত্তমা বিচার পায়নি সেটা ভুলবেন না

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাত দখলের পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল শহরের বিভিন্ন সংগঠন। এখন প্রতিবাদের আঁচ কিছুটা কমছে ঠিকই। তবে তা একেবারে কমে যায়নি। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সাগরদিঘি এলাকায় প্রতিবাদী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন অনেকেই। এই আন্দোলনে শামিল ছিলেন রাত দখলের মেয়েদের পক্ষে চন্দ্রাণী ঘোষাল। তিনি বললেন, 'জনগণের কাছে আমাদের এটাই বার্তা, আপনারা পুজোতে থাকুন। তবে তিলোত্তমা যে বিচার পায়নি এটাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এই বিচার অধরা থাকা অবস্থাতেই আরও কয়েকটি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এরই প্রতিবাদে আমরা পুজোতেও প্রতিবাদে শামিল থাকছি।

ঘড়িতে তখন ছয়টা পেরিয়েছে। যষ্ঠীর সন্ধ্যায় পুজো দেখতে বেরিয়েছেন অনেকেই। সাগরদিঘির পাশ দিয়ে যাবার পথে অনেকেই প্রতিবাদী মঞ্চের পাশে চিত্র প্রদর্শনী দেখতেও শামিল হয়েছেন। অনেকে আবার প্রতিবাদী মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেনও। তাঁদের গলাতেও একই সুর। সকলে পুজোর আমেজে ভাসলেও তিলোত্তমার বিচার চান সকলেই। এদিন সেখানে শামিল হয়েছিলেন অপু ঘোষ। তিনি বললেন, 'পজোয় মাতলেও আমরা সকলেই চাই দোষীরা শাস্তি পাক। সে কারণে ওঁদের এই প্রতিবাদের পাশে রয়েছি।'

অারজি কর নিয়ে কলকাতায় আন্দোলন অব্যাহত। আন্দোলনের রেশ জারি রয়েছে কোচবিহারেও। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মাসদয়েক থেকেই শহরে প্রতিবাদী সংগঠনগুলি পথে নেমেছে। পুজোর মরশুমেও সমস্ত সংগঠন একত্রিত হয়ে সিটিজেন্স ফর জাস্টিস সংগঠনের হয়ে সাগরদিঘি এলাকায় আন্দোলনে শামিল থাকছে। সেখানে পুজোর দিনগুলিতে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সংগীত, আবৃত্তি, নাটক, ছবি আঁকা, পোস্টার প্রদর্শনী সহ প্রতিবাদী বিভিন্ন কর্মসচি হচ্ছে। প্রতিবাদী কর্মসচিতে শামিল থাকবে কোচবিহার নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চের কার্যকরী সম্পাদক বিদ্যুৎকুমার দে। তিনি বলেন, 'আমরা শহরে ফ্রেক্স লাগাচ্ছি। এছাড়াও আমরা ফ্লেক্স বিলির উদ্যোগ নিয়েছি।'



আজ দেবীবন্দনায় মাতবে শহর। বুধবার কোচবিহারে প্রতিমার ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।

পোশাকে নজর ড়বে শারদ আড্ডা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ অক্টোবর : আড্ডা, দুই বর্ণের ছোট এই শব্দ শুনলে মাথায় ভিড় করে আসে অনেক ভাবনা। কারও কাছে এই আড্ডা কর্মনাশা, কারও কাছে আবার নতুন কোনও সৃষ্টির কারখানা। বাঙালি আইকন সত্যজিৎ, মৃণাল, শক্তি, সুনীল হোক বা বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো আড্ডার অংশ হয়েছেন সকলেই। প্রাচীন ইউরোপে সক্রেটিস, প্লেটোর মতো মানুষও নিয়মিত আড্ডা মারতেন বলে জানা যায়। ব্যাসদেবের মহাভারতেও দেখা গিয়েছে মুনিঋষিদের তাঁদের জপ ও তপের মাঝে রীতিমতো আড্ডা মারতে। তবে আড্ডার সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক যেন একটু বেশি গভীর। যদিও বর্তমান সময়ে মুঠোফোনের দৌলতে নবীন প্রজন্ম সেই ঐতিহ্য খানিক ভুলতে বসেছে। সেই সময় বাঙালির এই চিরপরিচিত পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখতে এবারেও ভেটারেন্স স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ক্লাব দিনহাটা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের সামনে শারদ আড্ডার আয়োজন চলবে এই আসর। মহকুমার বিশিষ্ট পরেন শাড়ি। জন থেকে সংস্কৃতিপ্রিয় মান্য, শামিল হবেন সকলেই। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে চলে চা, মিষ্টি, জিলিপি

ডেস কোড

- দিনহাটায় শারদ আড্ডার আসর বসছে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মতি পাঠাগারে
- এই আড্ডার উদ্যোক্তা ভেটারেন্স স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ক্লাব
- মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের নিয়ে আড্ডা চলবে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত
- আড্ডার বিশেষত্ব পোশাকে পুরুষরা পরেন ধতি-পাঞ্জাবি আর মহিলারা

খাওয়ার ধুম। তবে এই আড্ডার বিশেষত্ব এখানে আসা মানুষের পোশাকে। আড্ডায় আসা পুরুষরা করেছে। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পরেন ধুতি-পাঞ্জাবি আর মহিলারা

সেনগুপ্তর কথায়, 'গত পনেরো বছর ধরে এই শারদ আড্ডার আয়োজন করে আসছি। কাজের জন্য বছরের অন্য সময়গুলিতে একে অপরের সঙ্গে দেখা হয় না, তাই পুজোর ক'টা দিন সকলকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে সকলেই আনন্দিত হন। চিকিৎসক উজ্জ্বল আচার্য জানান, প্রতিবছরই শারদ আড্ডায় গিয়ে সকলের সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া হয় মন খুলে। মহকুমার সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে পুজোর একাল সেকাল- আলোচনায় বাদ যায় না কোনও কিছই। সেইসঙ্গে চলে গান, আবৃত্তি পাঠও। আলোচনায় মহিলারাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করেন। সংগঠনের সভাপতি অপণা দে নন্দীর বক্তব্য, 'পুজোর দিনগুলোতে আড্ডার মধ্য দিয়ে আমরা যেন পুরোনো দিনে ফিরে যাই. বর্তমান বিষয়ে আলোচনা তো রয়েছেই। সবমিলিয়ে পুজোর ওই কয়েকটা দিন অন্য সবকিছু ভুলে আমরা সকলেই আড্ডার মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন করে খোঁজার চেষ্টা করি।'

বিচ্ছিন্ন দিনহাটা

নো এন্ট্রিতে শহরে ঢোকার পাঁচটি পথই বন্ধ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ অক্টোবর : দিনহাটা শহরে পজোর জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে শহরের বাইরে পাঁচটি নো এন্টি পয়েন্ট করেছে প্রশাসন। বধবার অর্থাৎ ষষ্ঠীর বিকেল চারটে থেকেই যানবাহন নিয়ন্ত্ৰণ চলছে এই নো এন্ট্ৰি পয়েন্টগুলোতে। এর ফলে শহরের বাইরে থেকে কোনও যানবাহন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না শহরে। কিন্তু এই অপরিকল্পিত নো এণ্ট্রির ফলে শহর থেকে দিনহাটার গ্রামগুলি কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সদর মহকুমা তো বটেই জেলা সদরের সঙ্গেও যোগাযোগের বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। শহরে ঢোকার পাঁচটি মুখই বন্ধ করে দেওয়ায় শহরের মানুষের পাশাপাশি গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ বিপাকে পড়েছেন। যা নিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মনে রীতিমতো ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে বিকল্প রাস্তা না থাকার পরেও কেন প্রতি বছর পাঁচটি মুখ আটকানো হচ্ছে?

দিনহাটা থানা সূত্রে খবর ষষ্ঠীর বিকেল চারটে থেকেই এই নো এন্ট্রি পয়েন্টগুলি কার্যকর করা হয়েছে. যা চলবে রাত দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত। মূলত দিনহাটা-কোচবিহার রোডে পুঁটিমারি চেকপোস্ট, বলরামপুর রোড হিমঘর, সাহেবগঞ্জ রোড ২ নম্বর পুল, রংপুর রোড মিশন, গোসানি রোড এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশের নো এন্ট্রি পয়েন্টগুলি। যার দরুন শহর সংলগ্ন দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক, বড় আটিয়াবাড়ি, দিনহাটা-১ নম্বর ব্লক, পুঁটিমারি সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ একপ্রকার

বুধবার দিনহাটা গোসানি রোড দিয়ে ট্রলি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বছর পঁচিশের ঋজু রায়। কাছে যেতেই ঘেমে যাওয়া ওই তরুণ জানালেন তিনি হায়দরাবাদে কাজ করেন। পুজোয় সিতাইয়ের গ্রামের বাড়িতে ফিরছেন। বাসে করে পুঁটিমারি চেকপোস্ট পর্যন্ত এলেও, টোটো যেতে না চাওয়ায় অগত্যা হেঁটে রওনা হন। কৃষিমেলা নো এন্ট্রি পয়েন্টে তাঁর দাদা টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকেই তিনি বাড়ি ফিরবেন। প্রশাসনের এই ভূমিকায় ঋজুও ক্ষুব্ধ। তাঁর কথায়, 'বিকল্প রাস্তা রেখেই তবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত প্রশাসনের।'

শহরের বাসিন্দা ভাস্কর দেবের

বক্তব্য, 'দিনহাটা শহরের সঙ্গে কোচবিহারের যোগাযোগের বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। এর ফলে কোচবিহার বা অন্য স্থান থেকে যাঁরা শহরে ঢুকবেন তাঁরা ঢোকার মুখেই নো এন্ট্রি পয়েন্টে আটকে যাবেন। এবার তাঁরা পুজো ছাড়াও অন্য কাজেও যদি আসেন তাহলে তাদের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' ভাস্করের কথায়, এদিন আলিপুরদুয়ার থেকে বোন আসার কথা থাকলে আমি তাকে চারটের আগে বাড়ি ঢুকে যেতে বলি, যাতে বিপাকে পড়তে না হয়। অপর বাসিন্দা রতন সাহার কথায়, ধরা যাক ট্রেনে করে কেউ নিউ কোচবিহার নামলেন, এরপর গাড়ি ধরে তাকে দিনহাটায় ঢুকতে ঢুকতে ছ'টা বেজে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে নো এণ্ট্রি পেরিয়ে তিনি কী করে আসবেন, তা প্রশাসনের বোঝা উচিত। অন্যদিকে বিশেষ কাজে যদি কেউ সকালে শহরে বাইরে গিয়ে বিকেলে ফেরত



বাড়ি ফেরা। বুধবার দিনহাটায়।

আসেন তাহলে তাঁকে শহর থেকে

প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে পুঁটিমারি

চেকপোস্টে নামতে হচ্ছে। এবপব

সেখান থেকে বিকল্প কোনুও যান যেমন

টোটো, বাইক সেটাও নিষিদ্ধ থাকায়

হেঁটেই লাগেজ নিয়ে বাড়ি ফিরতে

হয়। যা একজন পুরুষের প**ক্ষে** সম্ভব

হলেও একজন মহিলার পক্ষে বিষয়টি

সত্যিই বিরক্তিকর। তাই প্রশাসনের

নো এন্ট্রি পয়েন্ট তৈরি বিষয়ে বিকল্প

রাস্তা অবশ্যই রাখা উচিত। দিনহাটা–

২ নম্বর ব্লকের প্রসেনজিৎ বর্মনের

কথায়, 'দিনহাটা শহর থেকে প্রায়

তিন কিলোমিটার দূরত্বে বাড়ি।

অথচ শহরে যাবার বিকল্প রাস্তা না

প্রবেশ নিষেধ দিনহাটা-কোচবিহার রোডে পুঁটিমারি চেকপোস্ট, বলরামপুর রোড হিমঘর. সাহেবগঞ্জ রোড ২ নম্বর পুল, রংপুর রোড মিশন, গোসানি রোড এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশের নো এন্ট্রি পয়েন্ট। সমস্যা যেখানে

মেলেনি টোটো, লাগেজ নিয়ে হেঁটে

থাকায় জরুরি প্রয়োজনে শহরমুখী হওয়া যায় না পজোর ক[†]টা দিন। প্রশাসন অ্যাম্বল্যান্সের মতো জরুরি পরিষেবায় ছাড় দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু যদি রোগীকে হাসপাতালে দেখতে যেতে হয় সেক্ষেত্রে তাকে ফের নো এন্ট্রির গেরোয় পড়তেই হয়। তাই নো এন্ট্রি পয়েন্ট বসানো ছাড়া বিকল্প কোনও চিন্তা করলে সকলের সুবিধা হবে।'

শহর সংলগ্ন দিনহাটা-২

দিনহাটা-১ নম্বর ব্লক,

পুঁটিমারি সহ একাধিক

বিচ্ছিন্ন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ

মানুষ একপ্রকার যোগাযোগ

নম্বর ব্লক, বড় আটিয়াবাড়ি

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রর কথায়, জরুরি ভিত্তিতে অবশ্যই ছাড় রয়েছে, বাকি কোনওরকম বিষয় থাকলেও সেগুলিও দেখে নেওয়া হচ্ছে। এরফলে কোনও সমস্যা হওয়ার

অভিযান

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৯ অক্টোবর : পুজোর নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে সাইকেল নিয়ে ট্হল দিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা, কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল সহ পুলিশের বিশাল বাহিনী সাইকেল নিয়ে কোচবিহার

শহরের বিভিন্ন রাস্তায় টহল দেন। বাইকচালকদের ধরতে দিনহাটায় এদিন বিশেষ অভিযান চালানো হয়। দিনহাটার শিমুলতলা নাকা পয়েন্টে দীর্ঘ সময় বাইকচালকদের ব্রেথালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনজন মদ্যপ চালকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাশাপাশি ইভটিজিংয়ের ঘটনায় দুজনকে আটক করে দিনহাটা মহিলা থানার পুলিশ।

ট্রাফিক বিবরণ

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর পুজোয় কোন রাস্তায় নো এণ্ট্রি রয়েছে কিংবা কোথায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, এসব ট্রাফিক সংক্রান্ত বিষয় জানতে শ্রোতাদের জন্য ট্রাফিক আপডেট দেওয়া শুরু করেছে রেডিও কোচবিহার। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি হওয়া এই রেডিও সেন্টার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে সমস্ত ট্রাফিক আপডেটস। রেডিও কোচবিহারের মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ প্রদীপকমার করের কথায়, 'শ্রোতাদের সুবিধার্থে পঞ্চমী থেকে পুজোর সময় আমরা কোচবিহার সদরের ট্রাফিক আপডেট দিচ্ছি।'

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৯ অক্টোবর হলদিবাড়ি ব্লকের প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম দুগমিগুপের পুজো। এই বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে স্থানীয় মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। মন্দিরের ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে দেবী দুগর্রি প্রতি কোচবিহারের মহারাজা ও ব্রিটিশদের ভক্তির কথা। সেই

চালাঘরের জায়গায় ঝাঁ চকচকে বিশাল মন্দির গড়ে উঠেছে। সেই মন্দিরের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য, সাবেকিয়ানা, নিষ্ঠা ও সৌভ্রাতৃত্ব। হলদিবাড়ির বাসিন্দারা একে 'দুগাঁমগুপ' নামেই চেনেন। ব্রিটিশ সাহেবরাও সপরিবারে

পূজোয় অংশ নিতেন। দশমীতে মণ্ডপ

চত্ত্বরে মেলা বসত।

হয়। এক কাঠামোতেই দেবী দুর্গা, মহিষাসুর, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্থতী অধিষ্ঠিত থাকেন। পুজো কমিটির সদস্য প্রদীপ সরকারের 'নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে কোনও কথায়, করা হয় না। আজও পুরোহিত ও ঢাকি বংশপরস্পরায় পুজোর দায়িত্বে থাকেন। পুজোর ক'টা দিন মন্দির চত্বর যেন মিলনক্ষেত্র প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে আজও হয়ে ওঠে।



In association with

Siliguri Club

Raiseviã

Best Hair Colour

Specialist in Siliguri

9Ground Floor,

ষষ্ঠীতে বিনামূল্যে লুচি-ডাল-জি



মা ক্যান্টিনে ষষ্ঠীর সকালে সাধারণ মানুষকে প্রাতরাশ তুলে দেওয়া হচ্ছে।

শুভ্ৰজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : সপ্তমী থেকে বন্ধ থাকবে মা ক্যান্টিন। পুরসভার তরফে তাই মহাষষ্ঠীর সকালে পুরবাসীর জন্য বিনামূল্যে

সপ্তমী থেকে মা ক্যান্টিন বন্ধ থাকবে আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত। তাই পুরসভার তরফে শহরবাসীর জন্য এই বিশেষ প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

> - পরেশচন্দ্র অধিকারী বিধায়ক

প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা হয়। বুধবার সকালে কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবনের মা ক্যান্টিনে এই কর্মস্টিতে সকালবেলা লুচি, ডাল ও জিলিপি

খেতে ভিড় জমান পথচারীরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা।

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল মহম্মদ বলেন. 'নিয়মিত মা ক্যান্টিনে দুপুরে ৫ টাকার বিনিময়ে পেটভরে খাবার খাই। কাল থেকে ক্যান্টিন বন্ধ থাকার কথা শুনে মন খারাপ হয়েছে।

বিধায়ক জানান, কাল থেকে মা ক্যান্টিন বন্ধ থাকবে আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত। তাই পুরসভার তরফে শহরবাসীর জন্য এই বিশেষ প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

সেটাই পাঠাবেন

বাতিল বলে গণা হবে

সেলফি পাঠানো যাবে না

বিচারকদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত

একজন প্রতিযোগী একাধিক ছবি পাঠালে তা

পরস্কাত ছবি উত্তরবঙ্গ সংবাদ, উত্তরবঙ্গ সংবাদের

পোটাল www.uttarbangasambad.com একং ফেসবুক পেজে একযোগে প্রকাশিত হবে

ছবিতে water mark ও horder থাকলে বভিল হবে

উত্তরবন্ধ সংবাদের কোনও কমী বা তাঁর পরিবারের

কেউ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না

পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, মা ক্যান্টিনে যাঁরা রাল্লা করেন তাঁরাও সাধারণ মানুষ। তাঁরাও নিজের পরিবারের সঙ্গে উৎসব উপভোগ করতে চান। সেজন্যই এই ক'দিন মা ক্যান্টিন বন্ধ থাকবে।'



2033

আলোচিত



মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ির শরিকদের উচিত, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা। কংগ্রেস বা এনসিপি, যাঁর নাম ঘোষণা করবে আমরা তাঁকে নিঃস্বার্থে সমর্থন করব। কারণ, আমি মহারাষ্ট্রের স্বার্থ দেখি। – উদ্ধব ঠাকবে

ভাইরাল/১



সারা দেশের সঙ্গে নবরাত্রি উৎসব পালিত হচ্ছে পাকিস্তানের করাচিতে। সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একটি দুগা মন্দির, একটু উঁচু জায়গায় দুর্গার ছবি। স্বাই আনন্দ করছে। সম্প্রীতির এই ছবিতে ভারতও অভিভূত।

ভাইরাল/২



এক নববধু রাস্তায় স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছেন, কখনও হাত ছেড়েও। পরনে লাল লেহেঙ্গা, হাতে-কানে, গলায় জমকালো অলংকার। পথচলতি মানুষ তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। বিয়ের দিনকে স্মরণীয় করার এই

ভিডিও ভাইরাল।

বেঁচে থাকতে তাঁদের হাতে শস্ত্র তুলে নিতে হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমাদের নমস্য।

বাস্তবের নিরিখে

বৃহস্পতিবার, ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ১০ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৪ সংখ্যা

🛪ও একবার বিপুল ভোটে হরিয়ানা দখল করল বিজেপি। হরিয়ানায় এই প্রথম কোনও দলের ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক হল। এই কৃতিত্ব অর্জনে উচ্ছুসিত গেরুয়া শিবির। ভোটপর্বে আশাবাদী হলেও কংগ্রেসের যাত্রাভঙ্গ হয়েছে হরিয়ানায়। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ পরবর্তী প্রথম বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় এল ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। কাশ্মীর উপত্যকায় যথেষ্ট ভালো ফল করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। কংগ্রেসের

সাফল্য সেখানে আহামরি নয়। বরং বিজেপি জম্মতে প্রত্যাশিত ফল করেছে। তাদের আসন এবং প্রাপ্ত ভোট, দুটোই অনৈক বেড়েছে। তবে উপত্যকা তাদের থেকে মুখ ঘরিয়ে রাখায় প্রশ্নের মখে বিজেপির কাশ্মীর নীতি। যদিও জন্ম ও কাশ্মীরে বিজেপির প্রধান বিরোধী দল হওয়ার কৃতিত্ব মামুলি ব্যাপার নয়। ধরাশায়ী মেহবুবা মুফতির পিডিপি এবং হরিয়ানায় প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্যান্ত সিং চৌতালার জেজেপি।

নরেন্দ্র মোদি সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব বিকাশের রাজনীতিকে দিয়েছেন। লোকসভা ভোটে বিজেপির ৪০০[°] পারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। শরিকদের সাহায্য নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়েছিল মোদিকে। একদিকে শরিকি নির্ভরতা, অন্যদিকে সংসদে 'ইন্ডিয়া' জোটের শক্তিবৃদ্ধিতে বেকায়দায় পড়ে এনডিএ সরকার। হরিয়ানায় প্রত্যাবর্তন এবং জন্মতে জয় সেই অস্বস্তি কাটিয়ে বিজেপিকে অনেকটা চাঙ্গা করে দিল।

মহারাষ্ট্র, ঝাডখণ্ড এবং দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে এই সাফল্য গেরুয়া শিবিরের পালে হাওয়া দিল। উলটো ছবি কংগ্রেসে। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জন খাড়গেদের হরিয়ানা এবং জন্ম ও কাশ্মীর জয়ের আত্মবিশ্বাসে জোর ধাকা লেগেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। দলের ঘুণ ধরা অবস্থা তাদের বিবেচনার মধ্যে ছিল না। প্রদেশ স্তরে দলে প্রবল গোষ্ঠীকোন্দল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও ড্যামেজ কন্ট্রোলে বিশেষ মাথা ঘামায়নি কংগ্রেস।

হরিয়ানায় 'ইন্ডিয়া'র শরিক আপের সঙ্গে জোটের কথাবার্তা অনেকদর এগোলেও রাজ্যের নেতাদের কথায় আলোচনা ভেস্তে দেওয়া হয়। আপ প্রায় ২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ভোটপ্রাপ্তির ফারাক সামান্যই। আপের ২ শতাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে লজ্জাজনক হারের হাত থেকে মক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

কংগ্রেস হরিয়ানায় ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ অতীতে বহুবার উঠলেও প্রমাণ হয়নি কখনও। বরং কংগ্রেসের তরফে জন্ম ও কাশ্মীরের জয়কে সংবিধানের জয় এবং হরিয়ানার হারকে অপ্রত্যাশিত বলার মধ্যে দ্বিচারিতা স্পষ্ট। অথচ হরিয়ানায় দলের রণকৌশলের ভূলটা

বিজেপির মতো রেজিমেন্টেড আরএসএসের সমর্থনপুষ্ট দলকে নির্বাচনে হারাতে যতটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামা উচিত, হরিয়ানায় কংগ্রেসে তেমন দেখা যায়নি। জন্ম ও কাশ্মীরে পিছিয়ে পড়ার পিছনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা অন্যতম কারণ। গতবছর কণার্টক বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস নেতারা যেভাবে একজোট হতে পেরেছিলেন. হরিয়ানায় তা হয়নি। তার প্রধান কারণ, জাঠভূমের নেতাদের বাস্তববোধের অভাব।

গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপিতেও রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সেই কোন্দল ঠেকাতে যতটা কঠোর হতে পারে, কংগ্রেস ততটা হতে পারে না।

সবথেকে বড় কথা বিজেপি লোকসভা ভোটের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস মুখে আত্মসমালোচনা এবং সংশোধনের কথা বললেও এআইসিসি থেকে ব্লক নেতৃত্ব কাজে তার প্রতিফলন দেখানোয় ততটা আগ্রহী ছিল না। নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ না করে জনতার রায় মাথা পেতে নিয়ে বরং ভূল থেকে শিক্ষা নিতে পারে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

অমৃতধারা

প্রণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে–যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক. মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাডিয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তরবঙ্গের সশস্ত্র জীবন্ত দুগরিা



স্নান শুরু হল। নয়টি গাছের ডাল সহ পাতা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে কলা গাছের কাণ্ডে, শ্বেত অপরাজিতার লতা আর হলুদ সুতো দিয়ে। বলা

হয়. একেকটি গাছ দেবীর একেক রূপের প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন এই রূপ এক নারীর মধ্যে প্রকাশিত হয় সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির চলন ও বদলের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই কি নারীকে সময় বিশেষে দশভূজার সঙ্গে তুলনা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দশভুজা বুললেই আমাদের কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে মহিষাসুর দলনী দেবী দুর্গার রূপ। অসুর নাকি অশুভ যা, তার প্রতীক। সূতরাং, সাদা চোখে অর্থাৎ কনীনিকার ওপর একটি সাদা পর্দা টেনে আমরা শুভাশুভ-র ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারি। তবে আরেকটু অন্যভাবে ভাবলে আর্য ও অনার্যদের সংঘর্ষ ভেমে ওঠে। জেগে ওঠে ভূমি দখলের প্রশ্ন। যে ভূমিতে আমার বিচরণ সেখানে যদি বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারী এসে দখলের লড়াই শুরু করে খনিজ ও শস্য সম্পদের জন্য, তবে সুর তো কাটবেই। সুর হয়ে উঠবে অসর।

তীব্র অহং, ক্রোধ আর শক্তির বিরুদ্ধে তখন জয়পতাকাটি ঊধ্বের্ব তুলে ধরার জন্য অপারগ দেবতারা এগিয়ে আসবে, নারী শক্তিকে সামনে রেখে. তাকে অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়েগুছিয়ে, তাকে শিখণ্ডী করে। তাকে ভয়ংকরী করে তুলতে মাধ্বীকের সাহায্য নেওয়া হবে, যাতে সে তার চিন্তন ও মননকে ভূলে যেতে পারে সাময়িকভাবে।

এমনটা তো ভাবা যেতেই পারে যে, অনার্যরা নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলত না, তার প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে নয়, তাকে সম্মান করে। আমার ভাবনা বরং আমাতেই ব্যাপুত হোক। আমি বরং ঘুরে আসি বাস্তবের দুর্গাদের কাছ থেকে। আমার দুর্গারা প্রান্তিক, তারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আদিম নয় কিন্তু আদি।

এই ধরা যাক, আন্ধারি রাভার কথা। তিনি যান ধান গাড়ার কাজে, দেশি বাঙালিদের জমিতে। খুব ভোরে উঠে রান্না করে, খেয়ে, বেরিয়ে যান আরও অনেকের সঙ্গে। শুধু ধান গাড়া নয়, ফরেস্টে হাজিরা, জঙ্গল থেকে জ্বালানির জোগাড় সবই করতে হয় তাঁকে। এর পাশাপাশি তিনি রাভা লোকনৃত্য ও লোকগানের স্বীকৃত শিল্পী। সুতরাং যদি দুর্গার সঙ্গে তুলনা করতে যান ভদ্রমগুলীগণ, তবে ইনি দুর্গার বরাবর।

বলছি, এই রাভা, মেচ, নেপালি জনজাতি হোক কিংবা জঙ্গলে কাজ করতে নিয়ে আসা ঝাড়খণ্ডী, ওরাওঁ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারাই হোক, যাঁরা বেশি করেন হাজিরার কাজ। নদী থেকে পাথর-বালি তোলার কাজ হোক অথবা খেতমজুরের কাজ কিংবা বনের হাজিরা। এইসব প্রান্তিক জনজাতির মহিলারা যেমন সামলান ঘর, তেমনই ঘর সামলানোর জন্য বেরিয়ে পড়েন বাইরের কাজে। ধান গাড়া, পাট কাটা, পাট জাগ দেওয়া, ধোয়া, মেলার কাজ মেয়ে-বৌরাই করেন।

আবার জাকোই নিয়ে বা ধকসা নিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে। মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা সবটাই সামলে নেন নিজের হাতে। মাত্র দুটো হাত মানুষের। এই দুই হাতে কখনও জাকোই, কখনও গামলা, কখনও ইয়াব্বড কাঁচি বা[ঁ] কাটারি। এই তাঁদের অস্ত্র।



শ্যামলী সেনগুপ্ত

বনবস্তির তারাতি ওরাওঁ মাঠের কাজ না থাকলে তোষা নদীতে পাথর তুলতে যান। দোয়েল ডাকা ভোরে উঠে সংসারের কাজ, বানাবানা সেবে আরও অনেকের সঙ্গে দলে কড়াই বা গামলা হাতে। ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একেকটা ট্রলির সঙ্গে একেকটি দল নদীর বকে ঘরে ঘরে পাথর তোলেন। পাথর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দিয়ে খালি করে ফিরে আসতে বড়জোর পনেরো মিনিট। এটুকুই যে অনেক দিনের অভ্যাস!

চাউমিন-ঘুগনি-ডিমসেদ্ধর চলমান দোকান নিয়ে। খদ্দের সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসভ্যতার ঝাঁঝালো জবাব দিতে হয় পিকআপ ভ্যান ধরেন। পাঁচ-ছয়জন একেক তাঁদের। তোলার টাকাও গুনে দিতে হয়। এসব করে এঁদের অনেকেই সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কারও হয়তো আর দরকার নেই সেই ঠ্যালাভ্যানের দোকান চালানোর। তবু, ওই

তাই কেমন যেন রক্তে বসে গেছে,

আর কয়েক দিন পরে কালীপুজো। তার আগে পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। তারপর শীত নামবে। রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজে মুড়ে হাতে তুলে দেন। কী স্বাদ সেই হাতেগরম পিঠের। সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধ্যা নামলে।

কালীপুজো। তার আগে আমাদের শহর ও একদিন তার মায়ের সঙ্গে আসত বাসাবাড়ির শহরতলির পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা কিন্তু প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। কালীপুজোর পর শীত নামবে গ্রাম ও শহরের বুকে। শহরের রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলাকে। এঁরা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ের মধ্যে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজের টুকরোয় মুড়ে আমাদের হাতে তলে দেন। কী স্বাদ! সেই হাতেগরম পিঠের। সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে

পড়েন সন্ধ্যা নামলে। ফিরতে ফিরতে রাত অনেক। সংসার পূর্বজদের থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। কুরমাই সামলে, ওই সংসারের বেশ খানিকটা সুরাহা উপায়। সেই মহিলা, সদিনকার সেই

এই তো আর কয়েক দিন পরে জানালেন একাদশী সরকার। যে ছোট্ট মেয়েটি কাজে সাহায্য করতে ইসকুল ছটির পর, সেই একাদশীকে দেখে আর তার জবাব শুনে ইচ্ছে হয়েছিল বলি, 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'। মাথায় হাত রেখেছিলাম শুধু।

যেদিন সে আমাদের বাড়ি প্রথম বারের জন্য আসে। তার কোলে কাঁখে ছোট এবং ছোট্ট ছেলেমেয়ে। বাংলাদেশ থেকে আসা তাকে. কল্পনা দাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম. 'এত! এতগুলো বাচ্চাকাচ্চা কেন?' আমার স্বভাবসুলভ ভঙ্গির সেই প্রশ্নের উত্তরে

সে জানিয়েছিল যে, তার শৃশুরের কথামতো। কারণ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবশক্তি বৃদ্ধির ওই একটাই

নরমসরম, কাঁচুমাচু মহিলা, যাকে বেগুনি করতে বলেছিলাম বলে পাতলা পাতলা করে কাটা বেগুনগুলো জাস্ট ভেজে রেখে দিয়েছিল, সে আজ এক তুখোড় রাঁধুনি! কখন যে সে তার হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র, জানি না। আটটি সন্তানকে দাঁড় করিয়েছে। সকলেই রীতিমতো করে খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই প্রজন্মকে স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারলেও আজ তার নাতি-নাতনিরা স্কুল-কলেজের জাঁকালো পড়য়া। আমি পারি না তাকে কারও সঙ্গে তুলনা করতে।

অধিকার রক্ষা করতে গেলে হাতে অস্ত্র তুলতে হয়। বেঁচে থাকতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে গেলে হাতে শস্ত্ৰ তুলে নিতে হয়। সে অস্ত্ৰ খুন্তি থেকে খাঁড়া অথবা পেন্সিল থেকে ড্রাইভিং-হুইল হতে পারে। হতে পারে কাটারি থেকে। ছুরি-কাঁচি-গজ-ব্যান্ডেজ-তুলো। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমার, আমাদের নমস্য।

অধিকারের কথা যখন উঠলই, একটু বলতে চাইছি সেই অধিকারের কথা। সে হল অরণ্যের অধিকার, জলজমির অধিকার। এই অধিকারের জন্য লড়াই চলছে সেই ইংরেজ আমল থেকে আজও ঠিকাদার, মহাজন, ফড়েদের সঙ্গে। নয়টি গাছের সংযোগে নবপত্রিকা বন্দনা হচ্ছে প্রতিটি পুজোমগুপে। আর, অরণ্যের অধিকারের প্রশ্নে, প্রকৃতি পরিবেশের প্রশ্নে কোনও সরকারের সঙ্গে কোনও সরকারের পার্থক্য নেই। বনকর্তা ও প্রশাসনের আচরণ মনে করিয়ে দেয় সাগরপারের সেই মহারানির কথা।

আমার মহীয়সীরা, আদিবাসী সেই সব নারী সবার আগে ঘর ছেড়েছিলেন পুরুষদের সঙ্গে। আমি কিন্তু মরদ বলিনি। সহকর্মী বলেছি। তাঁরা মাঠের কাজে বেরিয়ে থাকেন সাতসকালেই। আবার কালপ্রবাহে, বিশ্বায়নের থাবায় যখন তছনছ হচ্ছে তাঁদের আবাসভমি অস্তিত্ব যখন সংকটে, তাঁরাই তখন দাবি ও অধিকার আদায়ে উচ্চকিত।

আভমি প্রণাম তাঁদের। (লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুডির বাসিন্দা)

শিলিগুড়িতে বেশিরভাগ প্রতিমাই মহানন্দায় বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি প্রতিমাই হাসমি চক হয়ে হিলকার্ট রোড দিয়ে মহানন্দায় নিয়ে যাওয়া হয়। হিলকার্ট রোডের মাঝে লোহার রেলিং দিয়ে ভাগ করে ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। সেজন্য সব প্রতিমাই রাস্তার বাঁদিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ডানদিক

এই সব প্রতিমা দেখার জন্য প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ মানুষ রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরমধ্যে বাঁদিকেই শতশত দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্যান্ডেল হয়। কেন যে অনুমতি দেওয়া হয়! বড় কোনও প্রতিমার ট্রাক এলে সবার মধ্যে ধাকাধাকি লেগে যায়। ফলে অনেক প্রবীণ পড়ে যান, এমনকি কেউ কেউ আঘাতও পান।

এই অবস্থায় প্রবীণদের তরফে পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ, রাস্তার বাঁদিকে কোনও প্যান্ডেল বা দোকান বসতে দেবেন



না। তাহলেই আমরা প্রবীণরা নিশ্চিন্তে দুগরি বিসর্জন যাত্রা দেখতে পারব। যতন পালটোপুরী, শিলিগুড়ি।

ভুল খবর, সদুত্তর মেলেনি

অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের দশ নম্বর পাতায় আমার ছবি সহ একটি খবর ছাপা হয়েছে সাংবাদিক দীপেন রায়ের কলমে। আমার ছবি সহ উক্ত খবর করার বিষয়ে সাংবাদিক দীপেন রায় আমার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করেননি, কথা বলেননি, এমনকি আমার কোনও অনুমতিও নেননি। খবরটি দেখামাত্র আমি দীপেন রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি আমার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে ফোন কেটে দেন এবং পুনরায় ফোন করলে রিসিভ করেননি।

দীপেন রায়ের খবরে ব্যবহৃত আমার ছবি এবং উল্লেখিত বয়ান সম্পূর্ণ তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং আমার মতামতের সঙ্গে এর কোনও সংযোগ নেই। বিনা অনুমতিতে আমার ছবি ব্যবহার করা এবং প্রকাশিত খবরে উল্লেখিত বয়ান মিথ্যে, যা আমার সামাজিক সম্মানহানি করেছে। পাপিয়া রায়, কোচবিহার।

সম্পাদক: সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Maniusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

বিদেশের পুজোয় হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

পরদেশে পূজোটা আছে বলেই আমরা অনাবাসীরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের।



নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। পরবাসের পুজো এমনই। পরভূমে আপন বলতে তো কিছুই নেই। তবু এই বিদেশবিভূঁইয়ে পুজোটুকু তো অন্তত আছে, হোক না তা কেবলই পতলখেলা! আমাদের পুজো পঞ্জিকার বাইরে।সে

ছোটবেলার মতো আপনমনে 'মিছিমিছি' আসে যায়। হপ্তান্তের তিন দিনকা খেল। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এই মার্কিন মূলুকেও সুনীল আকাশে পুজোর উপহারের প্যাকেটের মতৌ কিছু সাদা মেঘ থাকে। বাঁতাসে শিরশিরানি, সকালে ঘন কুয়াশা, রাঁতে অমলিন শিশিরকণা। আমাদের তাই সই। 'শিউলি ফুটুক না ফুটুক, আজ শরৎ'!

আমাদের মৃন্ময়ী কুমোরপাড়া থেকে ভ্যানে চেপে আসেন না। আমাদের পরাশ্রিত জীবনে দুর্গাদেবী সম্বৎসরের বাক্সবন্দিনী। আমাদের প্যান্ডেল বলতে ঝলনযাত্রার মতো সাজানো একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম! তবু তাকে ঘিরেই একটা মাঝারি ভিড়। ধুতি পাঞ্জাবির কোলাজ। পুজোয় চাই নতুন শাড়ির মন্তাজ। আর বাংলাভাষার কোরাস। এই ছিন্নমূল পরবাসে ওই পুজোটুক না থাকলে, একটা জনমনিষ্যিহীন রাস্তাঘাটের দেশে কী নিয়ে বাঁচতাম আমরা !

দেশত্যাগের সুবাদে আমরা হারিয়ে ফেলেছি মহানন্দা ঘাটের ভাসান, বাঁধ রোডে লুকিয়ে দেখা মেয়েদের পুজো পরিক্রমা। স্বেচ্ছা উদ্বাস্তর দল আমরা, সব হারিয়েও[°]এই নিরুদ্দেশের দেশে ওই প্রবাসী প্রজোই আমাদের সেরা প্রাপ্তি। পরদেশে সে একাই একশো। জানি নকল পুজো, এমনি এমনি। আসলটুকু নিরুদেশ। তবু পুজো তো! আমাদের পরগাছা

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়



জীবনের এই প্রিয় পুজোটি আসলে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' এই নির্বাসনের মতো পরবাসেও, আমরা পুজোয় যাই টিনের বায়োস্কোপের চোঙায় চোখ রেখে চিরপুরোনোকে নতুন করে পেতে। ওই যে, হাটখোলা সর্বজনীনে বাম্পার ভিড। মাইকে তারস্বরে 'মনে পড়ে রুবি রায়'। সেই সুযোগে মেয়েটির হাত ধরে ছেলেটি যেন কী বলে! মেয়েটি জবাব দেয়, 'আমাকে একট সময় দে'! ওই যে. সংঘশ্রীর পজোমগুপের পাশে বইয়ের স্টল। প্রায় মাঝরাত ইস্তক গলা ফাটিয়ে গুলতানি। অবশেষে সেই উৎসবের রাতে বাড়ি যেতে যেতে ছেলেটিকে মেয়েটি বলে, 'তুই কী বলবি আমি জানি'

পুজোটুকু না থাকলে, এই নিরঞ্জনের পরবাসে ওই সব

কথা কি আর ভেসে উঠত নদীজলে ভাসন্ত প্রতিমার মুখের মতো। এই 'পুজো পুজো খেলা' আছে বলেই তো ক'টা দিন আমরা খানিক 'কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং' নাচি। বেসরো গান গাই। পার্ট ভুলে নাটকের ভুলভাল ডায়ালগ বলি! পুজো না থাকলে, এই কসমেটিকা পরবাসে আমরা কি কয়েকটা দিনের জন্য হলেও এমন ওলটপালট উথালপাথাল জীবন ফিরে পেতাম!

প্রবাসে এই 'নমো-নমো করা' পুজোতেই আমরা উদ্বেগের অভিবাসী জীবন ভুলে একান্নবর্তী পংক্তিভোজন করি। এক ছাদের তলায় একচালার প্রতিমার মতো মিলেমিশে 'হ্যাপি পুজো' করতে যাই। গাড়িতে যেতে যেতে পথে, সপ্তমীর সকালে আমার মেয়ে জানতে চায়, 'অষ্টমীতে কোন শাড়িটা পরব মা'? আমেরিকায় সদ্যাগত তরুণটির পাঞ্জাবি বকে লেখা 'তাই বলে কি প্রেম দিবি না'! তাই না দেখে শর্মিলা মেয়েটি বলে, 'আহা, ঢং'! ওই 'নাম কা ওয়াস্তে' পুজোটা আছে বলেই তো এভাবে কলকাতা চলে আসে এই উচ্ছিষ্টের ভিনদেশে।

বারোয়ারি নয়, বাড়ির পুজোও নয়। তবু পরদেশে এই পুজোটা আছে বলেই আমরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের। তাই চিরনাস্তিক হয়েও আমি যাব প্রবাসী প্রতিমার পুজোয়। এ প্রবাসেই 'আমার ব্যথার পজা হবে সমাপন'!

(লৈখক প্রবন্ধকার। আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@ gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬০

পাশাপাশি : ১। জগজ্জননী দুর্গার এক নাম ৩। বাংলায় যেখানে প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় ৪। কবচ বা মাদুলি ৫। রাস্তায় টাকাপয়সা ছিনতাই ৭। এক ধরনের ধাতু ১০। বহু পুরোনো ইনডোর গেম ১২। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ১৪। যে কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করা যায় ১৫। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষ শুরুর দিন ১৬। তাজা বা আনকোরা। উপর-নীচ: ১। হিমালয়ের কন্যা দুর্গা ২।যে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় ৩। গান্ধিজি যে রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ৬। দৈনিক হিসেবের খাতা ৮। কলা গাছের ভেলা ৯। শিবের প্রিয় যে দেবী ১১। ঘরের হাওয়া চলাচলের পথ ১৩। আদালতের পরওয়ানা।

সমাধান ∎৩৯৫৯ ৮। কন্দ ৯। পর্ণ ১১। পুরুষকার ১৩। বলয়

১৪। শিবপ্রিয়া। উপর-নীচ : ১। মহাদেবী ২। দেড় ৩। মাজার ৪। কৌমারী ৬। সুন্দ ৭। সুবর্ণ ৮। কলুষ ৯। পর ১০। ত্রিনয়নী ১১। পুলোমা ১২। কাবাব ১৩। বয়া।





১) কোচবিহার শহরের বীণাপাণি ক্লাব ও পাঠাগারের মণ্ডপ। ২) কোচবিহার শহরের শান্তিকুটির ক্লাবের ভ্যাটিক্যান সিটির আদলে মণ্ডপ। ৩) মাথাভাঙ্গা দক্ষিণপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিমা। ৪) ফালাকাটার মাদারি রোড পুজো কমিটির মণ্ডপে আলোর রোশনাই। ৫) কোচবিহারের মহিষবাথান বিদ্যাসাগর ক্লাব ও পাঠাগারের মণ্ডপ। ৬) আলিপুরদুয়ারারের রামরূপ সিং রোডের মণ্ডপ। ৭) ময়নাগুড়ি ইয়ুথ ক্লাবের প্রতিমা। ৮) জলপাইগুড়ির দিশারী ক্লাবের মণ্ডপ। ৯) শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি যুবক সংঘের প্রতিমা। ১০) শিলিগুড়ি ওয়াইএমএ ক্লাবের মণ্ডপ। ১১) বাতাসির পিএসএ ক্লাবের মণ্ডপ। ১২) ফুলবাড়ি বটতলা কমিটির প্রতিমা। ছবিগুলি তুলেছেন ঃ অপর্ণা গুহ রায়, ভাস্কর সেহানবিশ, জয়দেব দাস, বিশ্বজিৎ সাহা, আয়ুত্মান চক্রবর্তী, ভাস্কর শর্মা, অর্ঘ্য বিশ্বাস, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, তপন দাস, সূত্রধর, শান্তনু ভট্টাচার্য ও কার্তিক দাস

চাকরি 'ছাড়লেন' ৭৫ ডাক্তার

উত্তরের দুই মেডিকেলে গণ ইস্তফা

অক্টোবর: কলকাতার 'বিপ্লবের ঢেউ' এবার এসে পৌঁছাল উত্তরেও। জুনিয়ার চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়াতে উত্তরবঙ্গ এবং জলপাইগুড়ি মেড়িকেল কলেজ ও হাসপাতালে গণ ইস্তফা দিলেন সিনিয়ার চিকিৎসকরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিদ্যুৎ গোস্বামী থেকে শুরু করে অন্তত ৫০ জন চিকিৎসক এদিন গণ ইস্তফায় করেছেন। জলপাইগুড়িতে ইস্তফা দিয়েছেন ২৫ জন। তবে দুই জায়গাতেই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে সূত্রের খবর।

চাকরি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দিলেও পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেছেন সকলেই। রোগী দেখা এবং পড়ানোর মাঝে এসে অনশনকারীদের মঞ্চে বসেছেন চিকিৎসক ও অধ্যাপক চিকিৎসকরা। তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখছেন নিয়মিত। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় বিষোদগার শুরু করেছেন সকলেই। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অস্থি বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থসারথি সরকারের বক্তব্য, 'ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্যে আমরা বড়রা এই পথে হাঁটতে বাধ্য হলাম। প্রায় তিনদিন পার হলেও সরকার কোনও পদক্ষেপ করল না।' জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর তরফে চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'কয়েকদিন ধরে আমাদের বাচ্চারা অনশন করে যাচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে অবনতি হতে শুরু করেছে। সরকারের পদক্ষেপ করার

প্রায় ৫০ জন ডাক্তার

সংখ্যাটা প্রায় ২৫

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে

আরও কয়েকজন ইস্তফা দিতে পারেন

গণ ইস্তফা সরকার গ্রহণ না করলে

স্বাভাবিক রেখেছেন সকলে

রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে

জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকরা

প্রতীকী অনশনে বসছেন। মঙ্গলবার

নিলেও এদিন সকাল থেকে রীতিমতো

ব্যক্তিগতভাবে ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি

ইস্তফা দিলেও দুই জায়গাতেই রোগী পরিষেবা

জানিয়ে মঙ্গলবার থেকে অবনতি হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি মেড়িকেল কলেজে দিতে শুরু করেন। প্রথম ইস্তফা

চিকিৎসকরা কর্মসচিতে অংশ না দেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও

শামিল হন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল এরপর অধ্যাপক চিকিৎসক দীপাঞ্জন

প্রতিবাদের ঢেউ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ইস্তফা দিয়েছেন

কলকাতায় জুনিয়ার চিকিৎসকরা জুনিয়ার চিকিৎসকদের হয়ে দুজন

আরজি করের ঘটনার পর অনশন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। অনেকেই ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর করেন। তবে, প্রত্যেকে এদিন নিজ নিজ একাধিক দাবি জানিয়ে সম্প্রতি প্রতিনিধি সেখানে অনশনে বসেছেন। ডিউটি করেছেন। চিকিৎসকদের দাবি,

চিকিৎসকদের অনশন কর্মসূচির ১০ দফা দাবিকে সমর্থন জানিয়ে এদিন সকাল ৯টা থেকে জলপাইগুড়ি অনশনে বসেছেন। তাঁদের দাবিকে দিন-দিন তাঁদের শারীরিক অবস্থার সরকার এই ইস্তফা গ্রহণ না করলে মেডিকেল কলেজের সপারস্পেশালিটি



দুপুরের পর চিকিৎসকদের একাংশ সেখানে গণ ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গণ ইস্তফাপত্র লিখে তাতে একে একে চিকিৎসকরা স্বাক্ষর করেন। মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক সুদীপন মিত্র বলছেন, 'ইস্তফা দিলেও আমরা আগামী এক মাস স্বাস্থ্য পরিষেবা চালিয়ে যাব। তারপরও যদি সরকার দাবি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নেয় সেক্ষেত্রে চড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবব।' একই কথা বলেছেন মানসিক বিভাগের চিকিৎসক স্বস্তিশোভন চৌধুরী।

জলপাইগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব অবশ্য চিকিৎসকদের গণ ইস্তফা প্রসঙ্গে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। তাঁর যুক্তি, 'কেউ আমাকে এই বিষয়ে কিছু জানাননি। তবে এদিন থেকে চিকিৎসকদের একাংশ অনশন কর্মসূচিতে বসেছেন। কিন্তু আমাদের হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।[']

অনশন মঞ্চ তৈরি করে আন্দোলনে বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরা। চলছে। এরপর কিছু একটা হয়ে গেলে

এটাই সময়। কিন্তু তেমনটা না হওয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার বানারহাটে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখালেন তোতাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে অবরোধ চলে রাত পর্যন্ত। অবরোধের জেরে মহাষষ্ঠীর দিনে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়। দিনভর অবরোধকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চালায় পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কর্ণপাত করেননি শ্রমিকরা। অবরোধের কারণে যাত্রীবোঝাই বাস থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর গাড়িও আটকে পড়ে। প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলার পর সন্ধ্যা নাগাদ মযলধারে বন্তি শুরু হলে সেসময় পুলিশ জোর করে অবরোধ

বাগানের শ্রমিক অরবিন্দ পাসোয়ান বলেন, 'দুটি পাক্ষিক বেতন বকেয়া, আগামী শনিবারে তিনটি হবে। সাব-স্টাফদের এক মাসের বেত্র রকেয়া বারস ৬ মাস ধরে কাজ করেও মিলছে না বেতন। মালিকপক্ষ আমাদের কোনও কথা শুনতে চাইছে না। বাধ্য হয়েই আমাদের পথে নামতে হয়েছে।'

এর আগে এদিন সকালে শ্রমিকরা প্রায় ৪ কিমি পথ হাঁটিয়ে বাগানের ম্যানেজারকে নিয়ে অবরোধস্থলে আসেন সেখানেই তাঁকে ঘেরাও করে রাখা হয়। বিকেলে জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়েও বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, এসডিপিও পুশার শ্বনের গ্যালসেন লেপচা, গানার বিকিয়া

আইসি সমীব দেওসা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁরা সকাল থেকে কথা বলেন। অবরোধের জেরে পুজোর সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রচুর মানুষ আটকৈ পড়েন। অবরোধে আটকে থাকা সতীশ মণ্ডল নামে এক যাত্রী বলেন, 'কোনওভাবেই অবরোধকারীরা ছাড়ল না। দিনভর চরম ভোগান্তি হল।'



বুধবার কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ ডিমডিমা বাগানের শ্রমিকদের।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৯ অক্টোবর : বোনাসের টাকা মিলেছে। কিন্তু মেলেনি মজুরির টাকা। এতে বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের ক্ষুদ্ধ শ্রমিকরা মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। বধবারও ওই চা বাগানে কাজ হয়নি। বাগানে মোতায়েন ছিল পুলিশ। সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন শ্রমিকরা। উত্তেজনার মাত্রা আঁচ করে ম্যানেজার শ্যামল চক্রবর্তী এদিন অফিসে যাননি। তাঁর বাংলোর সামনে কড়া পুলিশি নজরদারি ছিল। বিকেলে হতাশ হয়ে ফিরে যান শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার আন্দোলনের তেজ বাড়িয়ে হাইওয়ে অবরোধ করতে পারেন শ্রমিকরা। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি বাগানের

ডিমডিমার শ্রমিক মিনা কর্মকার বলেন, 'আমাদের মাত্র ৯ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছে। তার ওপর মজুরির টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বোনাসের টাকায় পুজোর কেনাকাটা করব, না

সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনবং কোনও মাসেই আমরা সময়মতো মজুরির টাকা পাচ্ছি না।' আরেক শ্রমিক কুমারেন গিদি বলছেন, 'সব জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। বোনাস হিসেবে টাকা পেয়েছি নামমাত্রই। তাতে পুজোর কেনাকাটা

পুরোপুরি করতে পারিনি। এদিকে মজুরির টাকাও পাচ্ছি না। মজুরি দিতে প্রতিমাসে গড়িমসি করে মালিকপক্ষ। আমরা এর একটা বিহিত চাই।'

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধের প্রস্তুতি নেন শ্রমিকরা। খবর পেয়ে তৎপর হয় পুলিশ। ডিমডিমায় যান বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। শ্রমিকদের অনুরোধ করে হাইওয়ে অবরোধ করা থেকে বিরত করেন তিনি। বাগানের বিদাৎকর্মী তথা পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির সহ সভাপতি বীরেন্দ্র সিং বলেন, 'গত ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দেওয়ার কথা হলেও আমাদের দেওয়া হয়েছে ৫ অক্টোবর। ৭ অক্টোবর মজুরির টাকা পাওয়ার তারিখ হলেও বুধবার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।'

নদীর বুকে জন্ম সরোজিনীর

প্রয়োজনে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবেও

ইস্তফা দেবেন। মাইক্রোবায়োলজি

বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ ঘোষ

বলছেন, 'এতদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে,

কিন্তু তাব কোনও সমাধান নেই। এটা

কী হচ্ছে? কোথায় রাজ্যের পদস্থ

আমলারা? তিনদিন হয়ে গেল অনশন

উত্তরবঙ্গ

ষষ্ঠীব সকালে

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও

চিকিৎসকরা একে একে ইস্তফা

হাসপাতালের নিউরো সাইকিয়াট্রি

রাত তখন প্রায় ১টা। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। শুর্থ ঝিঁঝির ডাক। হাতি, বাইসনের ভয়। এর মাঝে সেই রাতেই দয়ামারা নদীতে জন্ম হল সরোজিনীর। এ সরোজিনী অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী না হলেও তার সংগ্রাম ছিল সুস্থভাবে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার লড়াই। মা রনিয়া টোটো ও তাঁর কন্যাসন্তান সরোজিনী দুজনই সুস্থ রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার চতুর্থীর

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নেই এক বছর ধরে। ফলে ছোটখাটো রোগের রোগীদেরও ছুটতে হয় ২২ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাটে। ওই রাতে প্রসবযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন রনিয়া। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ টোটোপাড় থেকে ভাড়াগাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের উদ্দেশে বওনা হয়েছিলেন তাঁব স্বামী বরুণ টোটো। কিন্তু দুই কিলোমিটার যাওয়ার পরেই স্ত্রীর প্রসবযন্ত্রণা মারাত্মক আকার ধারণ করে। উপায় না দেখে নদীর মাঝেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন

বরুণ জানান, কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দয়ামারা নদীর ভেতর গাড়ি। ভয় হচ্ছিল কখন পাহাড়ি এই নদীতে জল চলে আসে। আর চারদিক ঘন জঙ্গল। আবও ভয় হচ্ছিল হাতি বাইসনের। এরপর প্রকৃতি দেবতার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম স্ত্রীকে। রাত ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ গাড়ির ভেতরেই জন্ম হল আমার স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তানের। এরপর ভোরবেলায় মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে মা ও সন্তানকে নিয়ে যাই। তাঁর কথায়, গাডি ভাডা করে মাদারিহাট নিয়ে যাচ্ছিলাম। নদীতেই জন্ম হল সন্ধানেব। সংগ্রাম করেই ওর জন্ম হল। তাই নাম সরোজিনী রাখলাম।

স্বাস্থ্য ভবনে

প্রথম পাতার পর

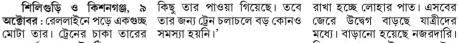
অফিস ফেরত মানুষ ও পুজোর দর্শনার্থীদের প্রবল ভোগান্তি হয়। স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক চলাকালীন দক্ষিণ কলকাতার একটি মণ্ডপে বিচারের দাবিতে স্লোগান দেওয়ায় ৯ জনকে পুলিশ আটক করে। প্রতিবাদে অনশন মঞ্চ থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের মিছিল রওনা হয় লালবাজারের দিকে।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এইসব কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে একা হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মঞ্চে লোক আসছে না। ওদিকে পুজোয় ভিড়। তাই হঠাৎ ম্যাটাডোর নিয়ে পুজোর ভিড়ে গিয়ে প্রচারের নামে যানজট, গোলমালের অপচেষ্টা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'সিবিআইয়ের চার্জশিটের পরেও পুজোর সময়

অশান্তির চেষ্টা কেন?' বধবার ধর্না মঞ্চে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও অভিনেত্ৰী অপৰ্ণা সেন। মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধনা মঞ্চে আসার আহান জানান অপণা। অনশনকারীদের **সঙ্গে** কথা বলেন রাজ্যপাল। অনশনস্থলের বাইরেও কর্মসূচি ছিল আন্দোলনকারীদের। যেমন, আরজি কর হাসপাতালে নিয়াতিতার স্মরণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। আবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিকিৎসক ও নার্সদের তিনটি সংগঠন করুণাময়ী থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল করে।

অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ५० जन अफ्जा। সংগঠনের সভাপতি নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর পাশাপাশি মীরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, পল্লব কীর্তনিয়া, পবিত্র সরকার প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা ধর্মতলার অনশন মঞ্চে যাবেন। শুক্রবার যাবেন নিযাতিতার বাড়িতে।

মেয়ের খুনের বিচার চেয়ে সোদপুরে বাড়ির সামনে পঞ্চমী থেকে ধর্নায় বসেছেন নিযাতিতার



চাকায় ঘর্ষণে আগুন

কলকাতার কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো সমিতির পুজো। বুধবার ছবিটি তুলেছেন আবির চৌধুরী।

আতঙ্ক তিস্তা-তোর্যা এক্সপ্রেসে

রেললাইনে পড়ে তার,



সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার মালগাড়ি বা যাত্রীবাহী টেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছে। ভট্টাচার্য বলেন, 'ট্র্যাকশনে কিছু কোথাও লাইনের ওপর ফেলে সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট রাখা হচ্ছে কংক্রিটের টুকরো বা ডিভিশন থেকে জানানো হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার, কোথাও আবার

মধ্যে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। কিন্তু তারপরও এই ধরনের ঘটনা এডানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে নবতম সংযোজন রেললাইনের ওপর তার ফেলে রাখা। ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্ব

দিচ্ছে রেল। রেল সূত্রের খবর, এদিন লাইনে পড়ে থাকা তারের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের বিষয়টি টের পেতেই চালক ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি এবং গার্ড ট্রেন থেকে নেমে ঘটনার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। এরপর তার[্]সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে আরপিএফ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রেলের আধিকারিকরা। সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশিও চালায় আরপিএফ।

তবে তার ছাড়া অন্য কিছু না মেলায় সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। প্রায় ২৫ মিনিট দাঁডিয়ে থাকার পর ফের শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তিস্তা-তোর্যা এক্সপ্রেস। এই ঘটনার পরে কাটিহার ডিভিশনে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে রেলের একটি সূত্র জানিয়েছে।

রসদ খোঁজেন ওঁরা

ক্রিসমাসে গোটা ঘর আলো দিয়ে সাজান। 'খানাপিনা' চলে। তবে এবারে আড়ম্বর কিছুটা কমবে, জানালেন মায়া।

দুই-তিন দশক আগেও বোনাসের টাকা হাতে পেলে তরাই-ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা সাইকেল, রেডিও, টিভি ইত্যাদি কিনতেন। এখন সেই ট্রেভ বদলেছে। গতবছর বোনাসের টাকায় হোম থিয়েটার কিনেছিলেন মায়া। এবছর কম. তাই এখনও কিছু কেনার কথা ভাবেননি। তবে একটা আলমারি কেনার ইচ্ছে রয়েছে

বাংলায় দুর্গাপুজোর পরেই আসে লক্ষ্মীপুজো। পাহাড়ের চা বাগানে ওই সময়ে ভাইলনির আমেজ। ভাইলনি সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পালিত উৎসব। ল, নতুন জামাকাপড় পরে গান গাহতে গাহতে বাড়ি বাড়ি ঘোরেন তাঁরা। সেই গানের দু'কলি শোনালেন রুবিনা- 'ভাইলনি আইল আগা ন. বাড়ালি কুড়ালি রাখা ন..' অর্থাৎ ভাইলনি এসেছে, ঘরদোর সাফসুতরো রাখো।

তার পরেই আসে ধেউসি। সম্পূর্ণ পুরুষ পরিচালিত। একইভাবে নতুন জামা পরে বাডি বাডি ঘরে চলে গান-বাজনা। ভাইলনি, ধেউসি নির্ভরশীল বোনাসের ওপরেই। পাহাডের সিংহভাগ শ্রমিক জামাকাপড় কেনেন বাড়ির কাছে মার্কেট থেকে। সুযোগ হলে তবেই শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট কিংবা হংকং মার্কেটে আসেন, নচেৎ নয়। গাড়িভাড়ায় কুলোয় না যে।

পাহাড়ের মতোই ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা পূজো বা ক্রিসমাসের কেনাকাটা সারেন স্থানীয় মার্কেট থেকে। শিলিগুড়িতে অত বড় মার্কেট, সেখানে যান না? 'দিল্লি বহুত দূর হে'-র মতো করে তেজকলীর সটান জবাব, 'শিলিগুড়ি.. সে তো অনেক দূর! শ্রমিকরা ভালো বোনাস পেলে স্থানীয় হাটবাজার জমে ওঠে। কম পেলে মার খায় ব্যবসা। এবছর যেমন কিছুটা মার খাবে বলে ইতিমধ্যেই আশঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয় হাটের ব্যবসায়ীরা।

পাহাড়ের চা বাগিচায় মূলত নেপালি ভাষাভাষির শ্রমিকদের আধিক্য তবে তরাই-ডুয়ার্সে মিশ্র। সংখ্যার বিচারে এগিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়। তারপর নেপালি। খব কম সংখ্যক বাঙালি। প্রত্যেক চা বাগিচায় একটা অন্তত পজো

প্রত্যেকবারের মতো এবারও কাঁঠালধুরায় পুজো উপলক্ষ্যে পোহা বানাবেন শ্রমিকরা। চাল-ডাল-বেসন দিয়ে তৈরি বড়ার মতো দেখতে ওই পোহা। পুজোয় একদিন যাত্রা হবে বাগানে। একই রংয়ের শাড়ি পরে যাত্রায় নাচবেন মহিলা শ্রমিকরা। বোনাসের টাকা থেকে সকলে অল্প করে চাঁদা দিয়ে সমস্তটা আয়োজন করেছেন। স্থায়ী শ্রমিকদের বোনাস বেশি, তাই তাঁরা একটু বেশি চাঁদা দেন। অস্থায়ীরা একটু কম। কিন্তু বছরে এই একবার উৎসব পালনে কোনও খামতি থাকে না। পাহাড় কিংবা ডুয়ার্স, বোনাস শ্রমিকদের কাছে শুধুমাত্র ক'টা টাকা নয়, আবেগ। সারা বছর কাজের পর সকলেই নিজেদের মতো করে আনন্দে মেতে উঠতে চান। তাতে একমাত্র ভরসা বোনাস। এবারে তরাই-ডয়ার্স একরকম মেনে নিলেও পাহাড়ে বোনাস জট অব্যাহত। তবে এসব আপাতত সরিয়ে রেখে কয়েকটা দিন উৎসবে মন দিতে চাইছেন চা শ্রমিকরা। বছরে একবারই কিনা...

প্রকল্পের জট কাটাতে বৈঠক ১৮ই

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : কোথাও ডাবল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, মিলছে না প্রয়োজনীয় জমি। কোথাও আবার নিজস্ব জমিতেও প্রকল্প গড়ে তোলা যাচ্ছে না জবরদখলের জন্য। এর জেরেহ থমুকে যাচ্ছে নতুন ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা। এমন পরিস্তিতিতে জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য চাইছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ওই লক্ষ্টে আগামী ১৮ অক্টোবর বিধায়কদের সাংসদ এবং উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন রেলের শীর্ষকতরা। নিউ চামটার একটি টি রিসর্টে হতে চলা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে

শিলিগুড়ি জংশন হয়ে ঠাকুরগঞ্জ পুর্যন্ত ডাবল লাইনের পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। এই *ক্রটে* ডাবল লাইন হলে বিহার এবং কলকাতা সহ একাধিক গন্তব্যে এনজেপি থেকে নতুন ট্রেন ছোটানো সম্ভব হবে। কিন্তু ফুলেশ্বরী, হকার্স কর্নার, শিবমন্দির সহ একাধিক এলাকায় উচ্ছেদ চালাতে হবে। উচ্ছেদের বাজনৈতিক বাধা আসাব সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু রেলের কাছে প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাহাডের যানজট রোধে রাস্তা এবং টয়ট্রেনের লাইন সমান রাখার পরিকল্পনাও অনেকদিনের। কিন্তু এখানেও রয়েছে জবরদখলের সমস্যা। গোটা উত্তরবঙ্গে এমন সমস্যা কম নয়। ফলে রেলপথের পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো যাচ্ছে না। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে বারবার উঠে আসছে নতুন ট্রেনের দাবি। তাঁদের দাবিকৈ গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রেলকে। এমন কিছু বাস্তব সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য চাইতে বৈঠকটি ডাকা হয়েছে বলে রেল এক রেল আধিকারিকের

বক্তব্য, 'জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের এলাকার সাধারণ মানুষকে অনেক সহজে বোঝাতে পারেন। সেই সাহায্য পাওয়া গেলে অনেক প্রকল্প সহজে বাস্তবের মুখ দেখবে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, '১৮ অক্টোবর শিলিগুড়িতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে সাংসদ, বিধায়কদের উপস্থিত থাকার কথা।'

শুধুই শূন্যতা

সেগুলি কাছ ছাড়া হওয়ায় খারাপ লাগে।' কোচবিহারের আরেক মুৎশিল্পী হারাধন পালের কথায়, 'তিন-চারদিন আগেও কারখানায় পা রাখার জায়গা ছিল না। সকাল বিকেল ক্লাবগুলির লোকজনদের আনাগোনা লেগেই থাকত। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সব প্রতিমা ক্লাবগুলিতে চলে গিয়েছে। এখন সব শুনসান। তাই মনটা ভালো নেই। অবশ্য মণ্ডপে প্রতিমাগুলি প্রশংসা পেলে সেটাই শিল্পী হিসেবে বড পাওনা।' মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কোচবিহারের পালপাড়া থেকে শেষ প্রতিমাটি যখন মণ্ডপের উদ্দেশ্যে বওনা দেয় তখন চোখেব কোণটি চিক চিক করে উঠছিল মৃৎশিল্পী সুবল পালের। তিনি বললেন, 'এক এক করে সব প্রতিমা যখন মণ্ডপের উদ্দেশ্যে রওনা দিল তখন চোখের কোণে জল জমা হচ্ছিল। এতদিন এই প্রতিমাগুলি আমাদের কারখানার শোভা বাড়িয়েছিল। এখন স্থান পাচ্ছে

প্রতিবাদের অপরিচিত ধারার ভারে বিপন্ন শাসক

প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফৃর্তভাবে লড়াইয়ের অভিমুখ নিধারিত হচ্ছে।

আন্দোলনটিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম। যার ফলে অতি দ্রুত আন্দোলনের বাৰ্ত ছড়িয়ে পড়ছে। যাতে ছোট, বড় নানা পরিসরে নাম না জানা, বিভিন্ন পেশা ও সমাজের নানা অংশের নাগরিকরা নিজেদের মতো করে সুবিচারের দাবিতে পথে নেমেছেন। প্রতিটি আহ্বানকে কেন্দ্র নেই। তবে সময় এই আন্দোলনকৈ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নাগরিক এই আন্দোলন এতদিন তেমনভাবে গোচরে না থাকা বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর ঘুরিয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তাররা যখন পারা যাচ্ছে, যে পড়াশোনা এতদিন

গ্রামগঞ্জের প্রাথমিক স্বাস্ত্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ঠিক করার দাবি তুলছেন, তখন উঠে আসছে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পেছনে বুনিয়াদি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অন্ধকার দিক। এই তো সেদিন রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে অপারেশন করতে গিয়ে সেলাই করার সুতো পাননি চিকিৎসক। রোগীর পরিজনকে বাইরে থেকে সুতো কিনে দিতে হল।

অনৈক গ্রামীণ হাসপাতালে জেনারেটর নেই। মোমবাতির আলোয় করতে হয় অপারেশন। করে জমাট বাঁধছে মানুষের ভিড়। যে গ্রামীণ হাসপাতালগুলি ছেড়ে দিলাম, আন্দোলনের কোনও নির্দিষ্ট নেতৃত্ব রাজ্যের বড় বড় মেডিকেল কলেজে নেই যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা। আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক সংকটেব বিষয়টিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এই আন্দোলন থেকে জানতে

সেখানে ভিতরে ভিতরে দর্নীতি আর অযোগ্যতা বাসা বেঁধিছে। উঠে এসেছে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, বিশেষ করে মেয়েদের। এখন গ্রামগঞ্জের প্রচুর ছেলেমেয়ে বাইরে পড়তে যান, তাঁদের অনেকে ডাক্তারি-নার্সিং পড়েন। এই ঘটনায় তাঁদের অভিভাবকরা ভয়. অনিশ্চযতায ভুগছেন। চিকিৎসার

এঁরা অনেকে জন্য সরকারি হাসপাতালে যান। সেখানকার চরম দুরবস্থা জানতে পারেন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে। শ্রমিক হিসাবে, নারী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে সুচিকিৎসার সুযোগ থেকে এই বঞ্চনার সঙ্গে এখন জুড়ে যাচ্ছে চিকিৎসকদের নিরাপত্তাহীনতাজনিত ক্ষোভ, যন্ত্রণা। তিলোত্তমার জন্য

এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষক ও অন্যান্য নিয়োগে দুর্নীতি, কাটমানি সংস্কৃতি, বালি-কয়লা ইত্যাদি পাচারে অনিয়ম, পঞ্চায়েত বা পুরসভায়, নানা আর্থিক কেলেঙ্কারি, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ নয়ছয়- তালিকাটা দীর্ঘ। এইসব ঘটনায় ক্ষোভের বারুদ জমেছিল অনেকদিন। এর সঙ্গে সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব, নির্বাচনের নামে প্রহসন, দুর্নীতি-নৈরাজ্যের সিন্ডিকেট. শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক, বেকারত্ব ইত্যাদি এই আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের কাজ কবেছে।

আরেকটি নাগরিকদের এই আন্দোলন আলাদা হয়ে উঠেছে। তা হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রথাগত আন্দোলনের প্রতিবাদের সঙ্গে সব জুড়ে গিয়েছে। ছক ভেঙে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে একের পর বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন ঘটনায়

গণবিক্ষোভ ফেটে পডার বহু উপাদান ছিল। যেমন কামদুনি, বগটুই ইত্যাদি। যেসবের প্রতিবাদ শুরু হলেও তা কখনও বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ বা নাগরিক সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের নিয়মমাফিক প্রতিবাদে আটকে থাকায় শাসকের তেমন বিপদ ফলে ক্রমাগত প্রতিটি নির্বাচনে

তৃণমূল জয়লাভ করেছে, আসন বাড়িয়েছে। বিরোধীরা, বিশেষ করে বামপন্থীরা, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ক্ষমতাহীন এবং যোগাযোগহীন হওয়ার ফলে আন্দোলনের তীব্রতাকে বা মিছিল, জনসভার ভিড়কে নিবাচনি ফলাফলে পরিণত করতে পারেনি। তৃণমূল বিরোধীদের প্রতিটি আন্দোলনকে সহজে দমিয়ে দিতে

কিন্তু আরজি করের ঘটনা

পরবর্তী রাজনৈতিক পরিচয়হীন এই রাজ্য সরকারের সামনে যে পরিস্থিতি তা তৈরি করেছে, তা নতুন এবং চিরাচরিত সিলেবাসের বাইরের।ফলে পরিচিত পথে সেই আন্দোলনকে দমন করতে পারছে না। কখনও উৎসবের নামে, কখনও রাজনৈতিক পরিচিতির নামে, কখনও ডাক্তার বনাম রোগীর বিভাজনে আন্দোলনটিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, তবুও

আন্দোলন চলছে। তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় দই মাস পার হলেও প্রতিবাদ বন্ধ হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে রাস্তায়, মিছিলে-জমায়েতে ভিড কমলেও লাগাম পড়েনি বিক্ষোভের তীব্রতায়। উৎসবেও প্রতিবাদ জারির বার্তা স্পষ্ট হচ্ছে। সেই আন্দোলন সফল হবে কি না, তার উত্তর না হয় ভবিষ্যতের উপরেই আপাতত ছেড়ে রাখা যাক।

আমার উত্তরবঙ্গ







তৃণমূল নেতাকে মারধর

অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে ভর্তি করা হয়। সেদিন রাতে একই বলেন, 'পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমার

সেকেন্দার হোসেন নামে এক

স্থানীয়দের একাংশ আন্দোলনে

নামলেন। বুধবার মাথাভাঙ্গা শহর

সংলগ্ন কান্দুরা মোড়ে পথ অবরোধ

করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

আক্রান্ত নেতার পরিবারের সদস্যরা

অবরোধে শামিল হন। আধ ঘণ্টারও

বেশি সময় ধরে অববোধ চলে।

অবরোধের জেরে রাস্তার দু'দিকে

যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পৈয়ে

ঘটনাস্থলে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ

পৌঁছায়। শেষে পুলিশের আশ্বাসে

শহরে মারধরের ঘটনাটি ঘটে।

সেকেন্দার মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন

পূর্ব খাটেরবাড়ির বাসিন্দা। তিনি

তৃণমূলের কিষান ও খেতমজুর শাখার হাজরাহাট-২ অঞ্চল সভাপতির

দায়িত্বে রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর,

ঘটনার দিন তিনি শহরের একটি

নার্সিংহোমের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ওই সময় তাঁর এলাকার কয়েকজন

অতর্কিতে তাঁর ওপর হামলা চালায়

শারদ সম্মান

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর

কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে বুধবার

সন্ধ্যায় বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান

প্রদান করল জেলা প্রশাসন। সেরা

পুজোর সম্মান দেওয়া হয়েছে ছাট

গুড়িয়াহাটি নেতাজি স্কোয়ার সংঘ,

মদনমোহনবাড়ি সর্বজনীন দুগোৎসব

কমিটি এবং সাহেবগঞ্জ রোড নাট্য

সংঘকে। সেরা প্রতিমার পুরস্কার

পেয়েছে রকি ক্লাব, উত্তরপাড়া

ব্যবসায়ী সমিতি এবং মহিষবাথান

বিদ্যাসাগর ক্লাব ও পাঠাগার। সেরা

মণ্ডপের পুরস্কার পেয়েছে শহিদ

কর্নার দুর্গাপুজো কমিটি, শান্তিকৃঠির

ক্লাব ও ব্যায়ামাগার এবং নিউটাউন

বারোয়ারি সর্বজনীন দুগাপুজো

কমিটি। সেরা সমাজ সচেতনতার

বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব এবং সূভাষপল্লি

পুরস্কার পেয়েছে

দুর্গাপজো কমিটি.

বয়েজ ক্লাব।

বোর্ডিংপাড়া

কোচবিহার

মাথাভাঙ্গা

অবরোধ উঠে যায়।

সোমবার রাতে

তৃণমূল নেতাকে মারধরের ঘটনায় তাঁকে মাথাভাঙ্গা মহকমা হাসপাতালে

ভিযুক্তদের ধরার

বলে অভিযোগ। তাঁকে বেধডক দ্রুত গ্রেপ্পাবের পাশাপাশি নির্দোষদের

মারধর করা হয়। জখম অবস্থায় মুক্ত করার দাবিতে তাঁরা সরব হন।

এলাকার পাঁচজনের নামে লিখিত ওপর আক্রমণ করা হয়েছে।

অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগে

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধ। কান্দুরা মোড়ে

সেই রাতে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ওরা আমাকে এলোপাতাড়ি মারধর

কিন্তু অবরোধকারীদের দাবি, পুলিশ শুরু করে।' অবরোধকারীদের

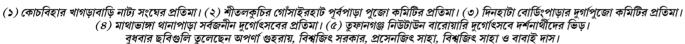
যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের মধ্যে তরফে সামসূল আলম, গোলজার

একজন বাদে তিনজন নির্দোষ। পুলিশ হোসেন, কিনার মিয়াঁরা তাড়াতাড়ি

প্রকৃত অভিযুক্তদের এখনও ধরতে প্রকৃত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি

পারেনি। এদিন প্রকৃত অভিযুক্তদের জানিয়েছেন।





আক্রান্ত তথ্যল নেতা সেকেন্দার



থমে সচেতনতা

তুফানগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ পুজোতেও লেগেছে থিমের হাওয়া। যেমন, থিমের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও সমাজ সচেতনতামূলক নানা বার্তা দিচ্ছে অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তুফানগঞ্জ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন নেতাজিপল্লি তরুণ সংঘ। পুঁজোর এবার ৩৫তম বর্ষ। জল অপচয়, ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, পলিব্যাগ বর্জন সহ নানা বার্তা দেখা যাবে তাদের থিমে। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা সুশান্ত সূত্রধর জানালেন, প্রতিমা বানিয়েছেন তফানগঞ্জের মলয় নন্দী. থিমশিল্পী বিশ্বজিৎ দাসও তফানগঞ্জের।

অন্যদিকে অন্দ্রান ফলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাটাবাড়ি বোড সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিম নিউ টাউন বারোয়ারি দুর্গাপুজোর এবার রজত জয়ন্তী বর্ষ। থিম টোটো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা। মণ্ডপের ভেতরে গা ছমছমে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক বাবল মণ্ডল।

সাংসদের পুজো

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার নগেন রায়ের বাড়িতে মা ভবানীপুজো হচ্ছে। পুজোতে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকেও সংগঠনের তরফে মা ভবানীপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। সেই পুজোয় স্থানীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও

এদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন হয়েছে। বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে জানান, তাঁরা প্রজো উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান করেছেন। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হবে। ভক্তদের ভোগ দেওয়া হবে।

ফের তালাবন্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্ৰ

চাকরি না পাওয়ায় ক্ষোভ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৯ অক্টোবর : ফের খোলা আকাশের নীচে অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রের পরিষেবা।ঝাঁ চকচকে নতুন ভবন থাকলেও সোমবার থেকে গাছতলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুদের খাবার পরিবেশন করতে হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেও চাকরি পাননি তাঁরা। তাই ফের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা দিলেন নিয়োগ পরীক্ষায় পাশ করা ক্ষুব্ধ জমিদাতাদের পরিবারের সদস্যরা। প্রবায় সংকটে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার প্রদানের পরিষেবা। হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ নম্বর সামিলাবস মিস্ত্রিপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমিদাতার তরফে রোজিনা বানুর অভিযোগ, 'লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেও আশ্বাস অনুযায়ী চাকরি মেলেনি। তাই কেন্দ্রের গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের জমি তাহলে খালি করে দিক প্রশাসন।'

অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি নেওয়ার সময় সরকারি তরফে চাকরির প্রতিশ্রুতি মিলেছিল বলে অভিযোগ। সেই আশাতে বছরের পর বছর হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিনা পারিশ্রমিকে রান্না করে আসছেন জমিদাতাদের স্ত্রী সহ বাডির মহিলা সদস্যরা। সম্প্রতি ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেও সেখানে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ব্লকের ১৩টি জমিদাতা পরিবারের মহিলা সদস্যরা। জানা গিয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ভাইভা পরীক্ষার পর চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের জায়গা হয়নি। সকলেই নাকি অকৃতকার্য হয়েছেন। এরপরই ক্ষব্ধ হয়ে নিজ নিজ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা দিয়ে দেন তাঁরা।

এদিকে, এই পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা। কেউ বাড়িতে রান্না করে

দিচ্ছেন। অনেকে আবার পাশের চুড়ান্ত তালিকায় নাম ওঠেনি। অথচ কোনও বাড়িতে রান্না করে পরিষেবা চাকরির আশ্বাসে ওই কেন্দ্রে প্রায়

নিজের কেন্দ্রে গিয়ে বারান্দায় চাকরি পাননি। তিনি বললেন বা খোলা আকাশের নীচে খাবার 'লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পরও স্বাভাবিক রাখছেন। তালা লাগানো ১৩ বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে



অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রের দরজায় তালা দিচ্ছেন জমিদাতা পরিবারের সদস্য।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বারান্দাতেও পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। হলদিবাড়ির সিডিপিও প্রীতম সাঁতরা বলেন, 'যে

রান্নার কাজ করে এসেছি।' তাঁর স্বামী বুলবুল সরকারের অভিযোগ, নিয়োগ পরীক্ষায় পাশ করার পর স্ত্রীর চাকরির

পরিষেবা বন্ধ

 লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেও চাকরি পাননি হলদিবাড়ির ব্লকের ১৩টি জমিদাতা পরিবারের মহিলা

 ক্ষর জমিদাতার পরিবারের সদস্যরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন

■ সিডিপিও'র কথায়. নিয়োগের বিষয়টি প্রশাসন দেখছে

কোনও মূল্যে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বলা হয়েছে। জমিদাতাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়োগের বিষয়টি প্রশাসন দেখছে।'

হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর মাস্টারপাডায় ২২৬ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমিদাতা পরিবারের সদস্য সাবিনা বেগমও

লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পরও চূড়ান্ত তালিকায় নাম ওঠেনি। অথচ চাকরির আশ্বাসে ওই কেন্দ্রে প্রায় ১৩ বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে রান্নার কাজ করে এসেছি।

সাবিনা বেগম

জন্য সিডিপিও এবং বিডিও'র দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রশাসনের তরফে শুধু আশ্বাসই মিলেছে। তাই বাধ্য হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সুর শোনা গেল সিঞ্জারহাটের আফিজুল সরকার, সামিলাবসের বিকাশ রায়, মধ্য কাশিয়াবাড়ির সুভাষ রায়ের মতো ভূমিদাতাদের গলাতেও। হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো বলেন, 'ভূমিদাতাদের শেবপা দাবির বিষয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে।'

সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত

দিনহাটা, ৯ অক্টোবর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা পাঁচটি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করেছেন। বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফ জানিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ আন্তজাতিক সীমান্ডের দিনহাটা-২ ব্লকের ঝিকরি এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত করা এই পাঁচটি সোনার বিস্কুটের আনুমানিক মল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা।

শোকজ

চ্যাংরাবান্ধা, ৯ অক্টোবর দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে নিয়মিত সময়ে না আসার অভিযোগে শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয় কর্তপক্ষ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং বলেন, 'আমাদের স্কলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক সম্রাট ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে সময়মতো আসছেন না। বারবার তাঁকে সতর্ক করার পরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। বাধ্য হয়ে পরিচালন কমিটির বৈঠক করে গত ৫ অক্টোবর তাঁকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষক সম্রাট ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'এমন কোনও নোটিশ আমি এখনও পাইনি।



শেষবেলায়।। বালুরঘাট রেলস্টেশনে দেবজ্যোতি রায়ের তোলা ছবি।



§ 8597258697

সংসার সামলে মাতৃ আরাধনায় 'উমা'রা

দেখা যায় না।

এখানকার পুজোর মূল কথা। এলাকার বিভিন্ন পুজোতৈ পুরুষ-মহিলারা একযোগে দায়িত্ব সামলান। তবে চ্যাংরাবান্ধার দুটো পুজো সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। সংসার থেকে কর্মক্ষেত্র সব দিকের সব সামলে চ্যাংরাবান্ধার 'উমা'রা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন।

পশ্চিমপাডায় চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড় দুর্গাপুজো কমিটির পূজো প্রমীলাবাহিনী অনেক বছর ধরে করে আসছে। পুজো কমিটির

'মহিলারা এই পুজোর দায়িত্ব প্রায় ১৪ বছর আগে নিয়েছেন। আগে পুরুষরা দায়িত্বে থাকলেও ২০১১ সাল থেকে মহিলারা এই পুজোর আয়োজন করছেন। ঠাকুর আনা থেকে পুজোর বাজার, প্যান্ডেলের বায়না সবকিছু মহিলারা করেন। ঘর-সংসার, অফিস ও ব্যবসা সব সামলে পাড়ার দশভূজারা মাতৃ আরাধনার আয়োজন করেন।'

এই পুজোয় অনুষ্ঠানের একটা বড় ভূমিকা আছে। প্রতিবছর দশমীর সন্ধ্যা মানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। বাইরের শিল্পীরা নয়, স্থানীয় শিল্পীরা মঞ্চ মাতিয়ে দেন। আর সঙ্গে থাকে নবীন ও প্রবীণদের পুজোর আড্ডা। লক্ষ্মীর সংযোজন, 'সবচেয়ে ভালো লাগে প্রবীণদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এলাকার তরুণীরা পুজোর কাজে এগিয়ে এসেছে। আগামীর দায়িত্ব তো ওদেরকেই নিতে হবে।'

চ্যাংরাবান্ধা

এই পুজোর সম্পাদক পিঙ্কি রায়। পুজোমণ্ডপ যেন সকলের ঘরবাড়ি তাঁর কথায়, 'আমাদের ক্লাবের হয়ে ওঠে।'

পঞ্চম বর্ষ। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত ভাগ করে করেন। পুজোর ক'দিন সকল দর্শনার্থীদের ভোগ বিতরণের

ব্যবস্থা থাকে। সবাইকে খাওয়ানো হয়।



মহিলারা এই পুজোর দায়িত্ব প্রায় ১৪ বছর আগে নিয়েছেন। আগে পুরুষরা দায়িত্বে থাকলেও ২০১১ সাল থেকে মহিলারা এই পুজোর আয়োজন করছেন। ঠাকুর আনা থেকে পুজোর বাজার, প্যান্ডেলের বায়না সবকিছু মহিলারা করেন। ঘরসংসার, অফিস ও ব্যবসা সব সামলে পাড়ার দশভূজারা মাতৃ আরাধনার আয়োজন করেন।

লক্ষ্মী কাহালি, সভাপতি

ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ভিসাধারী যাত্রীরা পুজোমগুপের সামনে দিয়ে যান। তখন তাঁরা প্রতিমা দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণের জন্য

বক্সিরহাট, ৯ অক্টোবর : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে বদ্ধ বাবাকে মারধরের অভিযোগ উঠল গুণধর ছেলের বিরুদ্ধে। মহাপঞ্চমীর রাতে জখম বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাডি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশরাজায়। বছর একষট্টির জখমের নাম মণীন্দ্রমোহন সাহা। প্রতিবেশীরা জানান, নিজের বিঘে তিনেক জমিতে চাষাবাদ করেই স্ত্রীকে নিয়ে কোনওরকমে সংসার চালান মণীন্দ্র। বিবাহিত ছেলে দীনেশ সাহার আলাদা সংসার। বাবার কাছে ওই তিন বিঘা জমি দাবি করে ছেলে। জমি লিখে দিতে রাজি না হওয়ায় মঙ্গলবার বাবা ও ছেলের তুমুল বচসা হয়। আচমকা কাঠের বাটাম দিয়ে বাবাকে মারধর করে ছেলে। স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে আক্রান্ত হন বৃদ্ধা মা-ও। তাঁদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা আসেন। তাঁরাই ওই বৃদ্ধকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে ভর্তি রয়েছেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে মণীন্দ্র বলেন, 'জমি লিখে দিতে রাজি হইনি বলে আমাকে ছেলে বেধড়ক মারধর করেছে। স্ত্রী বাঁচাতে আসায় তাকেও মারধর করে। সস্থ হয়েই বাডি ফিরে ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাব।' এব্যাপারে দীনেশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেলে তদন্ত করা হবে।

চ্যাংরাবান্ধা, ৯ অক্টোবর : শহর থেকে গ্রামে চারদিকে যখন থিমনির্ভর পুজোর রমরমা, তখন মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধায় কিছটা অন্যরকম পরিবেশ দেখা গেল। শারদোৎসবের সুবিরাট আয়োজন বা থিমের আধিক্য কোনওকালেই এখানে খুব একটা

নিয়মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা

সাংস্কৃতিক

দক্ষিণপাডায় চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সংলগ্ন স্পন্দন অ্যাথলেটিক অ্যান্ড সভাপতি লক্ষ্মী কাহালির কথায়, কালচারাল ক্লাবের পুজোর এবছর থেকে পুজোর সমস্ত কাজ প্রত্যেকে প্রতিবছর নবমীতে আমাদের তরফে

চ্যাংরাবান্ধা পশ্চিমপাড়ায় ভিআইপি মোড় দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিমা। সকল সদস্য মহিলা। সদস্যদের অনেকে বিভিন্ন ধরনের পেশার মামন আইচ জানান. আমাদের

পুজো কমিটির কোষাধাক্ষ সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিন চাঁদা আদায় পুজো বিগ বাজেটের নয়। কিন্তু

गार्छ यशपाल

২০০৮ : টি২০-তে শ্রীলঙ্কার হয়ে অভিষেক হল রহস্য স্পিনার অজন্তা মেভিসের। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

সেরা অফবিট খবর

কোটি টাকার স্টেডিয়ামে বিপত্তি



কোটি টাকা দিয়ে বেনাবিউ স্টেডিয়াম সান্তিয়াগো নতুন ভাবে বানিয়ে প্রশংসিত হওয়ার বদলে নিন্দা কুড়োচ্ছে ক্লাব। রিয়ালের এই সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত প্রতিবেশীরাই। স্টেডিয়ামে নতুন ছাদ লাগানোর পাশাপাশি নতুন ঘাস, আলো দোকান, ভিআইপি এলাকা তৈরি করা হয়েছে। মাঠিট এমনভাবে বানানো হয়েছে যাতে খেলা হওয়ার পর সেটি তুলে নিয়ে স্টেডিয়ামেরই আলাদা জায়গায় রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। রিয়ালের আসল উদ্দেশ্য, খেলা না হওয়ার সময় স্টেডিয়ামটি বিভিন্ন নাচগানের অনুষ্ঠান, বিয়েবাড়ি বা অন্য কোনও কাজে ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগার। সেটা করতে গিয়েই তৈরি হয়েছে বিপত্তি। প্রায় রোজই বার্নাব্যতে কোনও না কোনও অনুষ্ঠান থাকছে। আওয়াজের জেরে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশীদের।

ভাইরাল

অবাক পেনাল্টি



বিশ্বফুটবলের ইতিমধ্যে সব থেকে অবাক করা দৃশ্যগুলোর মধ্যেই একটা দেখা গেল জামানির দ্বিতীয় ডিভিশনের লিগে। বুন্দেশলিগা টুয়ে জার্মানির ম্যাগদেবার্গ ও গ্রিউথার ফার্থের মধ্যে ম্যাচ ছিল। ম্যাচের মধ্যে শুরুতেই ফার্থ গোলরক্ষক নাহুয়েল নোল বল বাড়িয়ে দেন দলের ডিফেন্ডার গিডিয়ন জাংকে উদ্দেশ্য করে। তিনি হঠাৎই সেই বলকে গোল কিক ভেবে হাত দিয়ে ধরে বসাতে গেলেন শট নেওয়ার জন্য। রেফারি তখনই পেনাল্টি উপহার দেন প্রতিপক্ষ দলকে।

উত্তরের মুখ



ইস্ট জোন জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতল উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহম্মদ মহসিন আওয়াল। সে ৮০০ মিটারে নেমেছিল।

স্পোর্টস কুইজ



১. বলুন তো ইনি কে?

২. এক বছরে ৫ বা তার বেশি টেস্ট সেঞ্চরি একাধিকবার করার নজির রয়েছে তিন ক্রিকেটারের। একজন জো রুট। বাকি দুই জন কারা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জেমিমা রডরিগেজ. ২. বিষাণ সিং বেদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মোহন্ত, নির্মল সরকার, নীরাদীপ চক্রবর্তী, সুখেন স্বর্ণকার, অমৃত হালদার, নীলৈশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, দেবব্রত সাহা রায়।

শ্বের সেরা চারে থাকা লক্ষ্য: সে

টেবিল টেনিস দলের কোচ সৌরভ জিতে ইতিহাস গড়েছে ভারতীয়

তবে ভারত হারলেও মেয়েদের কলকাতা, ৯ অক্টোবর: 'বিশের খেলায় খুশি কোচ সৌরভ। সুদুর প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকাই কাজাখাস্তান থেকে ফোনে উত্তর্রক ভারতের লক্ষ্য।' বক্তা ভারতীয় সংবাদকে বলেছেন, 'মেয়েদের খেলায় খুশি। ওরা সেমিফাইনালে চক্রবর্তী। এশিয়ান টেবিল টেনিস জাপানের কাছে হারলেও দুর্দান্ত চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার পদক লড়াই করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দলকে মহিলা দল। কোয়াটরি ফাইনালে হারানোটা মুখের কথা নয়। কোরিয়া তারা দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে তিনি আরও যোগ করেছেন

টানা তিনবার পদক পাচ্ছে পুরুষদল

ওঠার পাশাপাশি পদক নিশ্চিত তারা। বুধবার কাছে ১-৩ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন মখোপাধ্যায়. বাত্রারা। বুধবার ওপেনিং সিঙ্গলসে ঐহিকা ২-৩ গেমে জাপানের মিয়া হারিমোটোর কাছে পরাজিত হন। পরের সিঙ্গলসে সাতসুকি ওডোকে ৩-০ গেমে হারিয়ে সমতা ফেরান অভিজ্ঞ টিটি তারকা মণিকা। পরের তারই ফুল পাচ্ছে। দুইটি ম্যাচে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও

'আমাদের লক্ষ্য বিশ্বের প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকা। এই দলটার সেমিফাইনালে অবশ্য জাপানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওরা আগামীদিনে আরও ভালো পারফরমেন্স করবে। কোয়ার্টরি ফাইনালে ভারতের

দুরন্ত জয়ের কারিগর ঐহিকা। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৌরভ। তিনি বলেন, 'ঐহিকা দারুণ ছন্দে রয়েছে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ও কঠোর অনুশীলন করেছিল।

এদিকে, ভারতের পুরুষদলও



ব্রোঞ্জ জিততেই উল্লাস ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, মণিকা বাত্রাদের।

করেছে। এই নিয়ে টানা তিনবার পদক পেতে চলেছে ভারতের ছেলেরা। বুধবার কোয়াটরি ফলে হারিয়েছে তারা। প্রথম সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর কাজাখাস্তানের কিরিল গেরাসিমেনাকোকে হারিয়ে ভারতকে প্রথম লিড এনে দেন। পরের সিঙ্গলসে হারমিত দেশাইকে হারিয়ে ফেরান অ্যালান কুরমানগিলেইভ। শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।'

সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত তবে পরের দুইটি সিঙ্গলসে জিতে ভারতকে শেষ চারে নিয়ে যান বর্ষীয়ান অচিন্ত্য শরথ কমল ও হরমিত। সেমিফাইনালে ভারতের চাইনিজ প্রতিপক্ষ বিরুদ্ধে। এই নিয়ে কোচ সৌরভ 'ছেলেরা এই নিয়ে বলেছেন, টানা পদক নিশ্চিত করেছে। সেমিফাইনালে চাইনিজ তাইপেইযেব বিক্তমে খেলব আমবা। কাজাখাস্তানকে সমতায় ওরা খুব শক্ত প্রতিপক্ষ। তবে আমরা



পদক নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতীয় পুরুষ টেবিল টেনিস দলের সঙ্গে কোচ সৌরভ চক্রবর্তী।

অন্তমীতে শুরু রনজি অভিযান, নেই আকাশ

স্ট্রাইকিং লাইনই সমস্যা

ভিয়েতনামের বিপক্ষে ভারতের সঙ্গে মানোলোরও পরীক্ষা

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজো শেষ হওয়ার আগেই নিধারিত হয়ে যাবে ভারতীয় ফটবল দলের ভাগ্য।

গত নভেম্বরের পর থেকে জয় নেই ভারতের। গত জুন মাসে আগামী ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রায় শেষ ম্যাচ পর্যন্ত তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা



সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময়

মানোলো মার্কুয়েজ

জিইয়ে রাখতে পারলেও সেটা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে ফেলেন সুনীল ছেত্রী। অপসারিত হন ইগর[ি] স্টিমাক। টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন কোচ হিসাবে অগাস্টের শেষে নাম ঘোষণা করা হয় এফসি-র গোয়ার দায়িত্বে থাকা মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি আপাতত দুই জায়গাতেই কাজ চালাচ্ছেন। মানোলোর প্রথম কাজ



ভিয়েতনাম ম্যাচের প্রস্তুতিতে শুভাশিস বসু।

ভারতীয় টেনিসের উন্নতি

ছিল ঘরের মাটিতে ট্রাই নেশনস কাপ। সেখানে একটাও ম্যাচ জিততে না পারাই শুধু নয়, বিশ্রি পারফরমেন্স করে ভারতীয় দল। যার পর মানোলো বলেছেন, 'সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময় লাগবে।' এবারই তাঁর সেই পরীক্ষা। ভিয়েতনামেও নেই খুব ভালো জায়গায়। তারাও গত এগারো ম্যাচের মধ্যে দশটাই জিততে পারেনি। এই অবস্থায<mark>়</mark> নিজেদের ফিফা ক্রমতালিকায় এগোনোর খানিকটা সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। কিন্তু সমস্যা হল, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে গোল করার লোক নেই। সুনীলের পর স্ট্রাইকার খুঁজতে এখন ফেডারেশন সভাপতিকে রাজস্থানে ট্রায়াল করাতে হচ্ছে।

নতুন করে ফারুখ চৌধুরীর মতো স্ট্রাইকারকে সাড়ে তিন বছর পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে বাদ গেছেন রহিম আলি। এখন দেখার ১২ তারিখ ভিয়েতনামের বিপক্ষে জিতে দল নিয়ে ফিরতে পারেন কিনা মানোলো। যদি পারেন তাহলে হয়তো হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফেরাতে পারেন কিনা তিনি।

প্রথম দশে অর্শদীপও

ফিরলেন

দুবাই, ৯ অক্টোবর : আইসিসি

ব্যাটিং বিভাগেও লাভবান হয়েছেন হার্দিক। সাত ধাপ এগিয়ে ৬০তম স্থানে রয়েছেন।



দখলে রেখেছেন। দ্বিতীয় স্থানে ৭৪ পয়েন্টে এগিয়ে হেড। সূর্য ছাড়া যশস্বী জয়সওয়াল (৫) ও ঢুকে পড়েছেন অর্শদীপ সিং। সংক্ষিপ্ত নেওয়ার সুফল আট ধাপ এগিয়ে বোলারও। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের অবর্তমানে অর্শদীপের গোয়ালিয়রে যে দায়িত্ব সাফল্যের পুরস্কার কেরিয়ারের

তিন পেসারের

ভাবনায় আভ্যন্যরা

পরিকল্পনা করছি।' জানা গিয়েছে.

বাংলা তিন পেসারে প্রথম একাদশ

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,৯ **অক্টোবর** : বোধন হয়ে গিয়েছে। উৎসবে মাতোয়ারা বাংলা। পথেঘাটে জনজোয়ার।

কলকাতা থেকে কিলোমিটার দূরে লখনউয়ে বসে বাংলা ক্রিকেট দলও রনজি ট্রফির বোধনের অপেক্ষায়। লখনউতে বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো হয়। গতরাতে সেখানে পৌঁছানোর পর থেকে লখনউয়ে কোথায় পুজো হয়, তার খোঁজ নিয়ে ফেলেছেন বাংলা দলের ক্রিকেটাররা। আর তার মধ্যেই চলছে অস্টমী থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা রনজি অভিযানের প্রস্তুতি।

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা দলের। ব্যর্থতায় ভরা সেই মরশুম ভুলে নতুনভাবে সামনে তাকাতে চাইছেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। আজ বেলার দিকে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছেন ঋদ্ধিমান সাহারা। শুক্রবার থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে দলের নতুন অধিনায়ক অনুষ্টুপ লখনউ থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা।নতন মরশুমের শুরুটা ভালো হওয়া প্রয়োজন। সেকথা মাথায়

থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট সিরিজ শুরু। ভারতীয় স্কোয়াডে থাকবেন আকাশ দীপ। তাই তাঁকে ছাড়াই রনজি অভিযান শুরু করছে বাংলা দল। মুকেশ বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে, কোনওদিন সেটা

নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীরতন শুক্লা

কুমার, মহম্মদ কাইফ ও সুরজ সিন্ধ জয়সওয়ালকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে বাংলার পেস আক্রমণ। স্পিনার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ ও ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের খেলার কথা।

ওপেনিংয়ে থাকছে চমক। দলীপ ও ইরানি ট্রফিতে স্বপ্নের ফর্মে থাকা অভিমন্য ঈশ্বরণের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ম্যাচে ওপেন করতে চলেছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। অভিজ্ঞ সুদীপ-

বাংলা দলের জন্য বড় সুবিধার হতে পারে. মনে করছেন কোচ লক্ষ্মীরতন গড়তে চলেছে। ১৬ অক্টোবর শুক্লাও। সন্ধ্যার দিকে লখনউ থেকে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'নতুন মরশুমে নতুন ওপেনিং জুটির কথা ভেবেছি আমরা। অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপকে দিয়ে ওপেন করাচ্ছি আমরা। আর তিন পেসারে দল নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দুই স্পিনারও থাকবে প্রথম একাদশে। প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশও বেশ ভালো দল। স্কোয়াডে যশ দয়াল, সৌরভ কমার, নীতীশ রানা, প্রিয়ম গর্গদের মতো সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পরিচিত একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য প্রতিপক্ষকে নিয়ে তেমন ভাবতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে কোনওদিন সেটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।'

লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের **পिচ निराय वाश्ना मिनिराय वराय क** ধোঁয়াশা। আজ পিচ দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলা শিবির মনে করছে, স্পোর্টিং পিচ হবে। যেখানে পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন। সেভাবেই তৈরি হচ্ছে নতন



নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। বুধবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ঘরোয়া ক্রিকেট তিনি অনেকদিনই খেলতে চান না। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার কারণেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে। 'অবাধ্য' ঈশান কিষানকে নিয়ে

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। আসন্ন রনজি মরশুমে তিনি ঝাড়খণ্ড দলে ফিরেছেন। শুধু নিজের রাজ্য দলে ফেরা বা রনজি খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়াই নয়, ঝাড়খণ্ডের অধিনায়ক হিসেবে ঈশান ফিরতে চলেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের মূল স্রোতে।

২০১৮-'১৯ সালে শেষবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঈশান। শেষ মরশুমে দলের অধিনায়ক ছিলেন বিরাট সিং। এবার তিনি ঈশানের ডেপুটির দায়িত্বে। দলে ফিরে নিজের রাজ্যের নেত্ত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেও ঈশান উইকেটকিপিংয়ের

দায়িত্ব পালন করবেন কিনা, স্পষ্ট নয়। কুমার কুশাগ্রও রয়েছেন স্কোয়াডে। মনে করা হচ্ছে, হয়তো তিনিই উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। আজ ঝাড়খণ্ডের দল ঘোষণার পাশে ঈশানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর রাঁচিতে



সাংবাদিকদের হাজির সামনে হয়েছিলেন সেখানকার নির্বাচক প্রধান সুব্রত দাস। তিনি বলেছেন, 'ঈশান অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ওর আন্তজাতিক অভিজ্ঞতা আমাদের রনজি অভিযানে কাজে লাগবে। অধিনায়ক হিসেবেও যথেষ্ট দক্ষ ঈশান।'

নিরাপত্তা প্রশ্নে জোরালো হাতিয়ার মোহনবাগানের

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ৯ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে বাতিল করা হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

কিন্তু এরইমধ্যে এসতেকলাল বনাম আল নাসের ও ট্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে এফসি রাভসানের ম্যাচ সম্ভবত সরে যাচ্ছে দুবাইতে। যে খবর এএফসি সত্রে ইতিমধ্যেই পেয়েছে মোহনবাগান। আর এটাকেই এখন হাতিয়ার করতে চাইছে সবজ-মেরুন কর্তপক্ষ। ইরান যে ম্যাচ খেলার উপযুক্ত ছিল না,

হরানের সব ম্যাচ সম্ভবত দুবহিয়ে সরছে

এটা জানিয়ে আবেদন করার কথা আগেই জানায় মোহনবাগান। এবার সেই আবেদন আরও জোরালো হবে এএফসি এই সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে জানালে। তারা প্রমাণ করতে পারবে, এই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার মতো উপযুক্ত আবহ সেই সময়েও ছিল না কারণ ইরান তাদের সব বিমানবন্দর ম্যাচের দিন সকালেই বন্ধ করে দেওয়ায়। খেলতে গেলেও আটকে থাকতে হত গোটা দলকে।

এদিকে, দল নিয়ে প্রতিদিনই অবশ্য অনুশীলন চালাচ্ছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এদিন সকালে অনুশীলনের পর অবশ্য পুজোর ছুটি দিয়ে দেন তিনি। আবার ১৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ডার্বির প্রস্তুতি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ থেকে দল খানিক ছন্দে ফেরায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও মোলিনা অবশ্য গা-ছাড়া মনোভাব আনতে দিতে রাজি নন। কারণ তাঁরও জানা, ডার্বি না জিততে পারলে সমর্থকদের আস্থা এবার পাকাপাকিভাবে হারাবেন তিনি।

ইংল্যান্ডই পাখির চোখ চাহালের

উন্নতি করতে না পারলে খেলোয়াড়

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চৌষটি খোপের খেলা ছেড়ে ব্যাট-বলের চৌহদ্দি। সেখানেও জাঁকিয়ে বসা। ওডিআই এবং টি২০ মিলিয়ে ১৫২টি ম্যাচ খেলেছেন ভারতের হয়ে।

উইকেট সংখ্যা ২১৭। যদিও গত কয়েক বছরে আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটে নিয়মিত নন। টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে

২০২৫-এর ইংল্যান্ড সফরকেই পাখির চোখ করছেন যুযবেন্দ্র চাহাল। অফসিজনে প্রস্তুতি সারতে কাউন্টিতে খেলার সিদ্ধান্ত নেন এবার। প্রথম কাউন্টি সফরেই নটিংহ্যামের

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা।'

হকি ইন্ডিয়া লিগের রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানে

ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার রাহুল টোডির সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজ। -ডি মণ্ডল

উন্নতির অবকাশ রয়েছে বলে মনে করতে হবে। এর জন্য তৃণমূল স্তর

করেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার থেকে নজর দেওয়া উচিত। আমার

পেজ। তাঁর মতে, তুণমূল স্তারে মতে, ক্রিকেটের পর টেনিস এখন

উঠে আসবে না। লিয়েন্ডার তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি,

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ বলেছেন, 'আমার মনে হয়, এখনও অক্টোবর: ভারতীয় টেনিসের যথেষ্ট ভারতীয় টেনিসকে অনেক উন্নতি

হয়ে সফল ভারতীয় লেগস্পিনার। চারদিনের ও ওয়ান ডে- দুই ফরম্যাটেই নটিংহ্যাম বোলিংয়ের নয়, উঠতি ক্রিকেটারদের দিকেও অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠেন। সংক্ষিপ্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কাউন্টি সফরে মাত্র ১৭ গড়ে ২৪ চাহাল বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞ উইকেট নেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে ব্রাইডন স্যারের কাছে। উনি কাউন্টি পাওয়া যে সাফল্য নতুন আশা দেখাচ্ছে চাহালকে। জানান, আগামী বছর আমাকে। কাউন্টির সূত্রেই আলাপ ভারত যখন ইংল্যান্ড সফরে যাবে, হয় অসম্ভব প্রতিভাবান ১৮ বছরের তিনি তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে দেবেন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। চাহালের দাবি, 'কাউন্টি ক্রিকেট বেশ কঠিন মঞ্চ। কাউন্টিতে অংশ নেওয়া

আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে ভালো মানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের স্কিল দেখানোর। ভারতীয় দলের সঙ্গে আগামী বছর ইংল্যান্ড সফরে থাকলে বুঝিয়ে দেব আমি কতটা দক্ষ।'

মহেশ ও সানিয়া মিজা প্রায় ৪০টির

কাছাকাছি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছি।

এর সঙ্গে রোহন বোপান্নাকে

যোগ করুন। এছাড়া অলিম্পিক.

এশিয়ান গেমসেও পদক এসেছে

টেনিস থেকে। এটাই প্রমাণ করে,

চাইলে আমরাও বিশ্বের একনম্বর

অলিম্পিকে পদকজয়ী হকি দলের

সদস্য। বাবাকে দেখেই অনুপ্রেরণা

পেয়েছেন লিয়েন্ডার। এই নিয়ে তিনি

বলেছেন, 'বাবা ১৯৭২ অলিম্পিকে

ব্রোঞ্জয়ী ভারতীয় হকি দলের

সদস্য। বাবাকে দেখেই অলিম্পিক

পদক জয়ের অনপ্রেরণা পেয়েছি।

১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে

বাংলা অংশগ্রহণ করতে চলেছে রাঢ

বেঙ্গল টাইগার্স নামে। বুধবার বেঙ্গল

টাইগার্সের এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন লিয়েন্ডার। তিনি রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের সাফল্যের

বিষয়ে ভীষণ আশাবাদী। প্রথমবার

অংশগ্রহণ করে চমক দিতে চাইছে

বাংলার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি। এই

ফ্র্যাঞ্চাইজির পুরুষ দলের কোচের

দায়িত্ব সামলাবেন অস্টেলিয়ার

বৰ্তমান কোচ কোলিন বাক। মহিলা

দলের দায়িত্ব সামলাবেন গ্লেন

টার্নার। দলটি সল্টলেকে সাইয়ের

মাঠে অনুশীলন করবে বলেই দলের

কর্তারা জানিয়েছেন।

চলতি বছরে হকি ইন্ডিয়া লিগে

লিয়েন্ডার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

বাবা ভেস পেজ ১৯৭২ সালে

হতে পারি।'

নিটিংহ্যামের হয়ে বাইশ গজে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সই শুধু খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন তরুণ ক্রিকেটার কৃশ প্যাটেলের সঙ্গে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্য।'

সেরা তিনে

অলরাউন্ডারদের তালিকায় প্রথম তিনে প্রত্যাবর্তন হার্দিক পান্ডিয়ার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত প্রথম টি২০ ম্যাচে ব্যাটে-বলৈ সাফল্য প্রেছেন। সাফলোর প্রতিফলন আইসিসি ক্রমতালিকায়। ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোন ও নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরের ঠিক পিছনেই রয়েছেন হার্দিক।

অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড শীর্ষস্থান



থাকা সূর্যকুমার যাদবের (৮০৭) রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৯) প্রথম দশে রয়েছেন। বোলিং বিভাগে সেরা দশে ফরম্যাটে বেশ কিছুদিন ধরেই সাফল্যের মধ্যে রয়েছেন বাঁহাতি পেসার। প্রথম ম্যাচে তিন উইকেট অন্তম স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রথম দশে অর্শদীপই একমাত্র ভারতীয় কাঁধে পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব। সবেচ্চি ৬৪২ রেটিং পয়েন্টে অর্শদীপ। বোলিং বিভাগে কিছুটা এগিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। চার ধাপ উন্নতি করে আছেন ৩৫তম স্থানে। বোলিং বিভাগের শীর্ষে ইংল্যান্ডের স্পিন-তারকা আদিল রশিদ।

यार्थ यशपाल

য়ৃতির অর্ধশতরান, শেফালির রেকর্ড

WOMEN'S T20 WORLD CUP

বাংলাদেশ-১৩৫/৯

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : ফিরোজ শা কোটলা মানে হাইস্কোরিং ম্যাচ।

ছোট বাউন্ডারি, ব্যাটিং সহায়ক পিচ-দুশো প্লাস স্কোরও সবসময় নিরাপদ নয়। অথচ, সহজ ব্যাটিং পরিস্থিতিতেও শুরুতে ভারতীয় ইনিংসে থরহরিকম্প। উধাও টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের মুখে লেগে থাকা চওড়া হাসি। অজানা আশঙ্কায় চিন্তার ছাপ গৌতম গম্ভীর, অভিষেক নায়ারদের চোখেমুখে।

তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমানদের স্লোয়ার স্ট্র্যাটেজিতে সূর্যের হিসেব ঘেঁটে ঘ। তানজিম সাকিবের অস্ত্র সেখানে গতি। টাইগার ব্রিগেডের পেসার ত্রয়ীর মিলিত প্রয়াসের ফল-পাওয়ার প্লে-তে একে একে ডাগআউটে সঞ্জ স্যামসন (১০), অভিষেক শর্মা (১৫), সূর্যকুমার (৮)।

৪১/৩ ভারত।গোয়ালিয়রের হার ভূলে টগবগিয়ে ফুটছে বাংলাদেশ। রবি শাস্ত্রী, সুনীল গভাসকারদের মুখে ১৭৫ রানের ভাবনা। কিন্তু অঙ্ক বদলে দেয় নীতীশ-ঝড়, রিঙ্গ-শো। নীতীশকুমার রেডিড (৩৪ বলে ৭৪), রিঙ্ক সিংয়ের (২৯ বলে ৫৩) ৫১ বলে ১০৮ রানের বিস্ফোরক জুটির স্পর্শে

সামনে ১২৮/৯ স্কোরে আটকে যায় প্রশংসা বাংলাদেশ। বরুণ চক্রবর্তী (১৯/২), নীতীশরা (২৩/২) বাংলাদেশি ব্যাটারদের দাঁত ফোটানোর সুযোগ দেননি। ফলে ২-০ ব্যবধানে জিতে সিরিজ জয় সম্পন্ন করে হায়দরাবাদে পা রাখবে সূর্যের নয়া টিম ইন্ডিয়া।

নীতীশ-ঝড়ের সঙ্গে

প্রথম দিকে নীতীশ কিছুটা নড়বড়ে। ৫ রানের মাথায় তানজিমের ক্যাচও দিয়ে বেঁচে যান লিটন দাসের সৌজন্যে। সুযোগের সদ্যবহার। ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ নো বল,

আশঙ্কা সরিয়ে ঝলমলে টিম সর্য

বোলারদের দাপটে সিরিজ জয় ভারতের

ফ্রি হিট। ছক্কা নীতীশের। আর ছক্কাই বদলে দেয় নীতীশের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ। ছক্কার আগে ১৩ বলে ১৩ রান। পরের ২১ বলে ৬১! ২৭ বলে কেরিয়ারের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি। মাটিতে বল রাখার বদলে বেশিরভাগ উড়ে যাচ্ছিল গ্যালারিতে। কোটলার বাউন্ডারি ছোট। কিন্তু নীতীশের বিগহিটগুলি যে দুশো পার ভারত (২২১/৯)। যার কোনও মাঠেই বাউন্ডারি পেরোবে,



২৯ বলে মারমুখী ৫৩ রান করার পথে রিঙ্কু সিং। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

গিয়ে করতে বলছিলেন সুনীল গাভাসকার। তাসকিনকে মারা ফোরহ্যান্ড হোক বা মিডউইকেটের ওপর দিয়ে পুল-বছর একু**শে**র অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যাটারের যে ব্যাটিং-শোয়ে কোটলায় তখন উৎসবের মেজাজ। আশঙ্কার মেঘ উধাও।

VREAM II

করিয়ারের প্রথম

অর্ধশতরানের

পর নীতীশ কুমার

রেডিড।

হোসেন শান্ত। ঘুরপাক

প্রথমে ব্যাটিং করে ১২৭

রানে গুটিয়ে যাওয়া

বোলাববা ভাবতকে

আটকে দিতে পারলে

প্রত্যাবর্তনের সুযোগ

নাজমুলের

নাগালের

থাকবে। মিরাজের প্রথম ওভারে ১৫

রান আসার পরই হঠাৎ থরহরিকম্প

ভারতীয় ইনিংসে। জোডা দষ্টিনন্দন

অফড্রাইভে ইনিংস শুরু করলেও

ফের স্যামসনকে ঘিরে প্রত্যাশার

অপমৃত্যু। তাসকিনের স্লোয়ারে

মিডঅফে ক্যাচ প্র্যাকটিসে আরও

একটা সুযোগ হাতছাড়া। এরপর বাদ

পড়লে দায়ী থাকবেন সঞ্জ নিজেই।

পর মস্তিষ্ক কাঁজে লাগাতে বলেছিলেন

অভিষেককে (১৫)। কিন্তু সব বল

আড়া চালাতে যাওয়ার বদভ্যাসে

উইকেট খোয়ালেন। তানজিমের

১৪৭ কিলোমিটার গতির বল ব্যাটের

কানা ছুঁয়ে উইকেট ভেঙে দেয়।

সূর্য (৮) এদিন আগাগোড়া মেঘের

আডালে। তাসকিন-মুস্তাফিজুরের

স্লোয়ারের গোলকধাঁধায় আটকে যান।

স্যামসনের আউটের কার্বন কপি।

মিডঅফে সহজ ক্যাচ। পাওয়ার

প্লে-তে টপ থ্রি-কে হারিয়ে নড়বড়ে

হাল। আশঙ্কার যে মেঘ কাটে রিঙ্কু-

নীতীশের সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ে।

মেন্টর যুবরাজ সিং প্রথম ম্যাচের

সিরিজে

গোয়ালিয়রে

যুক্তি,

মধ্যে

অনভিজ্ঞ নীতীশের হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানিতে রীতিমতো অসহায় অবস্থা মিরাজ, তানজিম, মস্তাফিজুরের রিশাদদের। অভিজ্ঞতার কাছে শেষপর্যন্ত থামে নীতীশ-ঝড়। ফেরার আগে নিজের দায়িত্ব সারেন ৩৪ বলে ৭৪ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে। সাতটি ছক্কা, চারটি চার। স্ট্রাইক রেট २১१.७8!

নীতীশের পাওয়ার-হিটিংয়ের পাশে রিঙ্কর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং। ক্রিজে নেমেই চাপ কাটানোর কাজে হাত লাগান। ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর যেমন

নিলেন, তেমনই অসাধারণ শটের ফুলঝুরি। আইপিএল, জাতীয় দল-চলতি বছরে ব্যর্থতায় তৈরি হওয়া চাপ ঝেড়ে রিঙ্কু ফিরলেন ২৯ বলে ৫৩ রানের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে। সেঞ্চুরি জুটিতে ৪১/৩-এ

নড়বড়ে দলকে শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে দেন নীতীশ-রিঙ্কু। স্লগ ওভারে। হার্দিক পান্ডিয়ার (১৯ বলে ৩২) ক্যামিও ইনিংস। রিয়ান পরাগ জোড়া ছক্কায় ৬ বলে ১৫ করেন। নিট ফল প্রত্যাশা ছাপিয়ে ২২১/৬-এ পৌঁছে যাওয়া। বাংলাদেশের পক্ষে সেরা বোলার তাসকিনের (২/১৬)।

সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে ২২২ জয়লক্ষ্যে প্রথম থেকেই খোঁড়াতে থাকে বাংলাদেশ। পারভেজ হোসেন ইমনকে (১৬) ফিরিয়ে প্রথম ধাকা দেন অর্শদীপ। লিটন দাস (১৪), নাজমুল হোসেন শান্ত (১১), তৌহিদ হদয়রা (১) ভারতীয় স্পিনার ত্রয়ী ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, অভিষেক শর্মার শিকার হয়ে।

এর আগে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নাজমুল

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জঘন্য হার দিয়ে শুরু। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় এলেও ভারতীয় ব্যাটারদের মন্তর ব্যাটিং সমালোচকদের হাত শক্ত করেছিল। সঙ্গে ছিল অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের ঘাড়ের চোট ও দর্বল নেট রানরেটের জ্রকটি। বধবার মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপে সবকিছুকেই ঝেড়ে ফেললেন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীতরা। নিটফল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৭২/৩ স্কোরের

পাহাড়ে চড়ে বসল উইমেন ইন ব্লু। ঢোট ঘাডের হরমনপ্রীতের টস করতে নামা ম্যাচ শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। কয়েন যুদ্ধেও ভাগ্য ভারতের সঙ্গ দেয়। ফলে টসে জিতে ব্যাটিং নিতে দ'বার ভাবেননি হরমন। চলতি বছরের মহিলাদের এশিয়া কাপের ফাইনালে এই শ্রীলঙ্কার কাছেই অপ্রত্যাশিত হার হজম করতে হয়েছিল ভারতকে।

বুধবার প্রথম বল থেকেই বদলা নেওয়ার মেজাজে ছিলেন শেফালি ভার্মা (৪৩), মান্ধানা (৩৮ বলে ৫০)। পাকিস্তান ম্যাচে শেফালি-মান্ধানার ওপেনিং জুটি ক্লিক করেনি। এদিন সেই হতাশা এই দুই তারকা সুদে-আসলে মেটালেন। ওপেনিং জুটিতে এল ৯৮ রান। যার শুরুটা করেছিলেন শেফালি। মহিলাদের ক্রিকেটে অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটার হিসেবে সুনাম রয়েছে তাঁর। এদিন শেফালি আরও একবার নামের প্রতি সুবিচার করলেন। অর্ধশতরান না পেলেও রেকর্ড গড়লেন শেফালি। মহিলাদের আন্তজাতিকে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ২ হাজার রান হয়ে গেল ২০ বছরের এই ব্যাটারের।

মান্ধানা বরাবরই টাচ প্লেয়ার। তাঁর ব্যাটিং সবসমই চোখের পক্ষে আরামদায়ক। এদিনও মান্ধানার ব্যাট থেকে মন ভালো করে দেওয়া শট বেরোল। টাইমিং নির্ভর ব্যাটিংয়ে মাঠের ফাঁকফোকরগুলি দিব্যি খুঁজে বার করছিলেন মান্ধানা।



শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পথে স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার দুবাইয়ে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে।



ঝোড়া অর্ধশতরান করে সাজঘরে ফিরছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।

অর্ধশতরানের মাঝেই ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকে যান তিনি। ওপেনিং জুটি ভাঙে মান্ধানার দুর্ভাগ্যজনক রানত্রাউটে। পরের বলে ফিরে যান শেফালিও।

এখান থেকেই স্মৃতিদের সাজানো মঞ্চকে দুর্দন্তি ব্যবহার করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দল জিতলেও ম্যাচ ফিনিশ করে আসতে পারেননি। এদিন অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেটের 'হ্যারি'-কে নড়ানো যায়নি। শুরুটা দেখেশুনে করার পর কার্যত ঝড় তুললেন হরমন। ২৭ বলে অপরাজিত ৫২ রানের ইনিংস সেটারই প্রমাণ।

বল হাতে প্রথম ওভার থেকেই কাজ শুরু করে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার রেণুকা সিং (১১/২)। তাঁর জোড়া শিকারে ৬/৩ হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। এই ধাক্কা তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রেণুকাকে বল হাতে যোগ্য সংগত করেন অরুন্ধতী রেডিড ও আশা শোভানা (১৯/৩)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৭

প্রথম টেস্টে অনিশ্চিত উইলিয়ামসন

ওয়েলিংটন ৯ অক্টোবর ভারত সফরের দল ঘোষণা করল

১৬ অক্টোবর তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। দ্বৈরথের ঢাকে কাঠি দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সদলবলে ভারতে পা রাখতে চলেছেন ব্ল্যাক ক্যাপসরা। টিম ইন্ডিয়ার টক্করে কারা নামবেন, এদিন সেই ১৭ জনের দলই বেছে নিলেন কিউয়ি নির্বাচকরা।

শ্রীলঙ্কা সফরের ব্যর্থতার জেরে নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেন টিম সাউদি। পরিবর্তে টিম ল্যাথাম আসন্ন ভারত সফরে অধিনায়কের ভার সামলাবেন। টিম সাউদি খেলবেন সাধারণ সদস্য হিসেবে। দলে আছেন প্রাক্তন আরেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও। তবে কুঁচকির চোটের কারণে তারকা ব্যাটারকে নিয়ে অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা সফরে গলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টের সময় চোট পান উইলিয়ামসন। সেই চোট থেকে এখনও মুক্ত নন। টিম সূত্রের খবর, প্রথম টেস্টে উইলিয়ামসনের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিবাচিক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, অযথা তাড়াহুড়োয় ঝুঁকি বাড়াতে রাজি নন তাঁরা। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী রিহ্যাব প্রক্রিয়া চললে সিরিজের শেষদিকে উইলিয়ামসনকে পাওয়া যাবে।

ব্যাকআপ হিসেবে ভাবনায় এখনও পর্যন্ত টেস্ট না খেলা

ভারত সফরের দল ঘোষণা

উইলিয়ামসনের যথার্থ বিকল্প সন্তানের মুখ দেখার জন্য ওই সময় রাতারাতি পাওয়া সম্ভব নয়। কঠিন স্ত্রী-পরিবারের পাশে থাকবেন। ভারত সফরে তারকা ব্যাটারকে ব্রেসওয়েলের পরিবর্তে শেষ দুই শুরুতে না পাওয়া বড় ধাকা ব্ল্যাক টেস্টের জন্য দলে নেওয়া হচ্ছে ক্যাপসদের জন্য। নির্বাচক কমিটির এক সদস্য তা মেনে নিয়ে বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ সফর। শুরুতে কেনকে না পাওয়া দলের জন্য দুর্ভাগ্য।'



চ্যাপম্যান এখনও পর্যন্ত ৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪২.৮১ ২,৯৫৪ রান করেছেন। অনিয়মিত স্পিন বোলিং করলেও লাল বলের ক্রিকেটে ছাপ রাখতে পারেননি। কিউয়ি নির্বাচকরা যদিও আশাবাদী, উপমহাদেশীয় পিচে চ্যাপম্যান কার্যকর হবে।

স্পিন-অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল প্রথম টেস্ট খেলার পর মার্ক চ্যাপম্যান। তবে অভিজ্ঞ দেশে ফিরবেন পারিবারিক কারণে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার ইশ সোধিকে।

ঘোষিত দল

টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল (প্রথম টেস্ট), মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, ম্যাট হেনরি,

ড্যারেল মিচেল, উইল ও'রৌরকি, আজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, বেন সিয়ার্স ইশ সোধি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট), টিম সাউদি, কেন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।

উইলিয়ামসনের অবর্তমানে প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে ডেভন কনওয়ে, ড্যারেল মিচেলদের ওপর। গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্রও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। টিম সাউদিদের সঙ্গে মিচেল স্যান্টনার-সোধির স্পিন যুগলবন্দি ভারতীয় ব্যাটারদের কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

'খবরের কোনও সত্যতা নেই'

ফাইনাল সরানোর

মডেল।

ভাবতেব কথা মাথায় বেখে লাহোর থেকে নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে সরানো হতে ফাইনালও। গতকাল যে খবরে ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তর্জার উত্তাপ ফের ঊর্ধ্বমুখী। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পত্রপাঠ এহেন দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। পালটা দাবি, সর্বৈব মিথ্যা খবর।

নিধারিত সূচি মেনেই ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (১৯ ফেব্রুয়ারি-৯ মার্চ) আসর বসবে পাকিস্তানের তিন কেন্দ্র - করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে। ভারতের পাকিস্তানে গিয়ে না খেলার সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই যে টুর্নামেন্ট ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

গতকাল ইংল্যান্ডের একটি প্রথম সারির দৈনিক দাবি করে ভারত ফাইনালে উঠলে লাহোর থেকে দুবাইয়ে খেতাবি যুদ্ধ সরানো হবে।যে প্রসঙ্গে পিসিবি-র দাবি, 'এই খবরের কোনও সত্যতা নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল পাকিস্তানের বাইরে সরানো হতে পারে বলে যা বলা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন। টুন্মেন্ট আয়োজনের কাজ সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী আসন্ন টুর্নামেন্টকে আমরা আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় করে রাখতে।'

পিসিবি-র যুক্তি,



দুই দেশের মধ্যে চলতি রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সমস্যা থাকলেও পিসিবি সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নিশ্চিত, কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে।

66

পিসিবি কর্তা

পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েন রয়েছে। সেই কারণেই অনেকে এই ধরনের খবর রটাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স টুফির আসরে এর প্রভাব পড়বে না। নির্বিঘ্নে পাকিস্তানের মাটিতেই পুরো টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। পিসিবি-র এক কর্তা দাবি করেন, 'দুই দেশের মধ্যে খেলেছিল।

রয়েছে। কিন্তু সমস্যা থাকলেও পিসিবি সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নিশ্চিত, কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে।'

আইসিসি অবশ্য কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেয়নি। লাহোর থেকে দুবাইয়ে ফাইনাল সরানো বা হাইব্রিড মডেল নিয়ে সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকাও জারি করা হয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে। তবে সূত্রের খবর, ভারতের চাপে শেষপর্যন্ত ২০২৩ সালের এশিয়া কাপের মতোই হাইব্রিড মডেলই সমাধান সূত্র হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে ম্যাচু খেলবেন। এমনকি ভারত যদি সেমিফাইনাল, ফাইনালে ওঠে, তাহলে সেই ম্যাচগুলিও পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ দেশে হবে। সম্ভাব্য কেন্দ্রের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে দুবাই। প্রসঙ্গত, ২০২৩ এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচগুলি এবং ফাইনাল শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ম্যাচ পাকিস্তানে। আইসিসি প্রকাশ্যে কিছ না বললেও একই পথেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত ২০০৮ সালে শেষবার পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপে



টেস্টে ৩৫তম শতরানের পর জো রুট। বুধবার মুলতানে।

কুককে টপকে

বলের ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকারের রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারেন। তাঁর সবাধিক রানের রেকর্ড কি ভেঙে মন্তব্য, 'বেন স্টোকস অধিনায়ক ফেলবেন ইংল্যান্ডের জো রুট? হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই টেস্টের তৃতীয় দিনের পর আরও জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, একবার ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের থাচ্ছে এই প্রশ্ন।

হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে।' ব্যাট করতে নামলেই সেঞ্চুরি করা এবং একের পর এক রেকর্ড ভাঙা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন রুট। এদিনও তার অন্যথা হল না। বুধবার মুলতানে রুট অপরাজিত ১৭৬ রানের ইনিংস খেললেন। টেস্ট কেরিয়ারে যা তাঁর ৩৫তম শতরান। সেঞ্চুরি সংখ্যার নিরিখে তিনি পিছনে ফেললেন সুনীল গাভাসকার, ব্রায়ান লারা, মাহেলা জয়বর্ধনে এবং ইউনুস খানের মতো কিংবদন্তিদের। এঁদের প্রত্যেকেরই টেস্টে ৩৪টি সেঞ্চুরি ছিল। সেঞ্চরি সংখ্যার দিক থেকে রুট আগেই স্বদেশীয় অ্যালিস্টার কুককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এদিন টেস্ট রানের নিরিখেও কুককে (১২,৪৭২) পিছনে ফেললেন রুট (১২,৫৭৮)। ফলে টেস্টে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক রানের নজির এখন রুটেরই দখলে। রুটের রেকর্ডের তালিকা এখানেই শেষ নয়। চলতি বছরে রুট এই নিয়ে ৫ নম্বর সেঞ্চুরি করে ফেললেন। এর আগে ২০২১ ও ২০২২ সালেও তিনি

পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

অন্যদিকে, কুক মনে করছেন

বেন স্টোকস অধিনায়ক হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে। অ্যালিস্টার কুক

খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে

রুটকে যোগ্য সংগত দিয়ে শতরান করেন হ্যারি ব্রুকও (১৪১)। অপরাজিত রুট-ব্রুক জুটি পঞ্চম উইকেটে ২৪৩ রান জোড়েন। তার আগে বেন ডাকেট ৭৫ বলে ৮৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৪৯২/৩। পাকিস্তানের চেয়ে তারা ৬৪ রান পিছিয়ে।

ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা পামার

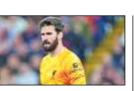
লন্ডন, ৯ **অক্টোবর** : ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক ২০২৩-এর নভেম্বরে। এরইমধ্যে দেশের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন কোলে পামার।

জুডে বেলিংহাম, ফিল ফোডেন, বুকায়া সাকাদের পিছনে ফেলে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের জার্সিতে ৯টি ম্যাচ খেলা পামার। তার মধ্যে প্রথম একাদশে ছিলেন মাত্র দুটি ম্যাচে। ইংল্যান্ডের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলসংখ্যা দুই। জাতীয় দলে কম সুযোগ পেলেও ক্লাব ফুটবলে দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছেন তরুণ এই ব্রিটিশ ফুটবলার। গত মরশুমে চেলসির জার্সিতে ২২টি গোল করেন তিনি। চলতি প্রিমিয়ার লিগেও ৭ ম্যাচে ৬টি গোল করে ফেলেছেন পামার। সেই সুবাদেই জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার।

সমর্থকদের ভোটেই সেরা নিবাচিত হয়েছেন কোলে পামার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জুডে বেলিংহাম ও তৃতীয় স্থানে বুকায়ো সাকা। ২০১০ সালে অ্যাশলে কোলের পর চেলসির প্রথম ফুটবলার হিসাবে এই পুরস্কার জিতলেন কোলে পামার।



বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে কোল পামার। বুধবার।



দেড় মাস মাঠের বাইরে অ্যালিসন

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে নাজেহাল লিভারপুল গোলকিপার অ্যালিসন বেকার। জানা যাচ্ছে, তিনি প্রায় দেড় মাস মাঠের বাইরে থাকবেন। ফলে লিগে চেলসি ও আর্সেনালের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বেকারকে ছাড়াই মাঠে নামবে লিভারপুল। অল রেডস-এর কোচ আর্নে স্লুট বলেছেন, 'বেকারের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। ফলে ওকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে। ও এই মুহূর্তে দলের তথা সমগ্র বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক। ফলে বেকারকে ছাড়া মাঠে নামা কঠিন হবে।'

ছটকে গেলেন নিকে

মাদ্রিদ, ৯ অক্টোবর : নেশনস লিগের ম্যাচের আগে স্পেন শিবিরে দুঃসংবাদ বয়ে আনলেন নিকো উইলিয়ামস। ১২ অক্টোবর ডেনমার্কের বিরুদ্ধে এবং ১৫ অক্টোবর সার্বিয়ার বিরুদ্ধে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ রয়েছে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের। তবে চোটের কারণে এই দুইটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না লুইস ডে লা ফুয়েন্ডের দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার নিকো উইলিয়ামস। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের হয়ে ইউরোপা লিগের ম্যাচে খেলতে নেমে চোট পেয়েছিলেন বছর বাইশের এই স্প্যানিশ ফুটবলার। এরপর লা লিগায় জিরোনার বিরুদ্ধে ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি নিকো। এবার ছিটকে গেলেন জাতীয় দল থেকেও।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'চোটের কারণে শিবির ছাড়তে নিকোকে। উয়েফা নেশনস লিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁর ক্লাব

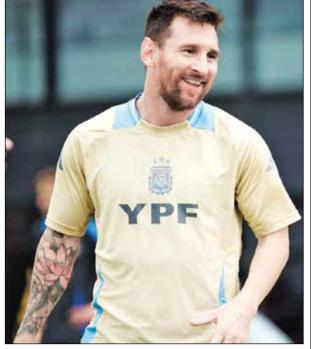


চিন্তা বাড়ালেন নিকো উইলিয়ামস।

আটলেটিকো বিলবাও ও জাতীয় দলের চিকিৎসকদের পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত।' পাশাপাশি নিকোর পরিবর্ত হিসাবে রিয়াল সোসিয়েদাদের ফুটবলার সের্জিও গোমেজ স্পেনের জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন প্যারিস অলিম্পিকে স্পেনের সোনাজয়ী ফুটবল দলের সদস্য সের্জিও।

गार्छ गश्रापात्न

ম্যাচ না খেলেই কাৰ্যত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল



আর্জেন্টিনার অনুশীলনে খোশমেজাজে লিওনেল মেসি।

ফিরছেন লিওনেল মেসি

নিকো গঞ্জালেজ, পাওলো দিবালা, মাকোর্স আকুনার পর স্কোয়াড থেকে ছিটকে গিয়েছেন আলেহান্দ্রো গারনাচোও। এছাড়া দলের গোলরক্ষক

মাতুরিন (ভেনিজুয়েলা), অক্টোবর : জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরছেন লিওনেল মেসি। চোটের জন্য গত মাসে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দুইটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি এলএম টেন।

তারপর চোট সারিয়ে ফিরেছেন ইন্টার মায়ামির জার্সিতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভারতীয় সময়

আজ গভীর রাতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জার্সিতে

প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন লিও।

ক্লাবের অর্জিত ১ পয়েন্ট কেটে

নেওয়া হয়। উপরি তিন পয়েন্ট দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে খেতাবি দৌড়ে থাকা ডায়মন্ড হারবার এফসির সঙ্গে লাল-হলুদের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়ায় ৪। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যানেজমেন্ট। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আইএফএ যে নোংরামি শুরু করেছে, এভাবে খেলা যায় না। এবারের লিগ থেকে আমরা নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,

৯ অক্টোবর: আইএফএ-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। কলকাতা

লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল

ডায়মন্ড হারবার এফসি। কলকাতা

লিগে কাৰ্যত খেতাব নিশ্চিত হয়ে

শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকের

পর ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ভূমিপুত্র

খেলানোর নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে

ওই ম্যাচ থেকে মহমেডান স্পোর্টিং

আইএফএর ওপর

ক্ষব্ধ ডায়মন্ড হারবার

আইএফএ-র

গেল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের।

মঙ্গলবার



কলকাতার রাজভাঙ্গা নব উদয় সংঘের দুর্গাপজোয় ইস্টবেঞ্চল ফুটবল ক্লাবের দিমিত্রিস দিয়ামান্তাকোস ও মহম্মদ রাকিব।

প্রত্যাহার করে নিচ্ছ।' একইসঙ্গে ভবিষ্যতে কলকাতা লিগ সহ আইএফএ আয়োজিত কোনও টুর্নামেন্টে তারা খেলবে কি না তা ভেবে দেখা হবে বলেও জানানো হয়। একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে আইএফএ-র 'দত্তক পুত্র' বলে ক্ষোভ উগড়ে দেন ডায়মভ হারবার ক্লাবের সহ সভাপতি।

এদিকে, এই মুহুর্তে কলকাতা লিগের পয়েন্ট টেবিলৈর যা অবস্থা তাতে. একমাত্র ডায়মন্ড হারবারের পক্ষেই ইস্টবেঙ্গলকে টপকে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কিবু ভিকনার দল নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে ম্যাচ না খেলেই খেতাব একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলল বিনো জর্জের

এদিকে, হেড কোচ হিসাবে অস্কার ব্রুজোঁকে নেওয়ার পর নতুন ফিটনেস কোচও চূড়ান্ত করে ফেলল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। অনেক আগে প্রাক-মরশুম শিবির শুরু করলেও ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তার জেরেই ফিটনেস কোচ বদল হল। ব্রুজোঁর সঙ্গে বসুন্ধরা কিংসে কাজ করা জাভিয়ের স্যাঞ্চেজকে নতুন ফিটনেস কোচ হিসাবে নিযুক্ত করল ইস্টবেঙ্গল।



কলকাতায় মহাষষ্ঠীতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ আন্দ্রেই



আমূল দুধ ভালোবাসে ইন্ডিয়া

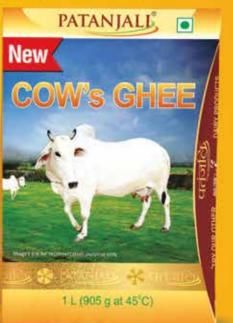


শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক ভোজ্য তেল এবং অন্যান্য খাদ্য পদার্থ দিয়ে বাড়িতে প্রসাদ তৈরি করুন এবং দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ লাভ করুন, এবং ভেজালের বিষ থেকে নিজের পরিবারকে রক্ষা করুন।

• পতঞ্জলি গোরুর ঘি ১০০% শুদ্ধ এবং যে কোনও কৃত্রিম রং, প্রাণীজ বা উদ্ভিজ ইত্যাদি চর্বি থেকে মুক্ত।

 জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুণগত পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ। পতঞ্জলি ঘি-এর ১০০% শুদ্ধতা প্রমাণ করেছে ঘি-এর শুদ্ধতার পরীক্ষায় ৬০টিরও বেশি বিচারের মানদণ্ডের ক্ষেত্রে।







Shop Online- www.patanjaliayurved.net | Customer Care Number - 18001804108 অর্ডার মি অ্যাপ থেকে অনলাইনে পতঞ্জলি প্রোডাক্টস অর্ডার করুন আপনার কাছের পতঞ্জলি

উদযাপন করার মত একটি রাইড।

এই দশমীতে, Hero Motocorp এর পক্ষ থেকে

VIDA V1 ইলেক্ট্রিক স্কুটারের সাথে ₹40,000* মূল্যের অফার উপভোগ করুন।





সাটিফায়েড রেঞ্জ





ফাস্ট চার্জার







#MAKEWAY *T&C Apply.



*Limited period offer. Call your nearest Hero dealership now.

Visit us in SILIGURI: Burdwan Road - DARJEELING AUTOMOBILE PVT LTD, 9733317771 | Ground Floor, Kapil Comm Complex, 2nd Mile Sevoke Road — BEEKAY AUTO CORP PVT LTD, 9749412777 | JALPAIGURI: N.S.ROAD, Bajrapara, PLOT NO. 1793/1794 — ANAND AUTOMOBILES, 8170033399. **Certified range by Govt. certified agency. Real-world range of 110 km. Certified and Real-world range may vary depending on riding style, road/vehicle conditions, and vehicle models.